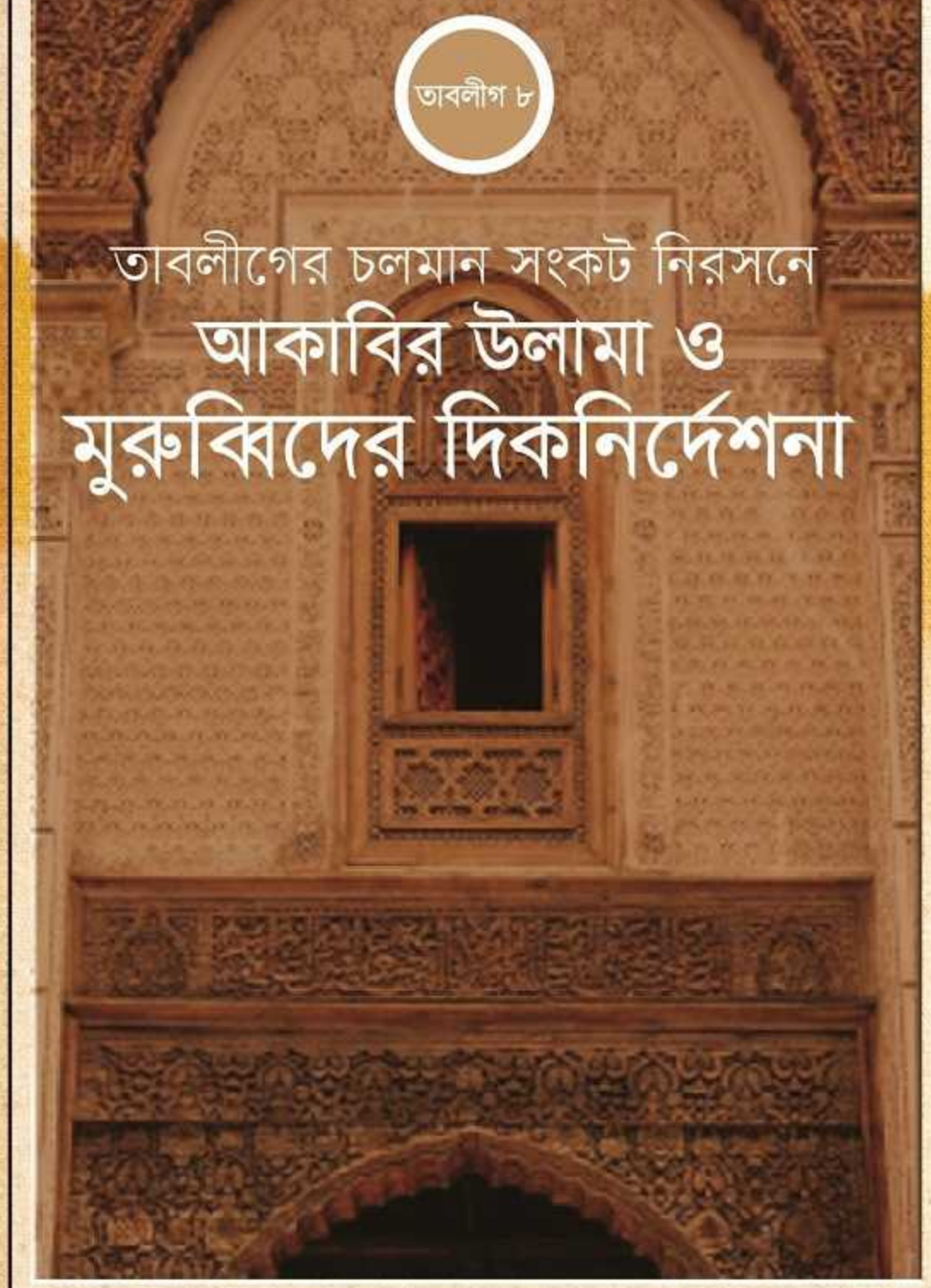

তাবলীগ ৮

তাবলীগের চলমান সংকট নিরসনে

# আকাবির উলামা ও মুরুব্বিদের দিকনির্দেশনা

রচনা

**ডক্টর আফতাব আলম**

সম্পাদনা ও নিরীক্ষণ

**মাওলানা ওবায়দুল্লাহ কাসেমি**

তাবলীগের চলমান সংকট নিরসনে

# আকাবির উলামা ও মুরুব্বিদের দিকনির্দেশনা

[তাবলীগ সিরিজের অষ্টম প্রকাশনা]



প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না । এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয় ।

তাবলীগ : ৮

তাবলীগের চলমান সংকট নিরসনে

# আকাবির উলামা ও মুরুব্বিদের দিকনির্দেশনা

রচনা
**ডক্টর আফতাব আলম**
ইফতিখার মনযিল, মুযাফফরনগর, উত্তরপ্রদেশ, ভারত

সম্পাদনা ও নিরীক্ষণ
**মাওলানা ওবায়দুল্লাহ কাসেমি**
আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, উত্তরপ্রদেশ, ভারত

অনুবাদ
**আবদুল্লাহ আল ফারুক**

মাকতাবাতুল আসআদ



**প্রথম সংস্করণ :** এপ্রিল ২০১৮ ঈ.
রজব ১৪৩৯ হি.

**গ্রন্থস্বত্ব :** অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল আসআদের পক্ষে আশুলিয়া, ঢাকা থেকে প্রকাশক আবদুল্লাহ আল ফারুক কর্তৃক প্রকাশিত ও মাকতাবাতুল আযহার দোকান নং-১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত এবং জননী প্রিন্টিং প্রেস ১৯ প্রতাপদাস লেন, সিংটোলা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আযহার

**প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র**
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
☎ : 02 988 15 32
📱 : 019 24 07 63 65

**শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ১**
দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড,
ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার,
ঢাকা 📱 017 15 02 31 18

**প্রচ্ছদ :** হাশেম আলী, কালার ক্রিয়েশন
**বর্ণবিন্যাস :** মদীনা বর্ণশীলন, alfaruque1983@gmail.com

*প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।*

**মূল্য : ২২০ [দুশ বিশ] টাকা মাত্র**

**AKABIR ULAMA O MURUBBIDER DIKNIRDESHONA**
**Published by :** Maktabatul Asad, Dhaka, Bangladesh
**Price :** Tk. 220.00 US $ 20.00 only.

# সূচি

ভূমিকা .....১১
বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ সম্পর্কে দাওয়াত
ও তাবলীগের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ..... ১৪
পূর্ববর্তী তিন মুরুব্বির যুগের কিছু বৈশিষ্ট্য ..... ১৪
১. অভিন্ন পদ্ধতি .....১৬
২. আহলে হকদের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা ..... ১৮
৩. শূরা ও মাশওয়ারার প্রতি গুরুত্বারোপ .....২১
মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শূরা ..... ২৫
শূরার অতীত প্রেক্ষাপট ..... ২৫
মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর
ইনতিকাল ও শূরার সিদ্ধান্ত ..... ২৮
আলমি শূরার কিছু ঐতিহাসিক সফর ও ঘটনাবলি ..... ২৯
কাজের মানহাজের মাঝে বিভিন্ন পরিবর্তন ..... ৩১
রায়ভেন্ডওয়ালাদের কর্মপদ্ধতি ..... ৩৩
মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর কর্মপদ্ধতি ..... ৩৪
দেশের অন্যান্য আকাবির হযরতের কর্মপদ্ধতি ..... ৩৭
মানহাজ অক্ষুন্ন রাখতে প্রথম ইসলাহি প্রচেষ্টা ..... ৩৭
মানহাজ ধরে রাখার দ্বিতীয় ইসলাহি প্রচেষ্টা ..... ৩৮
মানহাজ হিফাযতের তৃতীয় ইসলাহি প্রচেষ্টা ..... ৪০
নিযামুদ্দিন মারকাযে আম বাইআত ..... ৪০
মাওলানা সাদ সাহেব কর্তৃক আমির দাবি ..... ৪১
মানহাজ হিফাযতের চতুর্থ ইসলাহি প্রচেষ্টা ..... ৪৩
নভেম্বর ২০১৫ এ অনুষ্ঠিত রায়ভেন্ড ইজতিমায়
শূরার সদস্যপদ পূরণ ..... ৪৩
মানহাজ হিফাযতের পঞ্চম ইসলাহি প্রচেষ্টা ..... ৪৭
নিযামুদ্দিনের চৌহদ্দির ভেতর সমস্যার সমাধান কেন হয়নি? ..... ৪৭



মেহনতের মানহাজ বদলের ফলে যেই ক্ষতিগুলো হয়েছে .....৪৮
১. মেহনত ভিন্ন দুটি ধারায় বিভক্ত .....৪৮
২. উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গদের আস্থা উঠে যাওয়ার আশঙ্কা .....৫০
মুরুব্বিগণ কেন বাংলাওয়ালি মসজিদ ত্যাগ করলেন? .....৫০
১. দ্বীনি মেহনতের হিফাযত .....৫০
২. মুদাহানাত ফিদ দ্বীন বা দ্বীনের ক্ষেত্রে তোষামুদ থেকে আত্মরক্ষা .....৫১
মানহাজের হিফাযতে বর্তমানে চলমান বিভিন্ন প্রচেষ্টা .....৫২
উৎসগ্রন্থ .....৫৪

## প্রথম কিস্তি
## মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে ইসলাহের উদ্দেশ্যে প্রেরীত প্রথম দিকের চিঠি-পত্র

এই কিস্তির চিঠিগুলোর বিশ্লেষণ ..... ৫৮

**চিঠি : ১**
মেহনতের বর্তমান তরতিব ও পদ্ধতি সম্পর্কে নিজেদের দুশ্চিন্তা জানিয়ে
মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে আকাবির হযরতের চিঠি
[প্রেরণের তারিখ ১১ মার্চ ২০১৫] .....৬২

**চিঠি : ২**
মেহনতের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির ওপর দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করে দারুল উলূম
দেওবন্দের আকাবির উলামায়ে কেরামের তরফ থেকে তাবলীগের পুরনো
সাথীদের কাছে লেখা চিঠি
[প্রেরণের তারিখ : ৩১ আগস্ট ২০১৫] .....৬৯

**চিঠি : ৩**
বর্তমান পরিস্থিতির বিবরণ জানিয়ে মাওলানা সালমান সাহেব সমীপে
মাওলানা আকেল সাহেবের তরফ থেকে একটি চিঠি
[প্রেরণের তারিখ : ৩১ আগস্ট ২০১৫] ..... ৭১

**চিঠি : ৪**
শূরার শূন্যপদ পূরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে
মাওলানা সাদ সাহেবের কাছে আকাবির হযরতের চিঠি

[প্রেরণের তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫] ..... ৭৫

**চিঠি : ৫**
বিদ্যমান ভুল বোঝাবুঝির নিরসন ও প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনের আহবান জানিয়ে মাওলানা সাদ সাহেবের কাছে আকাবির হযরতের ইসলাহি চিঠি
[প্রেরণের তারিখ : অক্টোবরের শেষার্ধে ২০১৫] ..... ৭৮

**চিঠি : ৬**
শূরার শূন্যপদ পূরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে হাজি আবদুল ওয়াহাব ও মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে বিভিন্ন আরবদেশের যিম্মাদারদের চিঠি
[প্রেরণের তারিখ : নভেম্বরের প্রথমার্ধ ২০১৫] .....৯১

**দ্বিতীয় কিস্তি**
**শূরার শূন্যপদ পূরণ ও তা কার্যকর করার প্রয়াসে প্রেরীত পত্রাবলি**

এই কিস্তির চিঠিগুলোর বিশ্লেষণ ..... ৯৪

**চিঠি : ৭**
মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেবের পক্ষ থেকে তাবলীগের সাথীদের উদ্দেশ্যে শূরার শূন্যপদ পূরণের সংবাদ জানিয়ে চিঠি
[প্রেরণের তারিখ : ১৬ নভেম্বর ২০১৫] ..... ৯৭

**চিঠি : ৮**
মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেবের খেদমতে ডক্টর খালেদ সিদ্দিকি সাহেবের একটি অবগতিমূলক পত্র
[প্রেরণের তারিখ : ৪ জানুয়ারি ২০১৬] ..... ১০০

**চিঠি : ৯**
বাংলাওয়ালি মসজিদের শূরার মাঝে সদস্য অন্তর্ভুক্তির নামঞ্জুরির ব্যাপারে মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব সমীপে চিঠি
[প্রেরণের তারিখ : ৪ জানুয়ারি ২০১৬] .....১০২

**চিঠি : ১০**



জানুয়ারি ২০১৬ এর টঙ্গি ইজতিমার প্রাক্কালে 'ফয়সাল' নির্ধারণের ব্যাপারে শূরার হযরতগণ সমীপে ড. খালেদ সিদ্দিকি সাহেবের আবেদনমূলক চিঠি
[প্রেরণের তারিখ : ৭ জানুয়ারি ২০১৬] .....১০৪

**চিঠি : ১১**
জানুয়ারি ২০১৬ এর টঙ্গি ইজতিমার প্রাক্কালে মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে রায়ভেন্ড জামাতের হযরতদের পক্ষ থেকে একটি ওয়াদাহাতি [ব্যাখ্যামূলক] চিঠি
[প্রেরণের তারিখ : ১৭ জানুয়ারি ২০১৬] .....১০৬

**চিঠি : ১২**
শূরাভিত্তিক নিযাম কার্যকর ও মেহনতের পদ্ধতি সংক্রান্ত উসূল মান্যতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাংলাওয়ালি মসজিদের শূরা হযরাত সমীপে হযরত সমীপে ড. খালেদ সিদ্দিকি সাহেবের চিঠি
[প্রেরণের তারিখ : ২০ জানুয়ারি ২০১৬] ..... ১১১

**চিঠি : ১৩**
বাংলাওয়ালি মসজিদে অসঙ্গত বাইআত ও অন্যান্য চক্রান্ত সম্পর্কে মারকাযের শূরা হযরাত সমীপে ড. খালেদ সিদ্দিকি সাহেবের একটি অবগতিমূলক চিঠি [প্রেরণের তারিখ : ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬] ..... ১১৬

**তৃতীয় কিস্তি**
**নিজ অবস্থান স্পষ্ট করে আকাবির হযরতদের পক্ষ থেকে প্রেরীত চিঠি**

এই কিস্তির চিঠিগুলোর বিশ্লেষণ .....১২৪

**চিঠি : ১৪**
ইন্ডিয়ার জোড়ে অংশগ্রহণের অপরাগত জানিয়ে মাওলান সাদ সাহেব সমীপে কয়েকজন পুরনো সাথীদের চিঠি
[প্রেরণের তারিখ : ১৭ জুলাই ২০১৬] .....১২৮

**চিঠি : ১৫**
আমির হওয়ার অপবাদের ব্যাপারে মাওলানা যুহাইরুল হাসান সাহেবের

ওয়াদাহাতি [ব্যাখ্যামূলক] চিঠি
[প্রেরণের তারিখ : ১৮ জুলাই ২০১৬] .....১৩২

**চিঠি : ১৬**
হজের সময় ভিন্ন অবস্থানের সংবাদ জানিয়ে বাংলাওয়ালি মসজিদের শূরা হযরত সমীপে প্রতিবেশী দেশের তরফ থেকে চিঠি
[প্রেরণের তারিখ : ২৩ জুলাই ২০১৬] ..... ১৩৪

**চিঠি : ১৭**
নিজ অবস্থান স্পষ্ট করে কয়েকজন পুরনো সাথী আকাবির হযরতের চিঠি
[প্রেরণের তারিখ : ৩০ জুলাই ২০১৬] ..... ১৩৬

**চিঠি : ১৮**
নিজ অবস্থান স্পষ্ট করে মাওলানা ইবরাহিম সাহেবের চিঠি
[প্রেরণের তারিখ : ১৫ আগস্ট ২০১৬] ..... ১৪৮

**চিঠি : ১৯**
নিজ অবস্থান স্পষ্ট করে মাওলানা ইয়াকুব সাহেবের চিঠি
[প্রেরণের তারিখ : ২৭ আগস্ট ২০১৬] ..... ১৫৩

**চিঠি : ২০**
নিজ অবস্থান স্পষ্ট করে মাওলানা আহমদ লাট সাহেবের চিঠি
[প্রেরণের তারিখ : ২৮ আগস্ট ২০১৬] .....১৫৯

**চিঠি : ২১**
আরব যিম্মাদারদের বিভিন্ন ইসলাহি প্রয়াসের কারগুযারি
[প্রেরণের তারিখ : ১৭ অক্টোবর ২০১৬] ..... ১৬০

**চতুর্থ কিস্তি**
**মেহনতের হিফাযতের স্বার্থে শূরার হযরতদের পক্ষ থেকে প্রেরীত চিঠি**
এই কিস্তির চিঠিগুলোর বিশ্লেষণ ..... ১৭০

**চিঠি : ২২**
নভেম্বর ২০১৬ এর রায়ভেন্ড ইজতিমা প্রাক্কালে মাওলানা সাদ সাহেব



সমীপে আলমি শূরার চিঠি
[প্রেরণের তারিখ : ৭ নভেম্বর ২০১৬] .....১৭২

**চিঠি : ২৩**
নভেম্বর ২০১৬ এর রায়ভেন্ড ইজতিমা চলাকালে বিশ্বের সবগুলো দেশের যিম্মাদার হযরত সমীপে আলমি শূরার চিঠি
[প্রেরণের তারিখ : ১৩ নভেম্বর ২০১৬] .....১৭৫

**চিঠি : ২৪**
মার্চ ২০১৭ রায়ভেন্ডের পুরনো সাথীদের জোড়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মজলিসের কারগুজারি
[প্রেরণের তারিখ : ১৮ মার্চ ২০১৭] .....১৭৮

**চিঠি : ২৫**
তাবলীগের সকল সাথী-ভাইয়ের নামে মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেবের একটি বরকতময় চিঠি
[প্রেরণের তারিখ : ৭ আগস্ট ২০১৭] .....১৮১

**চিঠি : ২৬**
তাবলীগের সর্বস্তরের সাথী-ভাইদের উদ্দেশে হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেবের আরেকটি চিঠি
[প্রেরণের তারিখ : ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭] .....১৮৫

**চিঠি : ২৭**
নভেম্বর ২০১৭ এর রায়ভেণ্ড ইজতিমা চলাকালে বিভিন্ন দেশের নানা বিষয়ের বিশ্লেষণের ব্যাপারে আলমি শূরার চিঠি
[প্রেরণের তারিখ : ৫ নভেম্বর ২০১৭] .....১৮৬

**উপসংহার**
মুরুব্বিদের দৃষ্টিতে বর্তমান সময়ের বিভিন্ন জটিলতার সমাধান.....১৮৯

# ভূমিকা

বর্তমান সময়ে দাওয়াতের এই উঁচু ও বরকতময় মেহনত সংকটাপন্ন পরিস্থিতি ও মারাত্মক পরীক্ষা অতিক্রম করছে। ৯০ বছরের ইতিহাসে এই মহান মেহনতের ওপর কখনই এমন পরিস্থিতি নেমে আসেনি, যেমনটি বর্তমানে এসেছে। এই পরিস্থিতি এক-দু' বছরে সৃষ্টি হয়নি। বরং এটি শুরু হয়েছে প্রায় পনেরো-বিশ বছর আগে। কয়েকজন আকাবির হযরাত, যাঁরা মহান দু' শায়খ (অর্থাৎ হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. ও হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ.)-এর সংশ্রব পেয়েছেন, তাঁদের প্রত্যক্ষ নেগরানিতে এই মেহনত শিখেছেন, জীবনের সুদীর্ঘ সময় বাংলাওয়ালি মসজিদে মুকিম থেকেছেন, ৫০-৬০ বছর ধরে নিয়মিত আন্তর্জাতিক স্তরে মেহনত করেছেন এবং বর্তমান সময়ে যারা এই মেহনতের প্রথম কাতারের যিম্মাদার, তাঁরা শুরু থেকেই এই বিপর্যস্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর চিন্তামগ্ন ও পেরেশান ছিলেন। পরিস্থিতির সংশোধন ও বিপর্যয় কাটাতে প্রথম দিকে তাঁদের ইসলাহি প্রয়াসগুলো ছিল এমন যে, যেন সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত না করে নিযামুদ্দিনের চৌহদ্দির ভেতরেই যাবতীয় সমস্যার সমাধান বের করা যায় এবং কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বা সংঘাতের রূপ যেন ধারণ না করে; কিন্তু তাঁদের বছরের পর বছর চালিয়ে যাওয়া এ সকল প্রচেষ্টা পূর্ণ সফলতার মুখ দেখতে ব্যর্থ হয়।

যখন নিযামুদ্দিনের চৌহদ্দির ভেতর পরিস্থিতির আশু উত্তরণের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং আগামীতে বিপর্যয় এড়ানোর সবগুলো সম্ভাবনাও নিঃশেষ হয়ে যায় তখন সেই আকাবির হযরাত নিযামুদ্দিনের চৌহদ্দির বাইরে ইসলাহের চেষ্টা শুরু করেন। মহান আল্লাহর দয়া ও করুণায় পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটতে শুরু করে। তাঁদের এই মেহনতের মাধ্যমে এমন কিছু ফেতনা —যা সবেমাত্র ডাল-পালা গজাতে শুরু করেছিল— তা সেই মুখলিস মুরুব্বিদের প্রয়াস, ধৈর্য ও অবিচলতার বরকতে নিস্তেজ হতে থাকে। দাওয়াতের এই মেহনতের ওপর অনাহুত



পরিস্থিতির কারণে যেই আশঙ্কা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল এবং মেহনতের সঙ্গে জড়িত সর্বস্তরের সাথী-সঙ্গীরা যেই বিশৃঙ্খলার শিকার হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ, সেই হযরতদের সামগ্রিত মুজাহাদা ও প্রয়াসের ফলশ্রুতিতে মেহনতের হিফাযতের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। মেহনতের সঙ্গে জড়িত সঙ্গীরাও নিজেদের সামলে নিতে সক্ষম হয়েছেন। আল্লাহর শুকরিয়া যে, এই মুখলিস মুরুব্বিদের অবিশ্রান্ত মেহনত, তাওয়াজ্জুহ ও দুআর বদৌলতে এই মেহনত এখন তার ৮০-৯০ বছরের পুরনো তরিকার ওপর চলছে এবং দিনদিন মেহনতের উন্নতি হচ্ছে।

বর্তমান সময়ের জটিল পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে লিখিত অনেকগুলো বই ইতোমধ্যে আলোর মুখ দেখেছে; কিন্তু বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আমরা চেষ্টা করেছি, একটি নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে যথাসম্ভব এ প্রসঙ্গে লেখা সবগুলো চিঠি একমলাটে সংকলন করতে। যেই চিঠিগুলো আলোচিত মুরুব্বিগণ তাদের ইসলাহি প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সময়ে-অসময়ে লিখেছেন। সেই চিঠিগুলো এতদিন আলাদাভাবে যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত পড়েছিল।

বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে এ প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে যে, সেই চিঠিগুলো যদি একমলাটে সংকলন করা হয় তাহলে সেগুলোর মাধ্যমে তাবলীগের চলমান সংকটের সঠিক চালচিত্র পাঠকবর্গের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। মুহতারাম মুরুব্বিগণ ও আকাবির হযরাত কী পরিমাণ ধৈর্য, সংযম এবং প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবত বিপর্যয় কাটানোর ইসলাহি প্রয়াস ব্যয় করে আসছেন, তার খানিকটা চিত্র সেই চিঠিগুলো পড়ার মাধ্যমে সবার বুঝে আসবে। এর পাশাপাশি বর্তমান বিশৃঙ্খলা ও মতানৈক্যের কারণে সবার অন্তরে যেই প্রশ্নগুলো সৃষ্টি হয়েছে বা কিছু লোকের তরফ থেকে যেই প্রশ্নগুলো সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেগুলোর উত্তরও বক্ষ্যমাণ বইটি পড়ার মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ স্বয়ংক্রীয়ভাবে পেয়ে যাবে। এ কারণে পুরো পৃথিবীতে এই মেহনতের যতো পুরনো সাথী আছেন বা এই মেহনতের প্রতি যাদের অন্তরে মুহাব্বত ও দরদ রয়েছে, যারা বর্তমান পরিস্থিতির কারণে চরম উদ্বিগ্ন, তাদের সবার কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা অবশ্যই পূর্ণ ধৈর্য ও মনোযোগের সঙ্গে চিঠিগুলো পড়বেন।

এ বইয়ের মাঝে সর্বসাকুল্যে ২৭টি চিঠি তারিখ অনুসারে সংকলন করা হয়েছে। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে চিঠিগুলো চারটি কিস্তিতে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি কিস্তির শুরুতে সেই কিস্তির চিঠিগুলো সম্পর্কে কিছু জরুরি বিশ্লেষণও তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি, সেই বিশ্লেষণ চিঠির প্রেক্ষাপট সবার কাছে সহজবোধ্য করে তুলবে। এর বাইরে দাওয়াত ও তাবলীগের এই মেহনতের ৯০ বছরের ইতিহাসের কিছু অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ গ্রন্থের শুরুতে লিখে দেওয়া হয়েছে। যার সাহায্যে বর্তমান সংকটের গভীরতা বুঝতে সহজ হবে।

এই বইয়ের মাঝে যেসব চিঠি ও লেখা সংকলন করা হয়েছে, সেগুলোর উদ্ধৃতিও যুক্ত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে, সমস্ত উম্মাতকে সীরাতে মুসতাকিমের পথিক করুন এবং বিভ্রান্তির কবল থেকে নিরাপদ রাখুন। মহান আল্লাহ নিজ দয়া ও করুণায় এই উঁচু বরকতময় মেহনতকে সবধরনের ফিতনা থেকে সুরক্ষিত রেখে মেহনতের সঠিক তরিকা প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আমিন।



## বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ সম্পর্কে
# দাওয়াত ও তাবলীগের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

## পূর্ববর্তী তিন মুরুব্বির যুগের কিছু বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পুরো উম্মতের মাঝে পরিপূর্ণ দ্বীন যিন্দা করার মুবারক মেহনত হযরত মাওলানা ইলয়াস রহ. এর মাধ্যমে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে শুরু করেন। এই মেহনতের সবাই নাম দিয়েছে 'তাবলীগ'। যদিও হযরত মাওলানা ইলয়াস রহ. বলতেন—

> 'যদি এই মেহনতের কোনো নাম হতো তাহলে নাম হতো 'তাহরিকে ঈমান'।

কোনো এক প্রেক্ষিতে মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. বলেছিলেন—

> 'আমাদের এই মেহনতের নাম তাবলীগ বা তাবলীগি জামাত আমরা রাখিনি; বরং নাম রাখার ব্যাপারে আমরা কোনো দিন চিন্তা-ভাবনাই করিনি। নিজ থেকেই এই নাম ছড়িয়ে পড়েছে। এতোটাই প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, এখন কখনো কখনো আমরাও এই নাম নিই।'

এই মেহনতের বুনিয়াদ হলো, উম্মতের প্রত্যেক সদস্যকে নিজের ইসলাহ এবং নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর কালিমা উঁচু করা ও দ্বীনের প্রচারের জন্যে নিজের জান-মাল ব্যয় করতে প্রস্তুত করা। উম্মতের জন্যে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. এর অনবরত ক্রন্দন, হেঁচকি তোলা কান্না, এই কাজে তাঁর নিজের জান ও মাল শতভাগ বিলিয়ে দেওয়া এবং এই মেহনতের জন্যে উম্মতের কুরবানির বদৌলতে আল্লাহ তাআলার কাছে এই মুবারক মেহনতের বিশেষ পদ্ধতি ও কার্যক্রম মকবুল হয়ে গেছে। তাইতো দেখা যায়, ১৯২৪ সালে এই মুবারক মেহনত শুরু হয়। মেহনতকারীদের ইখলাস ও তাঁদের কুরবানির বদৌলতে এই মেহনত আল্লাহর দরবারে এতোটাই মকবুল হয়েছে যে, মাত্র দু-তিন দশকের ভেতর পুরো পৃথিবীর মুসলমান এই মেহনতের সুফল লাভ করতে শুরু করে। হযরত মাওলানা ইলয়াস রহ. এর ইনতিকালের পর হযরত

মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. ও হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এবং তাঁদের সঙ্গীদের জীবনোৎসর্গী ফিকির ও মেহনতের বদৌলতে এই মেহনত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। গোটা পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে শুরু হয় তাবলীগের নিঃস্বার্থ মেহনত।

ইনতিকালের আগে হযরত শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব রহ. হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরি সাহেব রহ. ও মাওলানা যাফর আহমদ থানভি রহ. এর কাছে হযরত মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. এ পয়গাম পাঠান যে, আমার সঙ্গীদের মধ্য হতে নিম্নের কয়েক জনের ওপর আমার আস্থা রয়েছে। যারা আমার হাতে বাইআত হতে চায় তাদেরকে আপনারা এঁদের মধ্য হতে যাকে উপযুক্ত মনে করবেন, তার হাতে ওই সকল লোকের বাইআত করিয়ে দিন—

১. হাফেয মাকবুল হাসান সাহেব রহ.
২. ক্বারি দাউদ সাহেব রহ.
৩. মাওলানা ইহতিশামুল হাসান রহ.
৪. মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ.
৫. মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ.
৬. মাওলানা সাইয়্যেদ রিযা হাসান সাহেব রহ.

সেমুতাবেক ওই সকল হযরত নিজেদের সর্বসম্মতিক্রমে হযরতজি মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. কর্তৃক চয়িত সেই ছয়জনের মধ্য হতে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ.কে আমির মনোনীত করেন। হযরতজি মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. সে মনোনয়ন মঞ্জুর করেছিলেন। পরবর্তী দিন ১৩ জুলাই ১৯৪৪ ঈসাব্দে হযরতজি মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. ইনতিকাল করেন। তখন দাওয়াতের এই মেহনতের যিম্মাদারি হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ.-এর ওপর চলে আসে। তিনি দীর্ঘ ২১ বছর পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করে ২ এপ্রিল ১৯৬৫ তারিখে হঠাৎ লাহোরে ইনতিকাল করেন।

ওই সময় শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেব রহ. জীবিত ছিলেন। যিনি শুরু থেকেই এই মেহনতের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছিলেন। তিনি ওই সময়কার আকাবির রহ. ও অপরাপর উলামায়ে কেরাম (যাঁদের মাঝে হযরত মাওলানা আলি মিয়াঁ নদভি সাহেব রহ. এর মত গভীর প্রজ্ঞাবান আলেমও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে



মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ.-কে দাওয়াত ও তাবলীগের পরবর্তী আমির মনোনীত করেন। সেই মনোনয়নের ঘোষণা তিনি বাংলাওয়ালি মসজিদে হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আসআদ মাদানি সাহেব রহ. ও দারুল উলূম দেওবন্দে হযরত মাওলানা ফখরুল হাসান সাহেব রহ. এর মাধ্যমে জানিয়ে দেন।

এখানে উল্লেখ্য, হযরতজি রহ.-এর আমির হওয়ার এ'লানের পর চাপা কণ্ঠে মেওয়াতের কিছু অধিবাসীর পক্ষ থেকে এ কথা উঠে আসে যে, এখন আমির হওয়ার দরকার ছিল হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ.-এর ছেলে মৌলভি হারুন সাহেবের; কিন্তু মাওলানা হারুন সাহেব নিজেই তাদের সে কথা নাকচ করে দেন এবং নিজের শ্রদ্ধেয় নানা হযরত শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া সাহেবের সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। এভাবেই গোটা পৃথিবীতে এই মেহনত কোনো ধরনের জটিলতা বা আপত্তি ব্যতিরেকে পূর্ণ উদ্দীপনার সঙ্গে চলতে থাকে। দিনদিন এই মেহনতের দ্বিগুণ-চতুর্গুণ উন্নতি হতে থাকে।

মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. ত্রিশ বছরের দীর্ঘ নেতৃত্ব সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করে ১০ জুন ১৯৯৫ সালে এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে আখেরাতের উদ্দেশে পাড়ি জমান।

'আকাবিরে সালাসাহ' বা তিন মুরুব্বির ৭০ বছরের এই দীর্ঘ নেতৃত্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আপনাদের সামনে তুলে ধরছি—

## ১. অভিন্ন পদ্ধতি

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ.-কে আল্লাহ তাআলা কাজের বিশেষ মেহনত জানিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. এই মেহনতের একেকটি অংশ কুরআন, হাদিস ও সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর সিরাতের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. সেই বিশ্লেষণ সংকলন ও সংরক্ষণ করেছেন। হযরত মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. বলেছিলেন,

"اس کام کے کچھ مخصوص اعمال مخصوص نہج کے ساتھ متعین ہیں۔"

*'এই মেহনতের কিছু বিশেষ আমল বিশেষ পদ্ধতির সঙ্গে নির্ধারিত।'*

প্রথম দিন থেকেই এই উঁচু ও মুবারক মেহনতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এই আলমি মেহনত পুরো পৃথিবীতে এক পদ্ধতিতেই চলে এসেছে। যার সুফল হিসেবে দেখা যায়, ১৯২৪ সালে শুরু হয়ে এই মেহনত অল্প সময়ের ভেতর গোটা পৃথিবীর সবগুলো দেশে পৌঁছে যায়। তাইতো দেখা যায়, এক প্রেক্ষাপটে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি মরহুম ড. জাকির হুসাইন সাহেব (যিনি হযরতজি মাওলানা ইলয়াস রহ. এর কাছেই বসবাস করতেন।) বলেছিলেন,

"یہ کام پہلے ہندوستان گیر تھااوراب عالم گیر ہوگیاہے"۔

*'এই মেহনত প্রথমে হিন্দুস্তানব্যাপী ছিল। এখন বিশ্বব্যাপী হয়ে গেছে।'*

হযরতজি মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. বলতেন,

"اگر ہندوستان کے لوگوں کی ہدایت کا مسئلہ ہوتا تو ہم پہلے ہی اتنی قربانی دے چکے ہیں کہ ہندوسان والوں کو ہدایت مل جاتی۔ ہم تو عالِمانسانیت کی ہدایت کو سامنے رکھ کر محنت کررہے ہیں،اس کے لیےاور بھی قربانی درکارہے۔"

*'যদি শুধু হিন্দুস্তানের মানুষের হিদায়াতের প্রশ্ন হতো তাহলে আমরা পূর্বেই এতো বেশি কুরবানি স্বীকার করেছি যে, এতো দিনে হিন্দুস্তানের সবাই হিদায়াত পেয়ে যেতো। আমরা তো গোটা বিশ্বমানবতার হিদায়াত সামনে রেখে মেহনত করছি। এজন্যে আমাদেরকে আরো বেশি কুরবানি স্বীকার করতে হবে।'*

এভাবে সারা পৃথিবীতে অভিন্ন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়ে এই মেহনত ছড়িয়ে পড়েছে। এবং এটাই এই মেহনতের মিজায। একাধিক পদ্ধতিতে এই মেহনত চলতে পারে না। এ কথারই ব্যাখ্যা করে হযরতজি মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. তাঁর এক চিঠিতে লিখেছিলেন, (যে চিঠি সর্বপ্রথম মাসিক আল ফুরকান লাখনৌর ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত *হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ.* সংখ্যায় এবং পরবর্তীকালে *এ্যাক এহেম খত* নামে প্রকাশিত হয়)—



"حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باہر ملکوں میں کام شروع کرنے کاارادہ فرمایاتو پہلے تمام صحابۂ کرام کوتین دن تک ترغیب دی اور پھر فرمایاکہ جس طرز پر یہاں کام ہو، بالکل اسی طرز پر باہر بھی جاکر کام کرناہے۔اس کام کی نوعیت یہی ہے۔مقام،زبان،معاشرت،موسم وغیرہ کے اعتبار سے اس کام کے اصول نہیں بدلتے۔"

*'নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাইরের দেশগুলোতে মেহনত শুরু করার ইচ্ছা করেন তখন প্রথমে সাহাবায়ে কেরাম রাদি.কে তিন দিন পর্যন্ত উৎসাহ দেন। এরপর বলেন, 'যেই পদ্ধতিতে এখানে কাজ হচ্ছে, অবিকল সেই পদ্ধতিতেই বাইরেও গিয়ে কাজ করতে হবে।' এই মেহনতের এটাই মিজায। স্থান, ভাষা, সামাজিকতা, মৌসুম ইত্যাদির কারণে এই মেহনতের উসুল বদল হয় না।'*

হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. ও হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ.-এর সামনে কখনো কেউ যদি হযরত মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেহনতের পদ্ধতি পরিবর্তন করার অভিমত পেশ করতো তখন তাঁরা দু'জন সবসময় এ কথাই বলতেন,

"جس رخ پر حضرت جیؒ چلاگئے ہیں،اسی پر چلیں گے،ہم توتلکیر کے فقیر ہیں"۔

*'যেই পদ্ধতির ওপর হযরতজি রহ. মেহনত পরিচালনা করেছেন সেই পদ্ধতির ওপরই চলবে। আমাদের কাছে তো নিজস্ব কোনো পুঁজি নেই।'*

## ২. আহলে হক আলেমদের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা

হযরত মাওলানা ইলয়াস রহ. এই মেহনত পরিচালনা করেছেন আল্লাহওয়ালা উলামায়ে কেরাম ও মহান বুযুর্গদের পথনির্দেশনা ও সংশ্রবে। হযরত মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. জীবনের প্রথম দশ বছর গাঙ্গুহে হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি সাহেব রহ.-এর সংশ্রবে থেকেছেন। তাঁর কাছে বাইআতাবদ্ধ হয়ে সুলুকের মেহনত করেছেন। হযরত মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. বলতেন,

"ہمارا یہ تبلیغ کا کام مولانا رشید احمد گنگوہی صاحبؒ ہی کا کام ہے، صرف میری طرف سے صادر ہو رہا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خلفائے راشدین سے صادر ہوا تھا۔"

*'আমাদের এই তাবলীগের মেহনত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ.-এরই মেহনত। কাজটি স্রেফ আমার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনত খুলাফায়ে রাশেদিনের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল।'*

এরপর মাওলানা ইলয়াস রহ. ইলম অর্জন করার জন্যে দেওবন্দে হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব রহ.-এর খেদমতে হাজির হন এবং তাঁর কাছ থেকে হাদিসের ইলম অর্জন করেন। হযরত গাঙ্গুহি রহ. এর ইনতিকালের পর (নিজ উসতায হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এর পরামর্শেই) তিনি মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি রহ.-এর কাছে বাই'আত হন এবং তাঁর কাছ থেকে খিলাফত অর্জন করেন।

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব রহ. হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. ও হযরত শাহ আবদুল কাদির রায়পুরি রহ.-এর সঙ্গে মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ.-এর এতোটাই গভীর সম্পর্ক ছিল যে, তিন বলতেন,

یہ حضرات میرے جسم و جان میں بسے ہوئے تھے

*'এ সকল হযরত আমার দেহ ও আত্মার মাঝে বসবাস করেন।'*

মাওলানার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে ওই সকল হযরতও তাঁকে অন্তরের গভীর থেকে ভালোবাসতেন ও সম্মান করতেন।

হযরত মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ.-এর অভ্যাস ছিল, তিনি কখনই মুফতিয়ে আযম হযরত মাওলানা কিফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ. ও শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব রহ.-কে জিজ্ঞেস না করে কোনো নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর করতেন না। দাওয়াত ও তাবলীগের এই মুবারক মেহনত হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানি সাহেব রহ. হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি সাহেব রহ. হযরত মাওলানা কিফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ. হযরত শাহ আবদুল কাদির রায়পুরি সাহেব রহ.



ও হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি সাহেব রহ. এর পৃষ্ঠপোষকতা ও তত্ত্বাবধানে এবং তাঁদের দুআ ও নেকদৃষ্টির বদৌলতে সামনে অগ্রসর হয়েছে। হযরত মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. কখনই নিজেকে এ সকল হযরত থেকে অমুখাপেক্ষী মনে করতেন না।

তাঁর ইনতিকালের পর শুরু হয় মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. ও মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ.-এর যুগ। অসামান্য ইলম ও জ্ঞানগত দক্ষতার কারণে এ দু'জন মনীষী এমনিতেই জ্ঞানী-গুণীদের মহলে পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে সমাসীন ছিলেন। এর বাইরে বাংলাওয়ালি মসজিদের মাওলানা ওবায়দুল্লাহ বিলয়াবি রহ. ও হযরত মাওলানা ইযহারুল হাসান কান্ধলভি রহ. অবস্থান করতেন। এ দু'জনকেও আহলে হক উলামায়ে কেরাম শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। এতদসত্ত্বেও পরবর্তী দু' হযরতজি রহ. তাঁদের সমকালের সকল আকাবির, বিশেষত শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানি সাহেব রহ. হাকিমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারি তাইয়্যেব সাহেব রহ. ফকিহুল উম্মত হযরত মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি রহ. ও হযরত মাওলানা ফখরুল হাসান সাহেব রহ.-এর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। তাবলীগের পূর্বের তিন হযরতজি রহ. যেকোনো সমস্যা দেখা দিলে মেহনতের পুরনো সাথীদের সঙ্গে মাশওয়ারা ও মুযাকারার পাশাপাশি নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন উলামায়ে কেরাম ও সম্মানিত মুফতিগণের পরামর্শ নিয়ে উপকৃত হতেন। দাওয়াতের এই মেহনত সর্বযুগেই ভেতর ও বাইর— সর্বদিকের গভীর প্রজ্ঞাশীল উলামায়ে কেরামের প্রত্যক্ষ নেগরানিতে পরিচালিত হয়ে এসেছে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা সবার সামনে তুলে ধরা সমীচীন মনে করছি। তা হলো, দাওয়াত ও তাবলীগের মুরুব্বিগণ মাসলাক বা মতাদর্শের ক্ষেত্রে সবসময় সতর্ক থাকতেন। যার ফলশ্রুতিতে দেখা গেছে, এই তিন হযরতের যুগে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মাসলাক ও মাশরাব কেন্দ্র করে দাওয়াত ও তাবলীগের এই মেহনতকে জড়িয়ে কখনই কেউ কোনো উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করার মতো ঘটনা ইতোপূর্বে ঘটেনি এবং শুধু দেশের ভেতরের উলামায়ে কেরামই নন; মুসলিম জাহানের বিভিন্ন মতাদর্শের হকপন্থী আলেমগণও একের পর এক এই মেহনতের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করে চলেছেন।

## ৩. শূরা ও মাশওয়ারার প্রতি গুরুত্বারোপ

আলোচিত তিন হযরতজির আমলে শূরা ছিল, মাশওয়ারা ছিল এবং সেই মাশওয়ারা অনুযায়ী আমল হতো। হযরত মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. সমস্ত 'উমূর' (বিষয়ে) পরামর্শ করে আমল করতেন। পরবর্তী দু' হযরতজি মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. ও মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. আজীবন সেই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর যুগে মেহনত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রে এই মেহনত পৌঁছে গিয়েছিল। এতো বৃহৎ পরিসরে বিস্তৃত মেহনতের তত্ত্বাবধান ও এই মানহাজের হিফাযত ও অক্ষুন্নতার প্রয়োজনে হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি শূরার নাম প্রস্তাব করেন। যার বিবরণ সামনে আসছে। এই প্রয়োজন হযরত মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. পূর্বেই অনুভব করেছিলেন। তাইতো দেখা যায়, তিনি (দারুল উলূম দেওবন্দের তৎকালীন মুহতামিম মাওলানা ক্বারী তাইয়্যেব সাহেব রহ.-কে লেখা) একটি চিঠিতে তাঁর সেই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরেছিলেন এ ভাষায়—

"اس لیے میرے نزدیک جو کام چلنے کے لیے اس وقت ضرورت ہے وہ مشائخ طریقت وعلماءِ شریعت، ماہرین سیاست کے چند ایسے حضرات کی جماعت کے مشوروں کے ماتحت ہونے کی، جو ایک نظم کے ساتھ حسبِ ضرورت مشاورت کا انعقاد خاطر خواہ مدام رہے اور علمی چیز سب اس کے ماتحت ہو، سو ایک تو اوّل ایسی مجلس کے منعقد ہو جانے کی ضرورت ہے"۔

*এ কারণে এই মেহনত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্যে আমি মনে করি, 'তরিকাতের বুযুর্গানে দ্বীন, শরিয়তের উলামায়ে কেরাম ও রাজনীতির প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বদের মধ্য হতে নির্বাচিত কয়েকজনের একটি জামাতের মাশওয়ারা অনুসারে এই মেহনত পরিচালিত হওয়া দরকার। যেই জামাত একটি নিয়ম অনুসারে প্রয়োজনমাফিক মাশওয়ারার বিভিন্ন মজলিস নিয়মিত সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করবে এবং এই শূরার সিদ্ধান্ত অনুসারে যাবতীয়*



*আমল চলবে। কাজেই প্রথমত এ ধরনের মজলিস আয়োজন করা জরুরি।*

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার যে, এখানে রাজনীতির প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব বলতে উদ্দেশ্য ওই সকল হযরত উদ্দেশ্য, যাঁরা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. এর যুগে মুসলিম উম্মাহর দ্বীনি নেতৃত্ব দিতেন। যেমন, হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানি রহ. হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারি রহ. হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান লুধিয়ানভি রহ. হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ. হযরত মাওলানা হিফযুর রহমান সিউহারভি রহ. হযরত মাওলানা মুফতি কিফায়াতুল্লাহ রহ. হযরত মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সাহেব রহ. ও হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ সাহেব রহ. এর মত বুযুর্গগণ। এ সকল হযরতকে সঙ্গে নিয়েই হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. এই মেহনতের বৃক্ষকে ফুলে-ফসলে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

শূরার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের ব্যাপারে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. বলেন—

ہمارے اس کام میں اخلاص اور صدق دلی کے ساتھ اجتماعیت اور شوری بینھم کی (یعنی مل جل کر اور باہمی مشورہ سے کام کرنے کی) بڑی ضرورت ہے، اور اس کی بغیر بڑا خطرہ ہے۔

*'আমাদের এই মেহনতে ইখলাস ও আন্তরিক সততার সঙ্গে সবাই মিলে-মিশে, পারস্পরিক শলা-পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা খুবই জরুরি। এর অন্যথা হলে বড় ধরনের শংকা রয়েছে।'* [মাওলানা মনযুর নুমানি সংকলিত মালফুযাত : ১৬৫]

হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. ইনতিকাল পর্যন্ত ওই শূরার সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে মেহনত করেছেন। শূরা গঠন করা পর হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর জীবদ্দশায় সব জায়গায় দাওয়াত ও তাবলীগের এই মেহনত উক্ত উসূলের অধীনে পরিচালিত হয়েছে। কোথাও আমিরের সঙ্গে শূরা, কোথাও শূরার রোকনগণ নিজেদের মধ্য হতে পালাবদল করে 'ফয়সাল' এর তরতিব অনুসরণ করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, এই শূরার অধীনে পরিচালনায় এসে কোনো ধরনের মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলা ব্যতিরেকে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত যে পরিমাণ উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করেছে, তা দিবালোকের চেয়েও অধিক পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট। শূরার অধীনে মেহনত পরিচালিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনার একপর্যায়ে হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. বলেছিলেন—

کام اب خود اس بات کا متقاضی ہے کہ ہر جگہ ایک جماعت ہو جو کام کو سنبھالے، مشورہ کی جماعت بناؤ تو اس میں سے امیر کا لفظ ہی نکال دو اور صاف صاف کہ دو کہ یہ امیر ایسا ہے کہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہے ۔ یہ صرف خادم ہے اور قوم کا خدمت گار ہے ۔ -نصائح اور ہدایات حضرت جی ثالث مولانا محمد انعام الحسنؒ صاحب کاندھلوی. ۔مرتبہ : حافظ فیروزالدین صاحب

*‘তাবলীগের মেহনত এখন দাবী করছে যে, সব জায়গায় এমন এক জামাত থাকবে, যারা মেহনত পরিচালনা করবে। মাশওয়ারার জামাত গঠন করো। আর সেখান থেকে ‘আমির’ শব্দটিকেই বের করে দাও। পরিষ্কার বলে দাও, এ হলো এমন আমির, যার হাতে কোনো কর্তৃত্ব নেই। এ লোক শুধুই সেবক। জাতির সেবা করাই তার দায়িত্ব।* [তৃতীয় হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান কান্ধলভি রহ. এর উপদেশ ও হিদায়াত। সংকলন করেছেন, হাফেয ফিরোযুদ্দিন সাহেব]

এই তিন বুযুর্গ আমির হওয়া সত্ত্বেও সবসময় নিজেদেরকে মাশওয়ারার অনুগত রাখতেন। কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে সঙ্গীদের সঙ্গে মাশওয়ারা করে নিতেন যে, কোথায় যাচ্ছেন। যেখানে যেতেন সেখানকার স্থানীয় মেহনতের সাথীদের মাঝখানে অবস্থান করতেন। এভাবে তারা নিজেদেরকে পুরোপুরি সাধারণ বানিয়ে রাখতেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. বলেছেন,

میری حیثیت ایک عام مؤمن سے اونچی نہ سمجھی جائے ۔ صرف میرے کہنے پر عمل کرنا بددینی ہے ۔ میں جو کچھ کہوں اس کو کتاب وسنت پر پیش کر کے اور خود غور وفکر کر کے عمل کرو، میں تو بس مشورہ دیتا ہوں۔ -ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ



*“আমার অবস্থান একজন সাধারণ মুমিন থেকে উঁচু মনে করা যাবে না। শুধু আমল কথার ওপর আমল করা বদ-দ্বীনি। আমি যা বলব, তা কুরআন ও সুন্নাহর দর্পণে রাখবে এবং চিন্তা-ভাবনা করে আমল করবে। আমি তো শুধু পরামর্শ দিই।”* [মালফুযাতে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলয়াস সাহেব রহ.। পৃষ্ঠা : ১৮]

হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ.-কে আল্লাহ তাআলা সীমাহীন বিনয় ও আত্মবিলোপ দান করেছিলেন। ইমারতের বোঝা চলে আসার পর তার সেই বিনম্রতা ও আত্মহীনতা দিনদিন বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাইতো দেখা যায়, শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব রহ. যখন হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ.-কে আমির হওয়ার পর জিজ্ঞেস করেন,

"مولوی انعام! حضرت جی بننے کے بعد کیسا محسوس ہوا؟"

*‘মৌলভি ইনআম, হযরতজি হওয়ার পর এখন কেমন অনুভূতি হচ্ছে?’*

উত্তরে মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. বলেন,

"پہلے تو اپنی بھی رائے ہوتی تھی اب تو اپنی کوئی رائے بھی نہیں رہی"۔

*‘আগে তো আমার নিজস্ব রায়-ও ছিল, এখন সেটাও নেই।’*

হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব হাফিযাহুল্লাহ —যিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. ও হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ.-এর সংশ্রব পেয়েছেন— তিনি তাঁর লেখা এক চিঠিতে এ দু’ হযরত সম্পর্কে মূল্যায়ন করে লিখেছেন,

"ہمارے یہ دونوں حضرات اگرچہ سب کے نزدیک متفق علیہ امیر تھے مگر کبھی انھوں نے امارت کا دعوی نہیں کیا، کبھی حکم کے انداز سے بات نہیں کی اور کبھی اپنی نہیں چلائی ہمیشہ اپنے کو مشورہ کے تابع رکھا اور کوئی بھی بات چلائی تو اپنے ساتھیوں کے اتفاق کے بعد چلائی ۔ امیر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ہمیشہ مشورہ کے تابع رکھا۔"

*'আমাদের এই দু' মুরুব্বি যদিও সবার পূর্ণ সম্মতিতে 'আমির' মনোনীত হয়েছিলেন; কিন্তু তারা কখনই নেতৃত্বের দাবি তোলেননি। কখনো নির্দেশের সুরে কথা বলেননি। কখনো আমিত্ব জাহের করেননি। তাঁরা সবসময় নিজেদেরকে মাশওয়ারার অনুগত রাখতেন। তারা যখনই কোনো বিষয় চালু করতে চেয়েছেন, সাথীদের সবার সম্মতি নিয়েই করেছেন। আমির হওয়া সত্ত্বেও তারা সবসময় নিজেকে মাশওয়ারার অনুগত রেখেছেন।'*

## মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শূরা

মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. শেষ জীবনে হিন্দুস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের যেই দশজন সদস্যকে নিয়ে একটি নিয়মতান্ত্রিক শূরা গঠন করেছিলেন, তাদের তালিকা নিম্নরূপ,

১. মাওলানা ইযহারুল হাসান সাহেব রহ. (হিন্দুস্তান)
২. মাওলানা উমর পালনপুরি সাহেব রহ. (হিন্দুস্তান)
৩. মিয়াঁজি মেহরাব সাহেব রহ. (হিন্দুস্তান)
৪. মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব রহ. (হিন্দুস্তান)
৫. মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব (হিন্দুস্তান)
৬. মাওলানা সাঈদ আহমদ খাঁন সাহেব (মুহাজিরে মক্কি) রহ.
৭. মুফতি যাইনুল আবিদিন সাহেব রহ. (পাকিস্তান)
৮. ভাই মুহাম্মদ আফযাল সাহেব রহ. (পাকিস্তান)
৯. হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব (পাকিস্তান)
১০. হাজি আবদুল মুকিত সাহেব রহ. (বাংলাদেশ)

## শূরার অতীত প্রেক্ষাপট

১৯৮৩ সালে রায়ভেন্ড ইজতিমার সময় হযরত কাজি আবদুল কাদের সাহেব রহ. ও হযরত মাওলানা মুফতি যাইনুল আবিদিন সাহেব রহ. হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর সঙ্গে দীর্ঘ পরামর্শ করে এমন একটি 'আলমি শূরা' গঠন করার ওপর একমত হন, যা দাওয়াতের এই মেহনতের শতভাগ নেগরানি করবে এবং এই মেহনতকে আমাদের বড়দের প্রতিষ্ঠিত মানহাজ থেকে বিচ্যুত হতে দেবে না।



১৯৮৫ সালের দিকে রায়ভেন্ড মারকাযে তাবলীগের মেহনতে কিছু পরিবর্তন ও বিচ্যুতি চোখে পড়তে শুরু করে। মেহনতের মাঝে এ ধরনের পরিবর্তন দেখতে পেয়ে ক'জন আকাবির রহ. চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং ১৯৯২ সালে রায়ভেন্ড ইজতিমা চলাকালে সেই নতুন বিষয়গুলোকে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের যিম্মাদার হযরতদের উপস্থিতিতে হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর খিদমতে উপস্থাপন করা হয়। হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর প্রভাবশালী ও গুরুগম্ভীর ব্যক্তিত্বের বরকতে তখনই বিষয়টির সর্বসম্মত সমাধান হয়ে যায় এবং এই মুবারক মেহনত দ্বিতীয়বারের মতো আসল মানহাজের ওপর উঠে আসে। এই ঘটনার পরপরই হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. আগামীতে মেহনতটিকে অভিন্ন মানহাজের ওপর অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে একটি 'আলমি শূরা' প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

১৯৯৩ সালের জুন মাসে হজের সফরে হযরতজি (মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ.) মুফতি যাইনুল আবিদিন সাহেব রহ. ও উপস্থিত অপরাপর হযরতকে সম্বোধন করে বলেন, 'আমার শরীরের অবস্থা তোমরা দেখতে পাচ্ছো। আমার স্বাস্থ্য একদিকে ভেঙে যাচ্ছে, অন্যদিকে মেহনত বেড়েই চলেছে। এই মেহনত আমার ওপর বড় বোঝা হয়ে আছে। এই আলমি মেহনতের হিফাযত, অক্ষুণ্নতা ও পথনির্দেশনার জন্যে আমি একটি শূরা গঠন করতে চাচ্ছি।' উত্তরে মুফতি সাহেব রহ. বললেন, বহুত আচ্ছা। তখন হযরতজি রহ. এর নির্দেশ অনুসারে,

১. মাওলানা সাঈদ আহমদ খান সাহেব রহ.
২. মুফতি যাইনুল আবিদিন রহ.
৩. হাজি মুহাম্মদ আফযাল সাহেব রহ.
৪. হাজি আবদুল মুকিত সাহেব রহ.
৫. মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহহাব সাহেব দা.বা.

এই পাঁচ হযরত হিন্দুস্তান সফরের ভিসা জিদ্দা থেকেই সংগ্রহ করেন। এই হযরতগণ ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসের মাঝামাঝিতে বস্তি নিযামুদ্দিনে আগমন করেন। ওই সময় বাংলাওয়ালি মসজিদে মালয়েশিয়ানদের জোড় চলছিল। সেই জোড় সম্পন্ন করার পরদিন সকালে নাশতার পর হযরতজি রহ. এর কামরায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন,

১. মাওলানা সাঈদ আহমদ খান সাহেব রহ.
২. মুফতি যাইনুল আবিদিন সাহেব রহ.
৩. হাজি মুহাম্মদ আফযাল সাহেব রহ.
৪. হাজি আবদুল মুকিত সাহেব রহ.
৫. মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহহাব সাহেব দা.বা.
৬. মাওলানা ইযহারুল হাসান সাহেব রহ.
৭. মাওলানা মুহাম্মদ উমর পালনপুরি সাহেব রহ.
৮. মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব রহ.

হযরতজি রহ. বলেন, 'আমার শরীরের অবস্থা তোমরা দেখতে পাচ্ছো। আমার স্বাস্থ্য একদিকে ভেঙে যাচ্ছে, অন্যদিকে মেহনত বেড়েই চলেছে। এই মেহনত সামাল দেওয়ার যিম্মাদারি একা আমার ওপর না থাকুক। আমরা সবাই মিলে এক ফিকিরে এই মেহনতটিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাই।' এ কথা বলে উপরের আটজনকে সম্বোধন করে বলেন, 'আপনারা সবাই তো আমার শূরা। এই তালিকায় আরো দু'জনকে শামিল করে নিন, ১. মিয়াঁজি মিহরাব সাহেব রহ. ২. মৌলভি মুহাম্মদ সা'দ দা. বা.

ইনশাআল্লাহ, এভাবে এই শূরা দশ সদস্য বিশিষ্ট হবে। যারা এই মেহনতকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।'

শূরা গঠিত হওয়ার পর এক বৈঠকে মাওলানা সাঈদ আহমদ খান সাহেব রহ. হযরতজি রহ.এর সামনে শূরার সব সদস্যের উপস্থিতিতে এ কথা তোলেন যে,

"حضرت جب اور جہاں آپ موجود ہوں تو آپ ہی امیر ہیں۔ اگر آپ کہیں موجود نہ ہوں تو کس کرح کام کیا جائے؟"

*"হযরত! আপনি যখন যেখানে উপস্থিত থাকবেন সেখানে আপনিই আমির। কোথাও যদি আপনি উপস্থিত না থাকেন তখন সেখানে এই মেহনত কীভাবে চলবে?"*

উত্তরে হযরত বলেন,

تم سب یا جتنے بھی موجود ہوں، اپنے میں سے ایک کو فیصل بنا کر کام کرو۔"

*"তোমরা সবাই অথবা যতজনই উপস্থিত থাকবে, নিজেদের মধ্য হতে একজনকে 'ফয়সাল'—সিদ্ধান্তদাতা বানিয়ে মেহনত করবে।"*



## মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর ইনতিকাল ও শূরার সিদ্ধান্ত

**১৯৯৫** সালে হযরতজি রহ. শূরার সবাইকে সঙ্গে নিয়ে হজ আদায় করেন। সেই হজের সময়ই শ্রীলঙ্কা থেকে শুরু করে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত আট-দশটি রাষ্ট্রের সফরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। সেই হজ থেকে ফেরার পর হযরতজি রহ. ইনতিকাল করেন। তখন এই শূরার সদস্যগণ বাংলাওয়ালি মসজিদ নিযামুদ্দিন মারকাযে সমবেত হন। সেখানে আমির মনোনয়নের ব্যাপারে মাশওয়ারা হয়; কিন্তু শূরার সবাই নির্দিষ্ট কারো ওপর একমত হতে পারেননি। আলোচনার ধারাবাহিকতায় **১২** জুন **১৯৯৫** তারিখে শূরার সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্তগুলো মিয়াঁজি মেহরাব সাহেব রহ. বাংলাওয়ালি মসজিদে আনুষ্ঠানিকভাবে সবার উপস্থিতিতে পড়ে শোনান। সেই সিদ্ধান্তের লিখিত কপি ও এর ওপর শূরার দশ সদস্যের প্রত্যেকের স্বাক্ষর এখনো বিদ্যমান রয়েছে। সিদ্ধান্তগুলো হলো,

১. مستقبل میں کام کی نگرانی کی ذمہ داری کسی ایک امیر پر نہیں ہوگی بلکہ پوری شوری پر ہوگی۔

২. اس شوری میں جو حضرات بنگلہ والی مسجد کے ہیں، وہ یہاں کی شوری ہیں جو آئندہ نظام الدین کے کام کو لے کر چلیں گے، نیز نظام الدین میں امور طے کرنے کے لیے اس پانچ رکنی شوری میں سے تین حضرات باری باری سے فیصل ہوں گے: (۱) مولانا اظہار الحسن صاحب ؒ (۲) مولانا زبیر الحسن صاحب ؒ (۳) مولانا محمد سعد صاحب

৩. سر دست نظام الدین میں بیعت موقوف رہے گی۔

১. *আগামীতে মেহনতের নেগরানির যিম্মাদারি কোনো এক আমিরের ওপর বর্তাবে না; বরং পুরো শূরার ওপর থাকবে।*

২. *এই শূরার মাঝে বাংলাওয়ালি মসজিদের যেসকল হযরত রয়েছেন, তারা এখানের শূরা। যারা আগামীতে নিযামুদ্দিনের মেহনত এগিয়ে নেবেন। এর পাশাপাশি নিযামুদ্দিনের যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত*

*নেওয়ার জন্যে এই পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট শূরার মধ্য হতে তিনজন পালাবদল করে ফয়সাল হবেন,*

*১. মাওলানা ইযহারুল হাসান সাহেব রহ.*

*২. মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব রহ.*

*৩. মাওলানা সাদ সাহেব রহ.*

*৩. এখন থেকে নিযামুদ্দিনে বাইআত স্থগিত থাকবে।*

ওই ঘটনা সম্পর্কে মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহহাব সাহেব এ কথা বলেন যে, 'মৌলভি সাদ সাহেব তখন বলেছিলেন, আপনি যদি মৌলভি যুবায়রুল হাসানকে আমির মনোনীত করেন তাহলে ওই সব সাথী এই মেহনত থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবে যারা আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে। আর যদি আমাকে আমির বানান তাহলে ওই সব সাথী মেহনত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবে যারা মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেবের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন। কাজেই আমি মনে করি, এখানে কোনো আমিরই না থাক। মেহনত শূরার অধীনে পরিচালিত হবে। আর নিযামুদ্দিনে কোনো ধরনের বাইআত হবে না।' আমরা শূরার দশজনই তার এ প্রস্তাবে সম্মত হই।

## আলমি শূরার কিছু ঐতিহাসিক সফর ও ঘটনাবলি

শূরা গঠিত হওয়ার পর থেকে রায়ভেন্ড ও টঙ্গির বিভিন্ন ইজতিমা, হজের সফরসহ সকল সফরে এই শূরাই বিভিন্ন দেশের উমূর ও মাসায়িল পারস্পরিক মাশওয়ারার মাধ্যমে নিষ্পন্ন করত। হযরত মাওলানা ইযহারুল হাসান সাহেব রহ. কিছু অতিগুরুত্বপূর্ণ যিম্মাদারির কারণে বাইরের সফরে অংশগ্রহণ করতেন না। সাধারণত সবগুলো সফরে কখনো মুফতি যাইনুল আবিদিন সাহেব রহ. কখনো মিয়াঁজি মেহরাব সাহেব রহ. কখনো মাওলানা উমর পালনপুরি সাহেব রহ. ফয়সালের দায়িত্ব পালন করতেন। এ সকল হযরতের ইনতিকালের পর যে সকল আলমি ইজতিমায় হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব উপস্থিত থাকতেন, সেখানে সবসময় তিনিই ফয়সাল হয়েছেন, বর্তমানেও হচ্ছেন।

১৯৯৬ সালে পৃথিবীর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের বিভিন্ন দেশ (শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া ও ফিজি)-এর সফর এই আলমি শূরার তত্ত্বাবধানেই সম্পন্ন হয়। এ সফরের



সিদ্ধান্ত হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর জীবদ্দশাতেই ১৯৯৫ সালের হজের সফরে চূড়ান্ত হয়েছিল। এই সফরে অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী সিডনিতে শূরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, 'এখন থেকে নিযামুদ্দিনে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট শূরার শুধু তিনজনই ফয়সাল হবেন না; বরং পাঁচজনই পালাবদলক্রমে তিন-তিন দিনের জন্যে ফয়সাল হবেন।'

এরই মাঝে ১৩ আগস্ট ১৯৯৬ তারিখে মাওলানা ইযহারুল হাসান সাহেব রহ. ২১ মে ১৯৯৭ তারিখে মাওলানা উমর পালনপুরি সাহেব এবং ২৭ আগস্ট ১৯৯৮ তারিখে মিয়াঁজি মেহরাব সাহেব রহ. ইনতিকাল করেন। যার ফলে মাত্র তিন বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের ভেতর নিযামুদ্দিনের পাঁচ রোকন বিশিষ্ট শূরা মাত্র দু' সদস্য বিশিষ্ট শূরায় পরিণত হয়।

**১৯৯৮** সালে আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র কেনিয়া, জাম্বিয়া, মোজাম্বিক, জিম্বাবুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা, রিউ ইউনিয়ন, মাদাগাস্কার ও মোরিশাসের সফর সম্পন্ন হয়, এই শূরার নেতৃত্বে। ওই সফরে মরিশাসের তাবলীগি মারকায সেন্ট লুইসে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কোনো নতুন বিষয় বা পরিবর্তন আলমি শূরার মাশওয়ারা ব্যতিরেকে গ্রহণ করা যাবে না। সেখানে এ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল যে, মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলো তো দূরের কথা, অপ্রসিদ্ধ সহিহ কথাগুলোও সর্বসাধারণের মাজমায় বয়ান করা যাবে না। যেন কোনো ধরনের ভুল বুঝাবুঝি —যা মেহনতের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে— তা যেন সাধারণ মানুষের মাঝে সৃষ্টি না হয়।

এরপর ১৫ নভেম্বর ১৯৯৮ তারিখে মাওলানা সাঈদ আহমদ খান সাহেব রহ. ও ১৮ অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখে হাজি আবদুল মুকিত সাহেব রহ. ইনতিকাল করেন। যার ফলে তখন মাত্র পাঁচ হযরত জীবিত থাকেন। যারা হলেন,

১. মুফতি যাইনুল আবিদিন সাহেব রহ.
২. ভাই মুহাম্মদ আফযাল সাহেব রহ.
৩. হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব
৪. মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেব রহ.
৫. মাওলানা সাদ সাহেব

এভাবে মাত্র চার বছরের সংক্ষিপ্ত মুদ্দতে দশ সদস্য বিশিষ্ট আলমি শূরাও পাঁচ সদস্যে নেমে আসে। বিস্ময়কর ঘটনা হলো, শূরার যেসকল হযরত ইনতিকাল করেছিলেন, তাদের শূন্য স্থান পূরণ করার জন্যে ওই সময়

নতুন করে কাউকে যুক্ত করা হয়নি। যদিও অনেক মুরুব্বি এই প্রয়োজনীয়তা বারবার উপলব্ধি করেছিলেন।

১৯৯৯ সালে রায়ভেন্ড ইজতিমার পর এমন কিছু জটিল বিষয় সামনে চলে আসে, যেগুলোর ব্যাখ্যা করা অনিবার্য প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। বিষয়গুলো স্পষ্টাকারে বিশ্লেষণ করার জন্যে শূরার পাঁচ হযরত চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন এবং ১২ নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখে হিন্দুস্তান-পাকিস্তানের যিম্মাদার পুরনো সাথীদের সামনে একটি লেখা তৈরি করেন। ওই লেখার ওপর ওই সময়কার জীবিত পাঁচ হযরতের দস্তখত রয়েছে। সেই লেখাটির সর্বশেষ প্যারাগ্রাফ ছিল এমন,

"اسی طرح رائے ونڈ اور نظام الدین میں بھی کسی چیز کو چلانے سے پہلے حضرت جی کی مقرر فرمودہ پوری شوری کا متفق ہونا ضروری ہے۔"

*'তদ্রূপ রায়ভেন্ড ও নিযামুদ্দিনেও কোনো নতুন বিষয় শুরু করার পূর্বে হযরতজি রহ. কর্তৃক গঠিত পুরো শূরার একমত হওয়া জরুরি।'*

২০০০ সালে এই শূরার জীবিত পাঁচ সদস্যের নেতৃত্বে কিছু পশ্চিমা রাষ্ট্র (জার্মানি, আমেরিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কানাডা ও ইংল্যান্ড) সফর হয়।

এভাবে ১৯৯৫ সাল থেকে অদ্যাবধি এই মুবারক মেহনত কোনো আমির ব্যতিরেকে পুরো শূরার নেগরানিতে পরিচালিত হয়ে আসছে।

## কাজের মানহাজের মাঝে বিভিন্ন পরিবর্তন

শূরার পদগুলো পূরণ না হওয়া (অর্থাৎ যেসকল আহলে শূরা হযরত ইনতিকাল করেছেন, তাদের স্থানে অন্য সদস্য মনোনীত না করা) এর কারণে বেশ কিছু ক্ষতি হয়ে যায়। এর মধ্য হতে একটি বড় ক্ষতি হলো, মেহনত ধীরে ধীরে ওই মানহাজ থেকে বিচ্যুত হতে থাকে, যেই মানহাজের ওপর পূর্বের তিন হযরতজি রহ. প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনটি শুরু হয় ২০০২ সালে নিযামুদ্দিন থেকে। এ সময় মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের তরফ থেকে শূরার অবশিষ্ট চার হযরতের অসম্মতি সত্ত্বেও একক সিদ্ধান্তে মুনতাখাব হাদিসকে ইজতিমায়ি তালিমে যুক্ত করা হয়।



এভাবে ধীরে ধীরে মেহনতের মানহাজের মাঝে অনেকগুলো পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটতে থাকে। যেমন, দৈনন্দিনের মেহনতের মাঝে দাওয়াত, তা'লিম ও ইসতিকবাল (পরবর্তীকালে যার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় মসজিদ আবাদির মেহনত) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যার ফলে উমুমি গাশতের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে; অথচ এই উমুমি গাশত হলো আমাদের মেহনতের মেরুদণ্ড। ঘরে ঘরে গিয়ে মেহনত অনেকটা খতম হয়ে যায়। সমাজের খাস লোকদের মাঝে মেহনত করাকে 'তবাকাতি মেহনত' নাম দিয়ে এই মেহনতের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। যার ফলে উম্মতের খাস তবকা এই মেহনত থেকে মাহরুম হয়ে যায়। মাসতুরাতের তালীমের মাঝে পাঁচটি বিষয় যুক্ত করা হয়। বিদেশি দেশগুলোতে চার মাসের পরিবর্তে পাঁচ মাসের তরতিব বানিয়ে দেওয়া হয়।

শুধু এতটুকুই নয়; এর বাইরে বয়ানের মাঝে ছয় নম্বরের সীমারেখার বাইরে বেরিয়ে এমন কিছু অসতর্ক কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়, যার ফলে উলামায়ে কেরাম ও অন্যান্য আহলে হক মহল মেহনত নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। যেমন,

১. মুনকার বা পরিত্যাজ্য কথা বলা। মাসআলা বয়ান করার সময় ভুল তরিকায় ইজতিহাদ করা এবং ইচ্ছামাফিক দলিল দেওয়া।
২. দাওয়াতি মেহনতের বিভিন্ন উসুলকে কুরআন, হাদিস, নবি-রাসূলদের ঘটনাবলি ও সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর সীরাত থেকে ভুল ও পরিত্যাজ্য তরিকায় উদ্ভাবন করা।
৩. জমহুর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাসলাক ও আকাঈদ থেকে সরে তাফসির বির রায় করা ও নিজের বিচ্ছিন্ন কথামালা চালিয়ে দেওয়া।
৪. দ্বীনের মেহনতের অপরাপর শাখা (পঠন ও পাঠদান, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি)-এর সমালোচনা, ছিদ্রান্বেষণ, তাচ্ছিল্য, প্রত্যাখ্যান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ অবলম্বন করা।

এর বাইরে এমন আরো অনেক নতুন বিষয় এই মেহনতের মাঝে যুক্ত করা শুরু হয়ে যায়, যা মেহনতের সাথীদের জন্যে চরম দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা,

- এই নবোদ্ভূত বিষয়গুলো পূর্বের তিন হযরতজি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মানহাজ থেকে বিচ্যুত।

- এ ধরনের যাবতীয় বিষয় শূরা ও মেহনতের পুরনো সাথীদের সঙ্গে মাশওয়ারা না করেই চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি কিছু বিষয় মাশওয়ারায় নামঞ্জুর হওয়ার পরও চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।
- এই বিষয়গুলোর কারণে মেহনত ক্রমশ বুনিয়াদ থেকে সরে পড়ছে।
- এই বিষয়গুলো চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে কুরআন ও হাদিস থেকে ভুল তরিকায় দলিলবাজি করা হয়েছে।

এই বিষয়গুলো শূরার সদস্যবৃন্দ ও পুরনো সাথীদের সঙ্গে পরামর্শ না করে, তাদের থেকে আস্থা গ্রহণ না করে স্রেফ এক ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্তে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে শূরার সেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা হয়েছে, যার বিবরণ আমরা পূর্বে তুলে ধরেছি।

## রায়ভেন্ডওয়ালাদের কর্মপদ্ধতি

দাওয়াত ও তাবলীগের এই মুবারক মেহনতে রায়ভেন্ডের হযরতদের অনেক বড় অবদান রয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের বিভিন্ন কুরবানির কথা কখনই ভোলা যাবে না। এ কারণেই মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. বলতেন,

"میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو رائے ونڈ والوں کا امیر نہیں سمجھا بلکہ ان کو ہمیشہ اپنا رفیق اور دعوتی عمل کا ساتھی سمجھا ہے۔"

*'আমি কখনই নিজেকে রায়ভেন্ডওয়ালাদের আমির মনে করিনি; বরং তাদেরকে সবসময় নিজের সঙ্গী ও দাওয়াতি সাথী মনে করি।'*

মাওলানা সাদ সাহেব যখন মেহনতের মাঝে ওই নতুন বিষয়গুলো যুক্ত করা শুরু করেন তখন ওই সময়কার শূরা সদস্যবৃন্দের মধ্য হতে তিন হযরত মুফতি যাইনুল আবিদিন সাহেব রহ. ভাই মুহাম্মদ আফযাল সাহেব রহ. ও মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব রায়ভেন্ডে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়গুলো নিয়ে কখনই তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়নি এবং একমত হওয়ার মতো পরিবেশ গড়ে তোলা হয়নি। যার কারণে এই তিন হযরত শুরু থেকেই এই পরিবর্তনগুলোর ব্যাপারে নিজেদেরকে



পৃথক, বিচ্ছিন্ন ও অসহমত রাখেন। তারা কখনই এই নতুন বিষয়গুলোকে তাদের দেশে চলতে দেননি।

এ ধরনের অন্যায্য ও অন্যায় কর্মকাণ্ডগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে একবার মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব বলেছিলেন,

"حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحبؒ ہم لوگوں کے بغیر مشورے کے کچھ نہیں کرتے تھے لیکن (مولانا محمد سعد صاحب کے ان باتوں کے چلانے کے نتیجے میں یہ کہا کہ) ہندوستان والے اب ہم سے کچھ نہیں پوچھتے، اس پر ہم برسوں سے صبر کر رہے ہیں۔"

*'হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো পদক্ষেপ নিতেন না; কিন্তু এখন (মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের উপরিউক্ত বিষয়গুলো যুক্ত করার পরিণতিতে এ কথা বলেন যে,) হিন্দুস্তানওয়ালারা আমাদেরকে কোনো ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে না। এর ওপর আমরা অনেক বছর ধরে ধৈর্য্য ধারণ করে আসছি।'*

## মাওলানা যুবায়রুল হাসান রহ. এর কর্মপদ্ধতি

হযরত মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব রহ. ছিলেন সহনশীল প্রকৃতির মানুষ। আজীবন তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন ও নিশ্চুপ থেকেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, যেন বাংলাওয়ালি মসজিদে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে মেহনতের ক্ষতি না হয়। তাইতো দেখা যায়, একবার তিনি সমস্যা সমাধান করার জন্যে মাওলানা সাদ সাহেবকে শূরার শূন্যপদগুলো পূরণ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যেমনটি মুরুব্বিদের বিভিন্ন পত্র থেকে জানা যায়। কিন্তু মাওলানা সাদ সাহেব তাকে উত্তর দিয়েছিলেন,

"مجمع تمہاری اور میری وجہ سے آتا ہے، کیا ضرورت ہے کسی کو بلاوجہ اہمیت دینے کی"۔

*'তোমার ও আমার কারণে এখানে জনসমাগম হয়। বিনা কারণে কাউকে গুরুত্ব দেওয়ার কী প্রয়োজন!'*

ভারতের পুরনো সাথীরা মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেবের মিজায সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবগত। এর সাক্ষ্য হিসেবে এমন কিছু চিঠিও আমাদের হাতে রয়েছে, যা হযরত মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব রহ.

এর পক্ষ থেকে ২০০৪ সালে নিযামুদ্দিনের কিছু পুরনো হযরত, যেমন হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব, হাজি রহমতুল্লাহ সাহেব (বানারস), হযরত মাওলানা ইবরাহিম দেওলা সাহেব, হযরত মাওলানা আহমদ লাট সাহেব, মাওলানা ইসমাঈল গোধরা সাহেব, ভাই ফারুক সাহেব (ব্যাঙ্গলোর), ডক্টর খালেদ সিদ্দিকি সাহেব (আলিগড়), প্রফেসর সানাউল্লাহ খান সাহেব (আলিগড়), জনাব আবদুল আলিম সাহেব (আলিগড়), জনাব মুহসিন উসমানি সাহেব (লাখনৌ), প্রফেসর সালমান বেগ সাহেব (আলিগড়) ও প্রফেসর মাসঊদ আবদুল হাই সাহেব রহ. (পুনা) প্রমুখের খিদমতে পাঠানো হয়েছিল। সেই চিঠির একটি নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরছি–

"ایک گزارش یہ ہے کہ مسجد وار کام بہت اہم ہے لہذا اس میں کوئی اضافہ استقبال کی جماعت یا کسی بھی شکل میں ایسا اضافہ جو بڑوں کے زمانہ میں نہ ہو بالکل غیر مناسب اور کام کے لیے مضر ہے، اس پر ضرور غور فرمایا جائے"۔

*'আমার একটি অনুরোধ হলো, মসজিদওয়ালা মেহনত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এর মাঝে ইসতিকবালের জামাত বা অন্য কোনো সুরতে এমন কোনো সংযোজন করা কখনই সমীচিন হবে না, যেই সংযোজন বড়দের জামানায় ছিল না। এ ধরনের সংযোজন মেহনতের জন্যে ক্ষতিকর। বিষয়টির ওপর অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করা হোক।'*

ওই সকল হযরতের খেদমতে প্রেরীত আরেকটি চিঠিতে হযরত মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব রহ. আলোচনা শুরু করেছিলেন এ কথা বলে যে,

"بندہ کی نگاہ میں والد ماجد حضرت جی (مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ) کے بعد مرکز کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس دعوتی کام کی حفاظت کسی طرح ہو اور کیسے اس کام کو اسی نہج پر باقی رکھا جائے جس پر ہمارے بڑے ہم کو ڈال کر گئے ہیں"۔

*'অধমের দৃষ্টিতে সম্মানিত আব্বাজান হযরতজি (মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ.)-এর পর মারকাযের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা হলো, কীভাবে এই দাওয়াতি মেহনতকে অক্ষুন্ন রাখা হবে? আমাদের বড়রা এই মেহনতকে যেই মানহাজের ওপর প্রতিষ্ঠা করেছেন, কীভাবে সেই মানহাজের ওপর এই মেহনতকে প্রতিষ্ঠিত রাখা যাবে?'*



ওই চিঠিতে মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব মুনতাখাব আহাদিস সম্পর্কে তার অনুভূতি ব্যক্ত করে লেখেন,

"بندہ کے نزدیک منتخب احادیث کا مسئلہ بہت اہم ہے، ہمارے کام کرنے والے اس کی وجہ سے بہت متفکر ہیں۔ مختلف زبانوں میں بغیر کسی مشورہ کے اس کے تراجم کرادیئے ہیں اور اب کوشش اس بات کی ہو رہی ہے کہ وہ اب جماعتوں اور تعلیم کے حلقوں میں اسی طرح پڑھی جائے جیسے فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے۔ کثرت سے خطوط میں اور زبانی طور پر کارکنان اس کے پڑھنے کے متعلق سوالات کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت انتشار ہے، خود ہمارے یہاں گھر میں بلا کسی مشورہ اور اجتماعی رائے کے اس کو شروع کرادیا گیا"۔

*'অধমের কাছে মুনতাখাব আহাদিসের মাসআলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মেহনতের সাথীরা এর কারণে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। কোনো ধরনের মাশওয়ারা ব্যতিরেকে বিভিন্ন ভাষায় এর তরজমা করানো হয়েছে। এখন এই চেষ্টা চলছে যে, জামাতে ও তালীমের হালকায় যেভাবে ফাযায়েলে আমল পড়া হয়, ঠিক সেভাবেই যেন মুনতাখাব আহাদিসও পড়া হয়। আমার কাছে এ ব্যাপারে অজস্র চিঠি আসছে এবং মেহনতের অসংখ্য সাথী মৌখিকভাবে জিজ্ঞেস করছে যে, এটি পড়া হবে, কি হবে না। বিষয়টি নিয়ে চরম বিশৃঙ্খলা চলছে। খোদ আমাদের এখানে ঘরের ভেতর কোনো ধরনের মাশওয়ারা ও সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে এই কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে।'*

এ বিষয়ে মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব সর্বশেষে যে কথাটি বলেছেন, তা হলো,

"اس لیے بندہ کی قطعی رائے ہے کہ عمومی تعلیم صرف فضائل اعمال کی ہونا ضروری ہے جیسا کہ ستر سال سے ہوتی آرہی ہے، انفرادی مطالعہ میں بیشک اس کو پڑھا جائے"۔

*'এ কারণে অধমের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো, উমুমি তালীম শুধু ফাযায়েলে আমলেরই হবে, যেমনটি বিগত ৭০ বছর ধরে হয়ে আসছে। আর ব্যক্তিগত অধ্যয়নের মাঝে মুনতাখাব আহাদিসকে রাখা যেতে পারে।'*

## দেশের অন্যান্য আকাবির হযরতের কর্মপদ্ধতি

যেমনটি ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, মাওলানা সাদ সাহেব উপরের নতুন বিষয়গুলোর সবকটি শূরা হযরাত ও দেশের পুরনো সাথীদের পরামর্শ, সত্যায়ন ও ঐকমত্য ব্যতিরেকে চালাতে শুরু করে ছিলেন। যার সঙ্গে মেহনতের পুরনো সাথী, বিশেষত হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব, হযরত মাওলানা ইবরাহিম দেওলা সাহেব, হযরত মাওলানা আহমদ লাট সাহেব, মাওলানা ইসমাঈল গোধরা সাহেব, ভাই ফারুক সাহেব (ব্যাঙ্গলোর), ডক্টর খালেদ সিদ্দিকি সাহেব (আলিগড়), প্রফেসর সানাউল্লাহ খান সাহেব (আলিগড়), জনাব মুহসিন উসমানি সাহেব (লাখনৌ) ও প্রফেসর আবদুর রহমান সাহেব (মাদরাজ) বিলকুল সহমত ছিলেন না। এ কারণে এ সকল হযরত তাঁদের বয়ানের মাঝে কখনই এই নতুন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতেন না। এ সকল হযরতের মধ্য হতে যাদের প্রদেশের সাথীগণ একজোট ছিলেন, তাঁদের প্রদেশে রায়ভেন্ডের মতো এই বিষয়গুলো চালু হয়নি। এ সকল হযরতও বিশৃঙ্খলার ভয়ে সাধারণ মজমার সামনে বিষয়টি নিয়ে চুপ থাকতেন। তারা বছরের পর বছর এর ওপর সবর করেছেন এবং সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত না করে মেহনতের মানহাজের হিফাযতের উদ্দেশ্যে নানাভাবে ইসলাহি প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। শুরু থেকে বর্তমান অবধি এ সকল হযরত যেসকল প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন, তার বিবরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

## মানহাজের হিফাযতে প্রথম ইসলাহি প্রয়াস

১৫ মে ২০০৪ তারিখে মুফতি যাইনুল আবিদিন সাহেব রহ. এবং ১১ এপ্রিল ২০০৫ তারিখে ভাই ভাই মুহাম্মদ আফযাল সাহেব ইনতিকাল করেন। যার ফলে শূরার সদস্যসংখ্যা শুধু তিন-এ নেমে আসে।

আকাবির হযরতগণ মেহনতের মানহাজ হিফাযতের জন্যে এ সমাধান বের করেন যে, সবাইকে সম্পৃক্ত না করে শূরার শূন্য পদগুলো পূরণ করার



চেষ্টা করা হোক। সেমতে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ওই সকল হযরত কখনো সবাই মিলে, কখনো কখনো বিচ্ছিন্নভাবে মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব, হযরত মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব রহ. ও মাওলানা সাদ সাহেবের কাছে এ আবেদন পেশ করেন যে, শূরার বিভিন্ন সদস্যের ইনতিকালের কারণে এখন অতিরিক্ত সদস্যদেরকে শূরার মাঝে যুক্ত করা হোক। কিন্তু তাদের সেই অনুরোধ কোনো না কোনো ভাবে উপেক্ষিত হতে থাকে।

শেষদিকে মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব রহ. এ কাজের জন্যে প্রস্তুতও হয়েছিলেন। (যার সাক্ষী হিসেবে মাওলানা ইবরাহিম সাহেবের একটি চিঠি ও ভাই ফারুক সাহেবের একটি বয়ান রয়েছে)। কিন্তু কোনো কারণে তাঁর জীবদ্দশায় এই উদ্যোগ পূর্ণতা পায়নি।

## মানহাজ ধরে রাখার দ্বিতীয় ইসলাহি প্রয়াস

যখন মাওলানা সাদ সাহেব আম মজলিসে মুনতাখাব আহাদিস কিতাবের সম্মিলিত তালীমের ওপর জোর দিতে শুরু করেন তখন আকাবির হযরত রহ. বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। সেমতে ওই সকল হযরত উদ্যোগ নেন, 'এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত যেন স্পষ্টাকারে মাশওয়ারার মাধ্যমে চূড়ান্ত হয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেন একই কথা চলে। যেন এক ও অভিন্ন পদ্ধতিতেই সব জায়গায় তালীম হয়।'

২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হিন্দুস্তানের ত্রৈ-মাসিক জোড়ে মাওলানা সাদ সাহেব হায়াতুস সাহাবার তালীমের পূর্বে মুনতাখাব আহাদিসের নিয়মমাফিক ইজতিমায়ি তালীমের ওপর সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেন। বিষয়টি নিয়ে ওই সকল আকাবির খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। সেমতে ১৩ সেপ্টেম্বর তাঁরা পরস্পরে পরামর্শ করে বিষয়টি নিয়ে হযরত মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব রহ.কে সঙ্গে নিয়ে মাওলানা সাদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং এ কথা নিবেদন করেন যে, 'যতক্ষণ পর্যন্ত মাশওয়ারার মাধ্যমে চূড়ান্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি এর ওপর উৎসাহ দেবেন না।' বিষয়টি নিয়ে সময়ে-অসময়ে পরস্পরে আলোচনা-মুযাকারা চলতে থাকে। সবশেষে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ২০০৭ সালের রায়ভেন্ড ইজতিমার সময় মাশওয়ারায় এ বিষয়টি সকল হযরতের সামনে পেশ করা হবে।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার যে, মাশওয়ারায় যাওয়ার আগে এ কথা বলা হয়েছিল যে, মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব রহ.-ও মুনতাখাব আহাদিস ইজতিমায়ি তালিমে অন্তর্ভুক্ত করার ওপর একমত। কাজেই মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেবের সামনে উভয় হযরত অর্থাৎ মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব রহ. ও মাওলানা সাদ সাহেবের অভিমত পেশ করা হোক।'

ওই সময় যেসকল হযরত এই কিতাবটি অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে মন থেকে সাড়া পাচ্ছিলেন না এবং মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব রহ. এর মন-মানসিকতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন, তারা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে মাওলানা যুবায়র সাহেব রহ.-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। বিস্ময়ের বিষয় হলো, তখন মাওলানা যুবায়র সাহেব রহ. অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব শুধু নাকচই করেননি; বরং প্রচণ্ড অসন্তোষ ব্যক্ত করে এ ধরনের কথা তার দিকে যুক্ত করাকে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা অভিহিত করেন। এরপরও সেই হযরতগণ মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হন। তাঁদের মধ্য হতে কয়েকজন মুনতাখাব আহাদিসকে ইজতিমায়ি তালীমের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেবের কাছে সম্মতির আবেদন পেশ করেন এবং বিষয়টি মাশওয়ারার মাঝে পেশ করেন। (মূলতঃ তাদের ইচ্ছা ছিল, সারা পৃথিবীতে যেন তালীমের মানহাজ একরকম থাকে); কিন্তু মাশওয়ারার মাঝে সেই আবেদন নামঞ্জুর হয়।

ওই সিদ্ধান্তের পর মেহনতের সকল পুরনো হযরত এ কথার ওপর একমত হন যে, এখন থেকে ইজতিমায়ি তালীমের মাঝে মুনতাখাব আহাদিস অন্তর্ভুক্ত হবে না। কিন্তু এরপরও মাওলানা সাদ সাহেবের ইঙ্গিতে; বরং তার উপর্যুপরি পীড়াপীড়ির কারণে তার সমর্থকদের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মুনতাখাব আহাদিসের তালীম চালানো হতে থাকে।

শুধু এতটুকুই নয়; বরং এরপর তিনি এমন আরো অনেকগুলো নতুন নতুন বিষয় কোনো ধরনের মাশওয়ারা ব্যতিরেকে চালাতে শুরু করেন, যেই বিষয়গুলোর ওপর শূরার বাকি দু' হযরত একমত ছিলেন না। এ ঘটনা থেকে হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব ও মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব রহ. ও অপরাপর পুরনো হযরতদের দূরদর্শিতার বিষয়টি অনুমান করে নেওয়া যায় যে, এ সকল হযরত কেন শুরু থেকেই মুনতাখাব আহাদিসের ব্যাপারে তার সঙ্গে একমত ছিলেন না।



## মানহাজ হিফাযতের তৃতীয় ইসলাহি প্রয়াস

১৮ মার্চ ২০১৪ তারিখে মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেবও এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান। যার ফলে শূরার সদস্যসংখ্যা দুইয়ে নেমে আসে,

১. মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব
২. মাওলানা সাদ সাহেব

মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব রহ. এর ইনতিকালের পর মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব তা'যিয়াতের উদ্দেশ্যে ভারত আগমন করেন। তখন আকাবির হযরত তাঁর সামনে শূরার শূন্য পদ পূরণ করার কথা পেশ করেন। সেমতে হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব মাওলানা সাদ সাহেবের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাকে বলেন, মাওলানা ইয়াকুব সাহেব, মাওলানা ইবরাহিম সাহেব ও মাওলানা আহমদ লাট সাহেবের পরামর্শে কাজ করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত এই তিনজন কোনো ফয়সালার ওপর একমত না হবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো নতুন বিষয় চালাবেন না। মাওলানা সাদ সাহেব হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেবের এ কথা বাহ্যিকভাবে মঞ্জুরও করেন। এ সংবাদ হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব ওই সকল হযরতকে অবহিত করেন, যারা শূরার শূন্য পদ পূরণ করার দরখাস্ত নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু মাওলানা সাদ সাহেব তার অস্থির প্রবৃত্তির কারণে এক-আধ সপ্তাহের বেশি ওই অঙ্গীকারের ওপর অটল থাকতে পারেননি।

## নিযামুদ্দিন মারকাযে আম বাইআত

মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব রহ. এর ইনতিকালের পর মাওলানা সাদ সাহেব কোনো ধরনের পরামর্শ না করেই নিযামুদ্দিনে আম বাইআত শুরু করে দেন। বিস্ময়ের বিষয় হলো, তিনি লোকদেরকে হযরতজি মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. এর হাতে বাইআত করাতেন; অথচ তিনি নিজে হযরতজি রহ. এর ইযাজত পাননি।

এরচেয়েও বড় বিস্ময়ের বিষয় হলো, ১৯৯৫ সালের মাশওয়ারার সময় মাওলানা সাদ সাহেবই বাইআতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছিলেন। (সম্ভবত এর কারণ হলো, ওই সময় হযরত মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব রহ. জীবিত ছিলেন, যিনি হযরতজি মাওলানা

ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. ও শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব রহ.— দু'জনের কাছ থেকেই ইজাযত লাভ করেছিলেন। তখন যদি বাইআত শুরু হতো তাহলে সাধারণ মানুষের সিংহভাগ তাঁরই শরণাপন্ন হতো।) মজার বিষয় হলো, মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব রহ.-এর ইনতিকাল পর্যন্ত মাওলানা সাদ সাহেব বাইআতকে নিষ্প্রয়োজনীয় কাজ বলতেন।

## মাওলানা সাদ সাহেব কর্তৃক আমির দাবি

মাওলানা সাদ সাহেব একটি দীর্ঘ সময় ধরে তার বিভিন্ন বয়ানের মাঝে খোদ তার আনুগত্যের ওপর জোর দিয়ে ইঙ্গিতে তার নেতৃত্ব জাহির করতেন। বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়টির প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। যেমনটি মুরুব্বিদের বিভিন্ন চিঠির মাঝে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। সবশেষে একবার তিনি মাশওয়ারাতেই নিজেকে আমির ই'লান করে বসেন।

এটি ২০১৫ সালের মাঝামাঝি সময়কার ঘটনা। ১৮ আগস্ট ২০১৫ তারিখে ইউপির জোড় শেষে দুআ ও মুসাফাহার আমল নিয়ে কিছু তিক্ততা দেখা দেয়। যার পরপরই ২০ আগস্ট কয়েকজন যিম্মাদারের মাঝে সংঘাতের মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। যা নিঃসন্দেহে এই মসজিদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দুঃখজনক দুর্ঘটনা।

এই দুঃখজনক পরিস্থিতির ওপর নিজেদের দুশ্চিন্তা প্রকাশ এবং এর সমাধান বের করার আবেদন নিয়ে হাফেয নেসার আহমদ সাহেব (ডেইরিওয়ালা)-এর নেতৃত্বে বসতি নিযামুদ্দিনের যিম্মাদারদের একটি প্রতিনিধিদল ২৩ আগস্ট বাংলাওয়ালি মসজিদে মাশওয়ারার সময় উপস্থিত হন। ওই মজলিসে যখন এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয় তখন খুব দ্রুত শোরগোল শুরু হয়ে যায়। কথা চালাচালির একপর্যায়ে মাওলানা সাদ সাহেব বলেন, 'আমি আমির।'

উপস্থিত একজন উত্তর দেন, 'আপনি আমির নন।'

তখন মাওলানা সাদ সাহেব খানিকটা শক্ত গলায় বলেন, 'আপনি যদি না মানেন মানবেন না।'

উত্তর আসে, 'আমরা আপনাকে আমির মানি না।'



মাওলানা সাদ সাহেব তখন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'না মানলে জাহান্নামে যাও... আমি যা ইচ্ছা করব... আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের সবার আমির।'

ঘটনার এ পর্যায়ে তারা কোনো সমাধানে উপনীত না হয়েই উঠে চলে যান। (পুরো ঘটনার অডিওক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ক্লিপটি চার থেকে পাঁচ মিনিটের।)

এরপর থেকে নিয়মিত মাওলানা সাদ সাহেবের সমর্থকদের মাধ্যমে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে তাকে আমির প্রমাণিত করার একের পর এক ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চলছে। অথচ হযরতজি রহ. এর শূরা এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছিল যে, আগামীতে এই মেহনতের কোনো আমির থাকবে না; বরং পুরোপুরি শূরার নেগরানিতেই এই মেহনত চলবে। যার আলোচনা আমরা পূর্বেই পেশ করেছি।

এ ঘটনার পর নিযামুদ্দিনে ভারতের পুরনো সাথীদের জোড়ে যখন হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব তার সেই দাবি নাকচ করেন তখন দ্বিতীয় দিন বয়ানের মাঝে মাওলানা সাদ সাহেব বলেন,

"میرے نزدیک انتہائی جاہل ہے وہ آدمی جو یہ کہے کہ یہاں کوئی امیر نہیں یہاں
کوئی بڑا نہیں، غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے ۔ "

*'আমার মতে সেই লোক গণ্ডমূর্খ যে এ কথা বলে যে, এখানে কোনো আমির নেই। এখানে কোনো বড় নেই। মিথ্যা কথা। শতভাগ মিথ্যা কথা।'* (এই অডিও ক্লিপটিও সোশ্যাল মিডিয়ার মাঝে ভাইরাল হয়ে গেছে।)

তাবলীগের অতীতের তিন হযরতজি সকল মুরুব্বির সর্বসম্মতিক্রমে আমির ছিলেন। কিন্তু তাদের মুখ থেকেও পুরনোদের ভরা মজলিসে এ ধরনের কথা বের হওয়ার কল্পনাও করা যায়নি।

সারকথা, মাওলানা সাদ সাহেবের একক সিদ্ধান্তে শূরার ঐকমত্য ছাড়াই নতুন নতুন সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করাটা হচ্ছে শূরার ফয়সালার প্রথম বিরোধিতা। এরপর নিযামুদ্দিনে আম বাইআত শুরু করাটা হচ্ছে শূরার ফয়সালার দ্বিতীয় বিরোধিতা। সবশেষে নিজেকে আমির দাবি করা এবং এর ওপর অটল থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, এটা হচ্ছে তৃতীয় বিরোধিতা।

## মানহাজ হিফাযতের চতুর্থ ইসলাহি প্রয়াস

এ ধরনের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে ওই সকল আকাবির হযরত মুখলিস সাথীদের পরামর্শে মাওলানা সাদ সাহেবের সঙ্গে মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে এ চেষ্টা করেন যে, মাশওয়ারা ছাড়া যেন এই নতুন বিষয়গুলো কার্যকর করা না হয়। প্রায় দু'বছর তারা তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান; কিন্তু মাওলানা সাদ সাহেবের অবস্থা হলো, তিনি অধিকাংশ সময় ওয়াদা করতেন; কিন্তু পরবর্তীকালে নিজেকে নতুন বিষয়গুলোর কার্যক্রম থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারতেন না।

২০১৫ সালে ওই সকল হযরত মাওলানা সাদ সাহেবের কাছে তিন-তিনবার লিখিত আকারে এ দরখাস্ত পেশ করেন যে, তিনি যেন একটি শূরা গঠন করেন এবং সেই শূরার সম্মতি ব্যতিরেকে মেহনতের মানহাজের মাঝে কোনো নতুন বিষয় যুক্ত না করেন; কিন্তু পূর্বের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে প্রতিবারই তিনি তাদের আবেদনগুলো উপেক্ষা করতে থাকেন। এমনকি তিনি বিষয়টির গুরুত্ব ও নাজুকতা উপলব্ধি না করেই এবং সমস্যার সমাধান বের করার পরিবর্তে পুরোপুরি মারদাঙ্গার ভাষায় তাদের সেই প্রচেষ্টাগুলোকে সর্বসাধারণের সামনে অবজ্ঞাভরে তুবড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের তিনটি চিঠি এ বইয়ের প্রথম কিস্তিতে পেশ করা হয়েছে।

## নভেম্বর ২০১৫ এ অনুষ্ঠিত রায়ভেন্ড ইজতিমায় শূরার সদস্যপদ পূরণ

উপরিউক্ত একের পর এক প্রচেষ্টার পরও যখন কিছুতেই সমস্যার সমাধান হচ্ছিল না তখন নভেম্বর ২০১৫ এর রায়ভেন্ড ইজতিমায় —যেখানে সারা পৃথিবীর সকল পুরনো হযরত উপস্থিত ছিলেন— সেখানে এহেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার আলোচনা তোলা হয়। তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যিম্মাদারগণ পুরো পরিস্থিতির ওপর চিন্তা-ভাবনা করে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. কর্তৃক গঠিত শূরার শূন্য পদগুলো পূরণ করা হবে। (যেই শূরার দশ সদস্যের মধ্য হতে ইতোমধ্যে আটজন ইনতিকাল করেছেন।) একই রকমভাবে নিযামুদ্দিন মারকাযের পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট শূরার বাকি পদগুলোও পূরণ করা হবে, যার মাত্র একজন সদস্য জীবিত আছেন।



সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে একটি মজলিস আয়োজন করা হয়। মাওলানা মুহাম্মদ আনসারি সাহেব দামাত বারাকাতুহুম প্রথমে ইজতিমাইয়্যাত (পরাস্পরিক মিল-মিশ) ও শূরার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু কথা পেশ করেন। এরপর আলোচনা শুরু হয় যে, কিছু নাম প্রস্তাব করা হোক। ওই সময় নিযামুদ্দিনের কিছু মুরুব্বি হযরত নানা জটিলতার কথা তুলে ধরেন যে, শূরা না থাকার কারণে পুরো দুনিয়াতে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। মেহনতের সাথীরা দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। হযরতজি রহ. দশ সদস্যের শূরা গঠন করেছিলেন। যেই শূরার আটজন ইনতিকাল করেছেন। কাজেই এখন শূরার সদস্য বাড়ানো দরকার, যেন শূরার সদস্যপদ পূর্ণতা পায় এবং পুরো দুনিয়ার মেহনতের হিফাযত হয়।

বিষয়টি নিয়ে যখন আলোচনা শুরু হয় তখন সেখানে প্রচণ্ড তিক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। এতোটাই হৈ-হট্টগোল শুরু হয় যে, মজলিসের মর্যাদা টিকিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে তখন কয়েকজন সাথী মুহতারাম হাজি মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব সাহেব দা.বা ও মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব যিদা মাজদুহুমের কাছে নিবেদন করে যে, 'এই যিম্মাদারি আপনাদের দু'জনের। এই শূরা পূর্ণ করা আপনাদেরই দায়িত্ব। কাজেই আপনারা দু'জন মিলে তা পূরণ করুন। এখানে আপনাদের ইচ্ছা। আপনারা যাকে ইচ্ছা ডাকুন, যাকে ইচ্ছা না ডাকুন। যার থেকে ইচ্ছে, আপনারা রায় নিন। যার থেকে ইচ্ছে, রায় না নিন। সর্বাবস্থায় এ দায়িত্ব আপনাদের।' সবশেষে হাজি সাহেব বলেন, 'এখন তোমরা সবাই ইসতিগফার করো। দুআ করো। আর এ দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও।' এভাবে বৈঠকটি শেষ হয়।

এ ঘটনার পর প্রায় বারো দিন বিষয়টি বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে থাকে। সাথী-সঙ্গীগণ বিষয়টি নিয়ে প্রচুর ধকল পোহান, চেষ্টা-তদবির চালিয়ে যান। সবশেষে মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহহাব সাহেব দা.বা. সবগুলো দেশের যিম্মাদারদের উপস্থিতিতে হযরতজি রহ. কর্তৃক গঠিত শূরার মাঝে হিন্দুস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের আরো এগারো (১১) হযরতকে যুক্ত করে শূরার সদস্যপদ পূরণ করে দেন। এভাবে শূরার সদস্যসংখ্যা তেরা (১৩) তে উন্নীত হয়। সর্বসম্মিলিত সেই শূরার মাঝে পাঁচ (৫) জন সাথী হিন্দুস্তান থেকে, পাঁচ (৫) সাথী পাকিস্তান থেকে ও তিন (৩) সাথী বাংলাদেশ থেকে যুক্ত হয়। সেখানে এ কথাও লেখা ছিল

যে, নিযামুদ্দিনের যেই পাঁচ হযরত এই শূরার মাঝে আছেন, তারা নিযামুদ্দিনের শূরা হবেন। নিযামুদ্দিনের যাবতীয় বিষয়-আশয় তারা পারস্পরিক শলা-পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করবেন। শূরার সদস্যপদ পূরণ করে এ বিষয়ে একটি লেখা তৈরি করা হয়। সেই লেখার ওপর হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব দস্তখত করেন।

মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেবের নির্দেশে সেই লেখা মাওলানা সাদ সাহেবের সামনে পেশ করা হয় যে, তিনি এর ওপর স্বাক্ষর করে দিক তখন তিনি শূরার সদস্যপদ পূরণের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে অস্বীকার করেন এবং এ মন্তব্য করেন যে, 'এই সিদ্ধান্তের কোনো প্রয়োজনই ছিল না। আমি এর ওপর আশ্বস্ত হতে পারছি না। মেহনত যেভাবে চলছে, সেটাই ঠিক আছে।'

দু'-তিনবার তার সঙ্গে আলোচনা করা হয়; কিন্তু প্রতিবারই তিনি প্রত্যাখ্যান করে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকৃতি জানান। কেন তিনি অস্বীকার করছেন, এর কারণ সুস্পষ্ট। তিনি তার তৈরিকৃত মানহাজ বহাল রাখতে চান এবং এ বিষয়ে কোনো আকাবির বা মুরুব্বির কথা শুনতে চান না। অথচ সকল আকাবির ও মুরুব্বি দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছেন যে, তার তৈরিকৃত এই নতুন মানহাজ মেহনতের মারাত্মক ধ্বংস বয়ে আনছে। তিনি এই মেহনতকে এমন এক পরিস্থিতির মুখে ফেলতে চান, যেখানে গেলে কোনোভাবেই এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। শূরার মাঝে অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের তিন হযরতও মাওলানা সাদ সাহেবের অনুসরণ করে সেই লেখার ওপর দস্তখত করেনি।

অবশেষে পুরো ঘটনা মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেবের খেদমতে পেশ করা হলে তিনি তখন ওই সময় উপস্থিত হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের যিম্মাদার ও পুরনো সাথীদের কাছ থেকে ওই লেখার ওপর দস্তখত গ্রহণ করেন। এরপর সেই লিখার ফটোকপি করিয়ে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

যেহেতু হিন্দুস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ— এই তিন দেশে তাবলীগের আদর্শ ও মানসম্পন্ন মেহনত চলে, এ কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে নতুন মেহনতকারীদেরকে এই তিন দেশে ওয়াক্ত লাগানো হয় এবং পুরো দুনিয়ার মাশওয়ারা ও জোড়ে এই তিন দেশের জামাত একসঙ্গে যায়, এই



হেকমতগুলো সামনে রেখেই হযরতজি রহ. এই তিন দেশের সাথীদেরকে নিয়ে একটি শূরা গঠন করেছিলেন। আমাদের এই মেহনত আলমি মেহনত। আর আলমি সকল মাসআলার ওপর চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে আমাদের কাছে তিনটি সুযোগ রয়েছে। রায়ভেন্ড ইজতিমা, টঙ্গি ইজতিমা ও বাইতুল্লাহর হজ। এই তিন স্থানেই তিন দেশের শূরার সাথীরা একত্র হয়ে থাকেন। তাদের সর্বসম্মতিতেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে। এভাবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে একদিকে যেমন কাজের হিফাযত হয়, তেমনই কাজ করনেওয়ালা সাথীদেরও হিফাযত হয়। এ কারণেই সবগুলো উমুর বা বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে রায়ভেন্ড ইজতিমায় তিন দেশের তেরো (১৩) জন সাথীর সমন্বয়ে শূরা গঠন করা হয়েছিল।

এখন যদি কেউ এ প্রশ্ন তোলে যে, নিযামুদ্দিনের সমস্যাকে কেন রায়ভেন্ডে তোলা হলো? তাহলে তাকে অনুরোধ করবো, বিষয়টি ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করুন। এটি স্রেফ নিযামুদ্দিনের সমস্যা নয়; এটি পুরো মেহনতের মাসআলা। যেই মাসআলা উপস্থাপন করার জায়গাও এই তিনটিই। রায়ভেন্ড, টঙ্গি (কাকরাইল, বাংলাদেশ) ও হজ।

কিছু লোক মনে করে, এই তিন দেশের স্থানীয় মুলকি শূরা রয়েছে। আলমি মাসআলাগুলোর সমাধান করার জন্যে এই তিনটি স্থান রয়েছে। কাজেই কোনো মুশতারাকাহ (সব দেশের অংশগ্রহণমূলক/সম্মিলিত) শূরার প্রয়োজন নেই। তাদের এই ভাবনাও সঠিক নয়। কারণ হলো, শূরার এই সূরত আগ থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। এরপরও একটার পর একটা মাসআলা সৃষ্টি হচ্ছে। বছরের পর বছর অতিবাহিত করার পরও সমাধান হয়নি। যার কারণে এই প্রয়োজন তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, এই তিন দেশের সবার অংশগ্রহণে মুশতারাকাহ শূরা (যার প্রয়োজনীয়তা হযরতজি রহ. এর মত মহান দূরদর্শী মনীষী অনুভব করেছিলেন এবং সেমতে তিনি নিজেই গঠন করেছিলেন) তার শূন্য পদগুলো পূরণ করা হোক। সেই প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে আল্লাহ তাআলা এ সূরত করে দিয়েছেন যে, এই তিন দেশের সম্মিলিত শূরা সামনে চলে আসুক, যা মেহনতের এত দিনের পুরনো সূরতকে পূর্ণতা এনে দেবে।

## মানহাজ হিফাযতের পঞ্চম ইসলাহি প্রয়াস

শূরার শূন্যপদ পূরণ করার পর আকাবির হযরত এ প্রয়াস চালিয়ে যান যে, মাওলানা সাদ সাহেব যেন শূরা মেনে নেন; কিন্তু সব ধরনের প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার পরও মাওলানা সাদ সাহেব যথারীতি শূরা অস্বীকার করতে থাকেন। নিযামুদ্দিনের শূরা হযরতগণ শূরার শূন্যপদ পূরণের পর প্রায় ছয় (৬) মাস পর্যন্ত বাংলাওয়ালি মসজিদে অবস্থান করেন; কিন্তু যথারীতি মাওলানা সাদ সাহেব একাই 'ফয়সাল'—'প্রধান সিদ্ধান্তদাতা' হওয়ার জন্যে গো ধরে জিদ্দি হয়ে বসে থাকেন।

এমন প্রেক্ষাপটে সেই আকাবির হযরত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, আমরা কয়েকজন মানুষ স্বউদ্যোগে যেই ইসলাহি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তা এখন নিজেদের মধ্যে সীমিত না রেখে দেশের পুরনো সাথীদেরকে এই ফিকিরের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার, কেননা তারা বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই কম-বেশ অবহিত আছেন। তখন সেই হযরতগণ ওই পুরনো সাথীদের সামনে বছরের পর বছর চালিয়ে যাওয়া ইসলাহি প্রচেষ্টাগুলোর পুরো কারগুযারি পেশ করে এই মাশওয়ারা চান যে, যদি আপনারা সকল সাথী রায় দেন তাহলে আমরা আমাদের এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। আর যদি আপনাদের মনে হয়, এই দূরারোগ্য ব্যধির কবল থেকে নিষ্কৃতির সুযোগ নেই, তাহলে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা এখানেই ছেড়ে দেব। তখন সকল সাথী মিলে এ পরামর্শই দেন যে, হযরত, আপনারা আপনাদের এই প্রয়াস চালিয়ে যান। এই প্রয়াস তীব্র প্রয়োজন। কারণ, এই মেহনতের হিফাযতের জন্যে এ ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প পথ নেই।

## নিযামুদ্দিনের চৌহদ্দির ভেতর সমস্যার সমাধান কেন হয়নি?

মাওলানা সাদ সাহেবের তরফ থেকে একক সিদ্ধান্তে নতুন নতুন বিষয় চালিয়ে দেওয়ার পরিণতি গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কিছু লোক সেই নতুন পদ্ধতির সমর্থনে উঠে এসেছে। সুযোগসন্ধানী তোষামুদে শ্রেণির একটি দল নিযামুদ্দিনের ওপর চড়ে বসেছে। তারা তাদের স্বার্থোদ্ধারের জন্যে মাওলানা সাদ সাহেবের প্রতিটি কথার সঙ্গে মাথা দুলিয়ে সায় দিচ্ছে। তারা বোঝাচ্ছে, আমরা আপনার প্রতিটি নির্দেশের সঙ্গে আছি। নিযামুদ্দিনের প্লাটফর্ম থেকে এই গলত পদ্ধতি আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে শুরু থেকেই এই স্বার্থান্বেষী মহল ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই শ্রেণিটি ধীরে ধীরে বাংলাওয়ালি মসজিদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে ফেলে।



যেসময় আকাবির হযরতগণ বাংলাওয়ালি মসজিদের চৌহদ্দির ভেতরে থেকে ইসলাহি প্রয়াসগুলো চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন থেকেই এই স্বার্থান্বেষী মহল মাওলানা সাদ সাহেবের আমিরগিরির দাবি তুলছিল। এই আকাবির হযরতগণের সার্বিক প্রয়াস ব্যর্থ করার জন্যে এই স্বার্থান্বেষী মহল এ কথা সর্বত্র ছড়াতে শুরু করে যে, মাওলানা সাদ সাহেবের নিরাপত্তার জন্যে কিছু লোক তার সঙ্গে সার্বক্ষণিক অবস্থান করা জরুরি। এই জিগির তুলে তারা মানুষ তাশকিল করা শুরু করে দেয়। এরপর একটি পরিকল্পিত চক্রান্তের অধীনে ওই সকল হযরত, যারা মাওলানা সাদ সাহেবের চালানো নতুন বিষয়গুলোর সঙ্গে একমত নন, তাদেরকে ধমকি দেওয়া, অভদ্র আচরণ করা, এমনকি মারপিটের ধারাবাহিক কাণ্ড শুরু করে দেয়।

বাংলাওয়ালি মসজিদের ভেতরগত পরিবেশের এমন অধপতন ও দুঃখজনক পরিবর্তনের কারণে ওই সকল হযরত বুকের ভেতর প্রচণ্ড কষ্ট বোধ করতে লাগলেন। এরপরও তারা এ আশায় বুক বেঁধে বাংলাওয়ালি মসজিদে পড়ে থাকেন যে, নিযামুদ্দিনের চৌহদ্দির ভেতরেই এই অন্তর্গত সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে যাবে। তারা পূর্ণ ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু অবশেষে পানি গড়াতে গড়াতে রমাযানুল মুবারক চলাকালে ১৯ জুন ২০১৬ তারিখে সেই প্রলয়ঙ্কারী ঝড় নেমে আসে, যা নিযামুদ্দিনের ৯০ বছরের পবিত্রতাকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। তাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের ওপর জল ঢেলে দেয়। নিযামুদ্দিনের চৌহদ্দির ভেতর সমস্যার সমাধানের সর্বশেষ স্বপ্নটুকুও যখন ভেঙে খানখান হয়ে যায়, তখন তারা নিরুপায় হয়ে নিযামুদ্দিন ছাড়তে বাধ্য হন।

## মানহাজ বদলের ফলে যেই ক্ষতিগুলো হয়েছে

মেহনতের মাঝে উপরিউক্ত পরিবর্তনগুলোর কারণে মেহনতের এবং মেহনতের সাথী-সঙ্গীদের চরম ক্ষতি হয়েছে। আমরা বিস্তারিত আলোচনা না করে শুধু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরছি—

### ১. মেহনত ভিন্ন দুটি ধারায় বিভক্ত

মাওলানা সাদ সাহেবের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ওপর মাটি কামড়ে পড়ে থাকার পরিণতিতে আমাদের মেহনতের সাথীগণ পুরো দুনিয়াতে এখন দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। নিযামুদ্দিনের বিভিন্ন বৈঠকে, ইজতিমায় ও অন্যান্য

আয়োজনে এমন লোকদেরকেই দায়িত্ব দেওয়া হয় যারা সেই নতুন বিষয়গুলো চালাবে। সেমতে দেখা যায়, বিভিন্ন জামাত রওয়ানা হওয়ার সময় এই হিদায়াতই দেওয়া হয় যে, জামাত যেখানে যাবে সেখানে যেন এই বিষয়গুলোর পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়। কারগুযারি নেওয়ার সময় সেই জামাতগুলোর প্রতিটি থেকে এই নতুন বিষয়গুলো সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করা হয় যে, জামাত যেখানে গেছে, সেখানে এই বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা হয়েছে, কি হয়নি? তদ্রূপ ওয়াপসির আলোচনার সময়ও এই বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করার ওপর পূর্ণ উৎসাহ দেওয়া হয়। যার ফলে দেখা যায়, যেই জামাতগুলো নিযামুদ্দিনে আসে, তারা নিজেদের অঞ্চলে ফিরে এই নতুন বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন শুরু করে দেয়।

তদ্রূপ পুরো দুনিয়াতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তাকাযার পরিপ্রেক্ষিতে নিযামুদ্দিন ও রায়ভেন্ড— দু' দেশ থেকেই জামাত পাঠানো হয়। এখন নিযামুদ্দিন থেকে ওই সকল হযরতের সফর বন্ধ বা সীমিত করে ফেলা হয়েছে, যারা এই নতুন বিষয়গুলোর সঙ্গে একমত নন। যার ফলে দেখা যায়, হিন্দুস্তানের জামাতগুলো বিভিন্ন দেশে গিয়ে এ কথা বলে যে, এই বিষয়গুলো তোমাদের দেশে বাস্তবায়ন করো। কেননা এই নির্দেশ নিযামুদ্দিন থেকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু রায়ভেন্ডের জামাতগুলো সেই দেশগুলোতে গিয়ে এ কথা বলছে যে, ওই নতুন বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা যাবে না। কেননা তা মাশওয়ারার মাধ্যমে চূড়ান্ত হয়নি।

বিভিন্ন দেশের সাথীদের সালানা ওয়াক্তের ব্যাপারে পূর্ব থেকেই এই তরতিব চূড়ান্ত করা আছে যে, এক বছর নিজের দেশে, দ্বিতীয় বছর হিন্দুস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এবং তৃতীয় বছর অন্যান্য দেশগুলোতে নিজের ওয়াক্ত লাগাবে। তদ্রূপ বিদেশি দেশগুলোর যেসব জামাত হিন্দুস্তানে ওয়াক্ত লাগায় তারা নিযামুদ্দিনের বিভিন্ন বৈঠকে এই নতুন পদ্ধতির মেহনতের আলোচনা শুনতে পায়। এর বিপরীতে ওই দেশের যেই জামাতগুলো রায়ভেন্ড যায়, তারা দেখতে পায়, সেখানে পুরনো পদ্ধতিতে মেহনত চলছে। যার পরিণতিতে এমন হচ্ছে যে, পৃথিবীর সবগুলো দেশের সাথীরা দুশ্চিন্তায় পড়ে যাচ্ছে যে, আমরা কোন পদ্ধতিতে মেহনত করব! অনেকগুলো দেশের আরব যিম্মাদারগণ একত্র হয়ে মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব ও মাওলানা সাদ সাহেবকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন। সেই চিঠির মাঝে তারা তাদের দেশের অভ্যন্তরে



মেহনতের রুখ নিয়ে চলমান দ্বন্দ্বের ওপর দুশ্চিন্তার কথা ব্যক্ত করেছেন। কাজেই বর্তমান পরিস্থিতি হলো, দেশের ভেতর থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত— সর্বত্র দাওয়াতি মেহনত ভিন্ন দুটি রুখে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

## ২. উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গদের আস্থা উঠে যাওয়ার আশঙ্কা

যেমনটি আমরা পূর্বে বলেছি যে, হকপন্থী উলামায়ে কেরাম প্রথম দিন থেকেই তাবলীগের মেহনতের ব্যাপারে আশ্বস্ত ছিলেন। তারা সবসময় এ কাজকে মুহাব্বত করেছেন, সমর্থন করেছেন ও মেহনতের জন্যে দুআ করেছেন। কিন্তু মাওলানা সাদ সাহেবের বিভিন্ন বয়ানের মাঝে অসতর্ক কথাবার্তা এবং সেই বয়ানগুলো মেহনতের সাথীরা নিজেদের এলাকায় নকল করার কারণে উলামায়ে কেরামের আস্থা উঠে যাচ্ছে। তারা সাদ সাহেবের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও কথাবার্তার ওপর আপত্তি তুলেছেন। এভাবে তাদের সঙ্গে মেহনতের মাঝখানে দেয়াল উঠছে। পরিস্থিতি এমন দিকে গড়াচ্ছে যে, মেহনতের ওপর থেকে তাদের সার্বিক আস্থা উঠে যাওয়ার আশঙ্কা ক্রমশ প্রবল হচ্ছে।

## মুরুব্বিগণ কেন বাংলাওয়ালি মসজিদ ত্যাগ করলেন?

মেহনতের পুরনো সাথীগণ ও আকাবির হযরতগণ কেন বাংলাওয়ালি মসজিদ ছেড়ে গেছেন বা বাংলাওয়ালি মসজিদের কার্যক্রম থেকে কেন নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন, এর পেছনে দুটি কারণ পাওয়া যায়—

## ১. দ্বীনি মেহনতের হিফাযত

যেমনটি শুরুতে বলেছি যে, তাবলীগের মেহনত সচল রাখতে হলে একদিকে অবশ্যই আলমি স্তরে মেহনতের মানহাজ এক ও অভিন্ন হওয়া জরুরি। অন্যদিকে আহলে হক উলামায়ে কেরামের সমর্থন, আস্থা ও সত্যায়নও নেহায়েত জরুরি। এ দুটি বিষয় ব্যতিরেকে এই মেহনত আলমি পর্যায়ে চলতে পারবে না।

মেহনতের মানহাজের উপরিউক্ত পরিবর্তনগুলোর কারণে উভয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বর্তমান সময়ে মহল্লার মসজিদগুলো থেকে শুরু করে আলমি স্তর পর্যন্ত সর্বত্র এই মেহনত ভিন্ন দুটি রুখ ও পদ্ধতিতে চলমান হওয়ার কারণে ওই সকল আকাবির হযরতগণ এ আশঙ্কা বোধ করেন যে,

যদি অনতিবিলম্বে এই পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা না করা হয় তাহলে নির্ঘাত এ পরিণতি দেখা দেবে যে, মানুষ বর্তমান ইখতিলাফকে নিযামুদ্দিন ও রায়ভেন্ডের ইখতিলাফ মনে করবে এবং এই মুবারক মেহনত আলমি ইখতিলাফের কারণ হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এ ধরনের পরিস্থিতি এই মুবারক মেহনতকে নিজ হাতে যবেহ করার নামান্তর। এমন প্রেক্ষাপটের কারণে ওই সকল হযরত, —যারা মেহনতের নতুন রুখের সঙ্গে একমত নন— তাঁরা বাধ্য হয়ে, মেহনতের হিফাযতের স্বার্থে নিজের অবস্থান জাতির সামনে স্পষ্ট করার প্রয়োজন অনুভব করেন। তাঁরা একান্ত বাধ্য হয়েই এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তাঁরা বিশ্ববাসীর সামনে এ বিষয় স্পষ্ট করেন যে, বর্তমান ইখতিলাফ রায়ভেন্ড ও নিযামুদ্দিনের ইখতিলাফ নয়; বরং এটি শূরার সঙ্গে মাওলানা সাদ সাহেবের ইখতিলাফ। তাঁদের এই উদ্যোগের ফলে মেহনত দুটি ভাগে বিভক্ত হওয়ার কবল থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। এই বুযুর্গদের এই পদক্ষেপের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এই মেহনতের হিফাযতের সূরত বের করে দেন।

মোটকথা, এ সকল আকাবির হযরতের সার্বিক প্রয়াস ও সামগ্রিক মেহনত সত্ত্বেও মাওলানা সাদ সাহেব তার বিভিন্ন বয়ানের মাঝে গলত কথা বলার পুরনো অভ্যাস থেকে ফিরে আসেননি। কাজেই এ মুহূর্তে যদি এর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ না নেওয়া হতো তাহলে এই মেহনতের ওপর থেকে হকপন্থী উলামায়ে কেরামের আস্থা উঠে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ সকল বুযুর্গ হযরতের ওই পদক্ষেপের কারণে উলামায়ে কেরাম ও অন্যান্য হকপন্থী মহলের সেই আস্থা এই মুবারক মেহনতের ওপর অটুট রাখেন, যেই আস্থা পূর্বের তিন হযরতজি রহ. এর যুগে ছিল। এভাবে এ মেহনত অনেক বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায়।

## ২. মুদাহানাত ফিদ দ্বীন বা দ্বীনের ক্ষেত্রে তোষামুদ থেকে আত্মরক্ষা

আকাবির হযরতগণের নিযামুদ্দিনে অবস্থানের কারণে পুরো দুনিয়ার মেহনতের মুখলিস সাথীদের কাছে (মাওলানা ইবরাহিম দেওলা সাহেব সমেত) সকল মুরুব্বিদের সম্পর্কে এ মিথ্যা কথা ছড়ানো হচ্ছিল যে, 'এ সকল হযরত মেহনতের নতুন রুখ ও পদ্ধতির সমর্থক। শুধু অল্প কয়েকজন হযরত (উদাহরণস্বরূপ হযরত মাওলানা আহমদ লাট সাহেব



সহ প্রমুখ) এর সঙ্গে সহমত নন। ব্যস, এই অল্প কয়েকজনই মাওলানা সাদ সাহেবকে মেহনত চালাতে দিচ্ছেন না।' এ সকল আকাবির হযরতগণের নিযামুদ্দিন ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পূর্বে এই মিথ্যা কথাগুলো প্রচুর ছড়ানো হয়েছিল। এমনকি তারা মাওলানা ইবরাহিম দেওলা সাহেবের নামে একটি জাল লেখা লিখে ছড়িয়ে দিয়েছিল। সেই লেখায় তার অবস্থান সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর মিথ্যা তথ্য দেওয়া হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতেও যদি তারা কঠোর পদক্ষেপ না নিতেন তাহলে সেটা হলো তাদের মুদাহানাত ফিদ-দ্বীন (দ্বীনের ক্ষেত্রে চাটুকারিতা)।

আরেকটি কারণও রয়েছে। তা হলো, শুরুতেই হযরত মাওলানা আরশাদ মাদানি হাফিযাহুমুল্লাহ ও হযরত মাওলানা আবুল কাসেম নুমানি সাহেব হাফিযাহুমুল্লাহ সহ দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবির হযরত নিযামুদ্দিনের বিপর্যস্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে এ সকল মুরুব্বিগণকে লিখিত অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। এরপরও যদি তারা মাওলানা সাদ সাহেবের সঙ্গে নিযামুদ্দিনে অবস্থান করতেন তাহলে তাদের সেই অবস্থান উলামায়ে কেরামের মহলে উদ্বেগ সৃষ্টির কারণ হতো। এ কারণেই মুদাহানাত ফিদ-দ্বীনের অভিযোগ এড়াতে এ সকল হযরত নিযামুদ্দিন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যদি এই হযরতগণ ওই সময় এই পদক্ষেপ না নিতেন তাহলে দারুল উলূম দেওবন্দের যেই ফতোয়া এ সময় মাওলানা সাদ সাহেবের বয়ানের ওপর প্রযোজ্য হয়েছে, তা শুধু কেবল তার ওপরই নয়; পুরো তাবলীগের ওপর বর্তাতো।

## মানহাজের হিফাযতে বর্তমানে চলমান বিভিন্ন প্রয়াস

এখন ওই সকল হযরত নিযামুদ্দিনের চৌহদ্দির বাইরে থেকে নানাভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। মহান আল্লাহর অনুগ্রহে সেই প্রয়াস সফল হতে চলেছে। এই পদক্ষেপের ফলে আল্লাহর এমন মদদ এসেছে যে, বিভিন্ন দেশ ও প্রদেশের মেহনত সঠিক মানহাজের ওপর চলমান রয়েছে।

আজকাল বেশ জোরেশোরে ইসলাহ ও সংশোধনের জন্যে প্রচেষ্টাকারী হযরতদের সম্পর্কে এ আপত্তি তোলা হচ্ছে যে, যখন মানহাজের মাঝে এই পরিবর্তনগুলো শুরু হয়েছে, তখন এই লোকগুলো কী করছিলেন? তারা কেন তখনই শোধরানোর চেষ্টা করেননি?

এ আপত্তিও তোলা হচ্ছে যে, এ সকল হযরত নিযামুদ্দিন ত্যাগ করে কেন চলে এলেন? কেন সেখানে থেকেও মেহনত করলেন না?

এ সকল আপত্তি ওঠার একমাত্র কারণ হলো, সবাই তাদের প্রাথমিক চেষ্টা-সাধনা সম্পর্কে মোটেই জানে না। যেমনটি আমরা এ বইয়ে বলে এসেছি যে, এ সকল হযরত শুরু থেকেই সাধারণ জনগণকে এড়িয়ে এ চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন যে, মেহনত যেন সঠিক মানহাজের ওপর উঠে আসে। বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা এড়িয়ে ভেতরে ভেতরে যেন সব জটিলতার নিরসন হয়। কিন্তু বাংলাওয়ালি মসজিদের ভেতরে অবস্থান করে বছরের পর বছর চালিয়ে যাওয়া তাদের সবগুলো প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এখন যেহেতু বাংলাওয়ালি মসজিদের ভেতরের পরিবেশ এমন হয়ে গেছে যে, সেই চৌহদ্দিতে অবস্থান করে মেহনতের হিফাযত কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না, কারণ সেই মসজিদের নিয়ন্ত্রণ এমন লোকদের হাতে, যারা এই মেহনতকে সঠিক মানহাজ থেকে সরাতে চায় এবং যেকোনো মূল্যে মাওলানা সাদ সাহেবের হাতে এমারত ও নেতৃত্ব তুলে দিতে চায়। এই মহলটিই ইসলাহ ও সংশোধনের প্রতিটি উদ্যোগের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কাজেই এখন আর সেখানে অবস্থান করে পরিস্থিতি সংশোধনের কোনো সম্ভাবনাই নেই।

সাধারণ মানের আরেকটি আপত্তি তোলা হচ্ছে যে, এ সকল হযরত কেন বাংলাওয়ালি মসজিদ ছেড়েছেন; তারা বরং সেখানে অবস্থান করে আরো ধৈর্য ধরতেন। অথচ বাস্তবতা হলো, যদি এ সকল হযরত তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাওয়ালি মসজিদ নিযামুদ্দিন ত্যাগ না করতেন তাহলে ওই স্বার্থান্বেষী মহল, যারা এতদিন আকাবির হযরতগণের সেখানে অবস্থান করাকে দলিল হিসেবে প্রচার করেছে এবং প্রকাশ্যে এ কথা বলে বেড়িয়েছে যে, যদি মাওলানা সাদ সাহেবের শুরু করা এই নতুন বিষয়গুলো মেহনতের জন্যে ক্ষতিকর হতো তাহলে কেন সেখানে অবস্থানরত পুরনো হযরতগণ প্রতিবাদ করছেন না? তারা তো সেখানকার মাশওয়ারার পুরনো সাথী। কাজেই এ সকল হযরতের সেখানে অবস্থান করাটা মেহনতের নতুন রুখের প্রতি সমর্থন হতো। তাদের সেই অবস্থান পুরনো রুখের প্রতি সমর্থন না হয়ে নতুন রুখের প্রতি কার্যত সহযোগিতা করতো। অথচ তারা সেখানে এতদিন নিশ্চুপ অবস্থান করেছেন এই



মাসলাহাতের দিকে তাকিয়ে যে, যেন কোনো ধরনের ফেতনা দেখা না দেয়।

এভাবে সকল আকাবির হযরত নিযামুদ্দিন ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে আসেন। যেহেতু এই মেহনত পুরো উম্মতের আমানত। এটি কোনো ব্যক্তি বা গোত্রের বংশীয় ওয়ারাসাত (উত্তরাধিকার) নয়। এজন্যে তারা সেই আমানত পূরণ করার জন্যে এখনো দিবারাত মেহনত করে যাচ্ছেন। এভাবেই এই মুবারক মেহনত ধীরে ধীরে আলমি স্তরেও সঠিক রুখের ওপর উঠে আসছে, আলহামদুলিল্লাহ।

দাওয়াত ও তাবলীগের ৯০ বছরের দীর্ঘ ইতিহাস সম্পর্কে উপর্যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, এর আলোকে সামনের চিঠিগুলো পড়া ও বোঝা সবার জন্যে সহজ হবে। নয়তো এই বইয়ের আসল উদ্দেশ্য হলো, সেই চিঠিগুলো একমলাটে নিয়ে আসা, যা পাঠকবর্গের সামনে শিগগিরি তুলে দেওয়া হবে। আলোচনার শেষ পর্যায়ে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণী পেশ করে আমার এ লেখার এখানেই ইতি টানছি। তিনি বলেছেন,

> *"যদি তুমি কারো মাঝে কোনো ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হও তাহলে তার সেই ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করো না; বরং তার মাঝে কি কি ভালো রয়েছে, সেগুলো উল্লেখ করে তার আলোচনা করো।*
>
> *তবে তার সেই ত্রুটি যদি দ্বীন সম্পর্কিত হয় অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির মাঝে দ্বীনি ত্রুটি পাও তাহলে তার সম্পর্কে অবশ্যই অন্যদের অবহিত করবে এ উদ্দেশ্যে যে, অন্যরা যেন তার অনুসরণ না করে এবং তাঁর থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখে।"*

## উৎসগ্রন্থ

১. حضرت مولانا الیاس صاحبؒ اور ان کی دینی دعوت از مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحبؒ

২. مکاتب حضرت مولانا شاہ محمد الیاسؒ از مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحبؒ

৩. ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ از مولانا محمد منظور نعمانی صاحبؒ

৪. ارشادات و مکتوبات حضرت مولانا شاہ محمد الیاس دہلویؒ از افتخار حسین فریدی صاحبؒ

৫. سوانح حضرت مولانا محمد یوسف کاندہلویؒ از مولانا محمد ثانی حسنی ندوی صاحبؒ

৬. تذکرۂ حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندھلویؒ از مولانا محمد منظور نعمانی صاحبؒ اور مولانا عتیق الرحمٰن سنبھلی صاحبؒ

৭. دعوت کی بصیرت اور اس کا فہم وادراک از مولانا سید محمد شاہد سہارنپوری صاحب

৮. تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے جوابات از شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحبؒ

৯. تبلیغی مرکز حضرت نظام الدین دہلی : کچھ حقائق، کچھ واقعات از چودھری امانت اللہ صاحب

১০. تبلیغ ودعوت کی شوری اور امارت سے متعلق اصل حقائق از ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب

১১. دعوت و تبلیغ کا کام سازش کا شکار، از سید جمیل اصغر صاحب، پٹنہ

১২. ایک اہم گزارش تمام مسجد وار جماعتوں سے، از مولانا حکیم عبد الرشید قاسمی صاحب، مولانا بدر الدین قاسمی صاحب، مولانا عبد اللہ مظاہری صاحب

১৩. دل سوز حقیقت از مولانا عبد اللہ قاسمی صاحب

১৪. وضاحتی بیان از مولانا حکیم عبد الرشید قاسمی صاحب

১৫. تحریر ابو خنساء الحنفی (১২\سوالات کے مکمل جوابات) (10/09/2017)

১৬. رائے ونڈ کے پرانوں کے جوڑ کے موقع پر بھائی فاروق صاحب اور ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب کا ایک بیان (مورخہ ১৮\مارچ سنہ ২০১৭ء)

১৭. شوری کی وضاحت سے متعلق مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان

১৮. ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے علماء کرام سے مولانا عبد الرحمٰن رویانہ صاحب کا خطاب



১৯. دین کی خدمت اور دعوت و تبلیغ کے مختلف طریقے از مولانا محمد سلیم دھورات صاحب

২০. تزکیہ واحسان اور اکابرین تبلیغ از حضرت قطب الدین ملا نقشبندی صاحب

২১. بخدمت علمائے کرام ومشائخ عظام از محمد حبیب اللہ، محمد شہر الہدی، محمد عارف باللہ، مدبر حصین اور محمد معصوم باللہ

২২. تحریر ابو حسان صاحب

২৩. دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت کے موجودہ حالات کا حل۔ قرآن، سنت اور اکابر امت کی نظر میں

২৪. احوال وآثار مولانا زبیر الحسن کاندھلویؒ از مولانا شاہد سہارن پوری صاحب

২৫. حضرت مولانا زبیر الحسن کاندھلویؒ کی سوانح حیات از مولانا سید محمد زین العابدین صاحب اور مولانا انیس احمد مظاہری صاحب

# প্রথম কিস্তি

## মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে ইসলাহের উদ্দেশ্যে প্রেরীত প্রথম দিকের চিঠি-পত্র



## এই কিস্তির চিঠিগুলোর বিশ্লেষণ

### চিঠি : ১

২০১৫ সালের মার্চ মাসের ১৩ তারিখে মাওলানা ইয়াকুব সাহেব, হযরত মাওলানা ইবরাহিম দেওলা সাহেব, হযরত মাওলানা আহমদ লাট সাহেব, মাওলানা ইসমাঈল গোধরা সাহেব, ভাই ফারুক সাহেব (ব্যাঙ্গলোর), ডক্টর খালেদ সিদ্দিকি সাহেব (আলিগড়), প্রফেসর আবদুর রহমান সাহেব (মাদ্রাজ) ও প্রফেসর সানাউল্লাহ খান সাহেব (আলিগড়) এর পক্ষ থেকে মাওলানা সাদ সাহেবকে প্রথম চিঠি (এ বইয়ের চিঠি : ১) লেখা হয়। যেই চিঠির মাঝে এই হযরতগণ মেহনতের বর্তমান তরতিব ও মানহাজ সম্পর্কে তাদের দুশ্চিন্তার কথা জানান এবং উদ্ভূত যাবতীয় জটিলতা নিরসনকল্পে শূরা গঠন করার প্রস্তাব পেশ করেন। ওই হযরতগণ মাওলানা সাদ সাহেবকে বলেন, আপনি এই চিঠি রাতে পড়বেন। যেন সঠিক চালচিত্র স্পষ্ট হয়ে যায়। এই চিঠি আমরা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে লিখেছি। আমরা সবাই আপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে মুযাকারার জন্যে বসতে চাচ্ছি। কাল মাশওয়ারার পর ১১টায় আমরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করব।

কিন্তু পরবর্তী দিন মাওলানা সাদ সাহেব মুযাকারার জন্যেও বসেননি এবং চিঠির কোনো উত্তরও দেননি; বরং এ ঘটনার তিন দিন পর মুম্বাইয়ের জোড়ে তিনি সাধারণ মানুষের সামনে এ কথা বলেন,

> کچھ لوگ مجھ سے مناظرہ کرنے آئے تھے اور اپنے تجربے بتا رہے تھے، حالانکہ کام تجربہ کا نہیں ہے، بلکہ سیرت کا ہے،
>
> ‘কিছু লোক আমার সঙ্গে মুনাযারা করতে এসেছিল। নিজেদের তাজরিবা–অভিজ্ঞতার কথা বলে বেড়াচ্ছিল; অথচ এই মেহনত তাজরিবার নয়; এটি সীরাতের মেহনত।’

তিনি এ কথাও বলেছেন,

مجھ سے کہتے ہیں کہ مشورہ نہیں کرتا، میں مشورہ کس سے کروں، کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا.

'তারা আমাকে বলে, আমি মাশওয়ারা করি না। আমি মাশওয়ারা কার সঙ্গে করব! কেউ তো মেহনত করতেই চায় না।'

অথচ ইসলাহের প্রচেষ্টাকারী আকাবির হযরতগণ নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বিলাতে নয়; বরং সীরাতের আলোকে নিজেদের মুখলিস মুরুব্বিদের সংশ্রবে থেকে শেখা ও উপলব্ধিকৃত মেহনতের কথা বলতে চেয়েছিলেন। যাঁদের মাঝে খোদ মাওলানা সাদ সাহেবের উসতাযগণও রয়েছেন, যাঁরা তাদের পুরো জীবন এই মেহনতের পেছনে কুরবান করে দিয়েছেন।

## চিঠি : ২

দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবির উলামা, মুফতি আবুল কাসিম নুমানি সাহেব, মাওলানা সাইয়্যেদ আরশাদ মাদানি সাহেব, মাওলানা কমরুদ্দিন আহমদ সাহেব, মুফতি মুহাম্মদ আমিন পালনপুরি সাহেব, মুফতি নিআমাতুল্লাহ আযমি সাহেব, মাওলানা আবদুল খালেক মাদ্রাজি সাহেব, মাওলানা আবদুল খালেক সাম্ভালি সাহেব ও মাওলানা রিয়াসত আলি বিজনুরি সাহেব হাফিযাহুমুল্লাহ মেহনতের চলমান পরিস্থিতির ওপর উদ্বিগ্ন হয়ে ১৩ আগস্ট ২০১৫ তারিখে তাবলীগের শীর্ষস্থানীয় মুরুব্বিদের নামে একটি চিঠি (এ বইয়ের চিঠি : ২) লিখে পাঠান। ওই চিঠির মাঝে তারা তাদের মর্মযাতনার কথা তুলে ধরেন এবং এ অভিমত পেশ করেন যে, এই মেহনত পুরনো বুযুর্গদের পদ্ধতি অনুসারে শূরাভিত্তিক নিযামের অধীনে পরিচালিত হওয়া দরকার।

## চিঠি : ৩

২৯ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভি রহ. এর জামাতা ও মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরের বর্তমান শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা আকিল সাহেবের খেদমতে নিযামুদ্দিন থেকে একটি প্রতিনিধিদল আগমন করে। তাদের কাছে বর্তমান পরিস্থিতির ওপর মাওলানা আকিল সাহেব নিজের উদ্বেগের কথা ব্যক্ত করেন।



পাশাপাশি তিনি একটি চিঠি লেখেন। যেখানে তিনি ২৩ আগস্ট ২০১৫ তারিখে বাংলাওয়ালি মসজিদে ঘটিত ন্যাক্কারজনক ঘটনার সংবাদ জানিয়ে তার মনের যাতনা প্রকাশ করেন। যেই ঘটনার বিবরণ এ বইয়ের শুরুতে বলা হয়েছে। এরপর তিনি ৩১ আগস্ট ২০১৫ তারিখে মাওলানা সাদ সাহেবের শ্বশুর, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরের নাযিম মাওলানা সালমান সাহেব সমীপে নিযামুদ্দিনের কদর্য পরিস্থিতির ওপর একটি অবগতি চিঠি (এ বইয়ের চিঠি : ৩) লিখে পাঠান।

## চিঠি : ৪

১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে মাওলানা ইসমাঈল সাহেব (গোধরা), মাওলানা আবদুর রহমান (রোয়ানা, মুম্বাই) ভাই ফারুক সাহেব (ব্যাঙ্গলোর) ডক্টর খালেদ সিদ্দিকি সাহেব (আলিগড়) প্রফেসর আবদুর রহমান সাহেব (মাদ্রাজ) ও প্রফেসর সানাউল্লাহ সাহবে (আলিগড়) এর পক্ষ থেকে একটি চিঠি (এ বইয়ের চিঠি : ৪) মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে পেশ করা হয়। যেই চিঠিতে দ্বিতীয়বারের মত শূরার শূন্যপদ পূরণ ও মাশওয়ারার প্রতি গুরুত্বারোপের প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এবারও তিনি এর ওপর তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এই চিঠিও কোনো ভালো পরিণতি বয়ে আনতে পারেনি। বরং ত্রি-মাসিক মাশওয়ারায় তিনি পুরনো সাথীদের মজলিসে এ মন্তব্য করেন,

جو لوگ نہج کے بدلنے کی بات کر رہے ہیں وہ شیطانی وساوس میں مبتلا ہے.

'যেসব লোক মানহাজ পরিবর্তনের কথা বলে বেড়াচ্ছে, ওরা শয়তানি ওয়াসওয়াসায় লিপ্ত।'

## চিঠি : ৫

২০১৫ এর অক্টোবর মাসের শেষ দিকে এ সকল হযরত মাওলানা সাদ সাহেবের কাছে তৃতীয় চিঠি (এ বইয়ের চিঠি : ৫) লিখেন। এ চিঠির বিষয়বস্তু ছিল, পেছনের চিঠিগুলো প্রেরণ করা সত্ত্বেও আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসেনি, এ বিষয় সহ আরো কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ওই চিঠি পড়ার পর মাওলানা সাদ সাহেব অকপটে এ মন্তব্য করেন,

مجھ کو کچھ پروفیسر کام سکھانے اور صحابہ کی زندگیاں سکھانے آئے تھے، جبکہ ان کی زندگیاں انگریزی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئیں.

'আমাকে কিছু প্রফেসর মেহনত শেখাতে ও সাহাবিদের জীবন শেখাতে এসেছিল। অথচ তাদের নিজেদের জীবন ইংরেজি পড়া ও পড়ানোর কাজে কেটে গেছে।'

বরাবরের মতো মাওলানা সাদ সাহেব বিষয়টির গভীরতা অনুভব করতে ব্যর্থ হন এবং তিনি বিরাজমান জটিলতা নিরসন না করে বিলকুল রুক্ষ ও কর্কষ ভাষায় সাধারণ জনতার সামনে তাদের সকল প্রস্তাবনা কথার তুবড়ি মেড়ে উড়িয়ে দেন। অথচ তার জন্যে উচিত ছিল, তিনি ইসলাহের নিমিত্তে উদ্যোগী এই পুরনো সাথীদেরকে সঙ্গে নিয়ে বসে অন্যদের কথা শুনে ও অন্যদেরকে বুঝিয়ে সমাধানের পথ বেছে নেবেন।

## চিঠি : ৬

২০১৫ সালের নভেম্বর মাসের শুরুর দিকে দাওয়াতের আরব যিম্মাদারগণ মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব ও মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে একটি চিঠি (এ বইয়ের চিঠি : ৬) লিখেন। সেই চিঠিতে তাঁরা তাঁদের দেশে সাথীদের দু' ধরনের যেহেন, ইখতিলাফ ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার ওপর নিজেদের দুশ্চিন্তার কথা মেলে ধরেন। তারা এই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার জন্যে শূরার শূন্য পদ পূরণের প্রস্তাব পেশ করেন।

এভাবে নিযামুদ্দিনের অসংখ্য আকাবির, অপরাপর মুরুব্বি হযরত, উলামায়ে কেরাম ও আরব সাথীগণ মাওলানা সাদ সাহেবকে বোঝানোর এবং নতুন মানহাজ থেকে বিরত থাকার অক্লান্ত প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন; কিন্তু দুঃখজনক হলো, এ ধরনের লিখিত আবেদনগুলোর প্রতি কর্ণপাত না করে তিনি তার বিকৃত রুখ ও বিচ্যুত মানহাজের ওপরই ছুটে চলেছেন।



**চিঠি : ১**

## মেহনতের বর্তমান তরতিব ও পদ্ধতি সম্পর্কে নিজেদের দুশ্চিন্তা জানিয়ে মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে আকাবির হযরাতের চিঠি

[প্রেরণের তারিখ ১১ মার্চ ২০১৫]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

মুহতারাম মাওলানা সাদ সাহেব দা.বা.

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

হাদিস শরিফের আলোকে এ কথা ব্যক্ত করতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই যে, আমরা আপনাকে ভালোবাসি। এর কারণ, হযরত মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. ও মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. এর সঙ্গে আপনার বংশীয় সম্পর্ক রয়েছে। সিদ্দিকি বংশের উত্তরাধিকারের কারণেও আপনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান রয়েছে। সেই গভীর ভালোবাসার কল্যাণকামী আবেগ থেকেই এই আবেদন আপনার সমীপে লেখা হচ্ছে। আমরা কখনই এ দাবি করি না যে, আমরা হিংসা ও বিদ্বেষের মানবিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র; কিন্তু আপনার ব্যাপারে এ ধরনের দুর্বলতা আমরা আমাদের ভেতর অনুভব করি না। কল্যাণকামী মানসিকতা, দ্বিতীয়ত নিজেদের দায়িত্ববোধের অনুভূতি এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার চিন্তা থেকেই আমরা এ চিঠি লেখার জন্যে কলম তুলে নিয়েছি। এ কথাগুলো আপনার কাছে না পৌঁছুলে বা এ বিষয়গুলোর প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ না করা হলে আমরা 'কিতমানে ইলম' বা জ্ঞান গোপন করার অপরাধে অভিযুক্ত হব।

**১.**

যেদিন থেকে এই তাবলীগি মেহনতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক, সে দিন থেকেই আমরা শুনে আসছি যে, আমাদের যাবতীয় বয়ান ছয় নম্বরের ভেতরে সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু এখন এমনটি অনুভূত হচ্ছে যে, আমরা

আমাদের সীমারেখার বাইরে বেরিয়ে পড়ছি। অন্যকে খণ্ডন করা, অন্যের ত্রুটি বের করা, অন্যের সঙ্গে তুলনা করা এবং আকিদা, মাসাইল ও বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করা— এগুলো থেকে আমাদের মুরুব্বিগণ সবসময় এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু আপনার বয়ানের মাঝে এ বিষয়গুলো চলে আসছে। (হতে পারে, অনিচ্ছাপূর্বক এসেছে।) উলামায়ে কেরাম এগুলোর কঠোর বিরোধিতা করছেন। এ ধরনের বিরোধিতা ইতোপূর্বে উলামায়ে কেরামের তরফ থেকে মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. এবং আমাদের মারকাযের অতীতের ও বর্তমানের কোনো মুরুব্বির ওপর আসেনি। শুধু আপনার ব্যাপারেই কেন আসছে? যেই কথাগুলোর ওপর উলামায়ে কেরাম আপত্তি তুলেছেন, সেগুলোর ব্যাপারে অবশ্যই আপনাকে ভাবতে হবে যে, আমরা আমাদের সীমারেখার বাইরে গিয়ে নিজেই নিজেকে শিকারে পরিণত করছি না-তো! তাদের সেই আপত্তিগুলোর জবাব না দেওয়া বা উপেক্ষা করা এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। কেননা এ ধরনের আপত্তি নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির তরফ থেকে ওঠেনি; বরং উলামায়ে কেরামের একটি প্লাটফর্ম তৈরি হতে চলেছে। যা আমাদের এই মেহনতের জন্যে সমীচীন নয়। আমাদের দায়িত্ব হলো, আমরা নিজেরাই নিজেদের জবাবদিহিতা নেব যে, এক্ষেত্রে আমার থেকে কতটুকু ভুল হচ্ছে। এতোদিন এই বিষয়গুলোর আলোচনা না করেও তো আমাদের মেহনত সুচারুরূপে চলে আসছে এবং অদ্যাবধি চলছে। তাহলে এই কথাগুলো ছুড়ে উলামায়ে কেরামকে আমাদের প্রতিপক্ষ বানানো এবং তাদেরকে এক প্লাটফর্মে দাঁড় করানোর প্রয়োজন কেন দেখা দিল? এ ধরনের কথাবার্তা থেকে আপনার সতর্ক থাকা প্রয়োজন এ কারণে যে, আপনার কথাগুলো আমাদের জনসাধারণ তাদের বয়ানের মাঝে নকল করে। আমাদের মুরুব্বিগণ এ ধরনের বিষয় এড়িয়ে চলতেন।

## ২.

এই মুবারক ও উঁচু মেহনতকে ভেতরের ও বাইরের সবধরনের বিশৃঙ্খলা থেকে নিরাপদ রাখা, অরাজকতা পরিহার করা এবং ঐক্য বজায় রাখার জন্যে আলমি স্তরেও একটি শূরা বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। রায়ভেন্ডের ঘটনাবলি আপনার চোখের সামনে সুস্পষ্ট। হাজি সাহেবের মত ব্যক্তিত্বও সেই ঝড় থামাতে পারেননি এবং এখনো সমুদ্রের গভীরে প্রচণ্ড প্রলয়ঙ্কারী



জলোচ্ছ্বাস লুকিয়ে আছে। জ্বলন্ত লাভা পাহাড় ভেঙেও বেরিয়ে আসতে পারে। বাংলাদেশেও যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো ঘটনা ঘটতে পারে। কাজেই আগামীর দিনগুলোকে সামনে রেখে আপনাকে এখনই সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, এই বিশ্বব্যাপী মেহনত যেন কোনো ব্যক্তিবিশেষের হাতে চলে না যায়; বরং জামাতের নিয়ন্ত্রণে থাকে। কাজের বৈচিত্র্য, জাতির বৈচিত্র্য, মন-মানসিকতা ও আবেগ-অনুভূতির বৈচিত্র্য এ দাবি করে যে, এই মেহনত একটি জামাতের নিয়ন্ত্রণে থাকুক।

## ৩.

আপনার সকল গুণ ও চেষ্টা-সাধনার কথা স্বীকার করেই আমরা এতটুকু কথা নিবেদন করা আবশ্যক মনে করি যে, আপনার পক্ষ থেকে এমন কিছু বিষয় সামনে এসেছে, যেগুলোর কারণে মেহনতের পুরনো সাথী অর্থাৎ মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. এর সময়কার সাথীগণ মানসিক অস্থিরতা অনুভব করছেন। তাঁরা খুব কষ্ট করে নিজেদের দমন করে, সংযমের পরিচয় দিচ্ছেন। কিছু বলছেন না এ কারণে যে, তারা কোনো বিশৃঙ্খলার কারণ হতে চাচ্ছেন না। যেমন,

## ক.

**মসজিদ আবাদি :** এর সঙ্গে কারো কোনো দ্বিমত নেই। কেননা এটা তো আমাদের সকল মেহনতের পরম উদ্দেশ্য। আমাদের যাবতীয় মেহনত মসজিদ আবাদির মেহনত। দাওয়াতের মেহনতের ফসল হিসেবে আজ সারা দুনিয়ার মসজিদগুলোর আবাদি চোখে পড়ছে। কিন্তু এখন একটি বিশেষ আমলকে 'মসজিদ আবাদির মেহনত' বলা হচ্ছে ও বোঝা হচ্ছে। এই বিশেষ আমলের জন্যে যেই কর্মপন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে, তা সেই কর্মপন্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, যা আমরা বিগত পঞ্চাশ বছরেরও অধিক সময় ধরে করে আসছি। এই বিশেষ মেহনতের সুরত উমুমি গাশতের মতো হয়ে গেছে। জামাত আল্লাহর রাস্তায় থাকলে উমুমি গাশত প্রতিদিন একবার আর স্থানীয় লোক সপ্তাহে দু' বার উমুমি গাশতের আমল করতো। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে এভাবেই আমল করা হচ্ছে। মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. ও মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. এর যুগ থেকে এভাবেই আমল চলছে। এ দু' হযরত প্রতি সপ্তাহে দু' গাশতের কথা বলতেন। কিন্তু এখন তরতিব বদলে গেছে। যেখানে এ কাজের মাঝে প্রথম মেহনত

হলো, খুরুজের ওপর তৈরি করা অর্থাৎ জামাত বানিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের করার ওপর মেহনত করা। আর দ্বিতীয় মেহনত হলো, মসজিদওয়ারি জামাত বানিয়ে সেগুলোকে মাকামি কাজে লাগিয়ে দেওয়া। কিন্তু সেই কথা এখন সবার যেহেন থেকে হারিয়ে গেছে। মাকামি সাথীদের প্রতিদিনের মেহনত হোক অথবা বাইরে থেকে আসা জামাতের মেহনতই হোক, সবার সব মেহনত এখন এদিকে চলে এসেছে যে, মসজিদের চারপাশে যাদেরকে পাবে, তাদেরকে ধরে মসজিদে আনো এবং তাদেরকে দাওয়াত ও তালীমে বসিয়ে দাও। এই এক আমলকেই মসজিদ আবাদির মেহনত বোঝানো হচ্ছে। এখন আর প্রতি সপ্তাহের দু' গাশতের আমল নেই; বরং প্রতিদিন গাশত হচ্ছে। প্রতিদিন এই বারবারের গাশতের কারণে জনগণের মনে মেহনতের প্রতি বিরক্তি জন্মাচ্ছে। (অথচ মারকায থেকে বলা হচ্ছে, এই আমল হচ্ছে তো সব হচ্ছে। এ আমল না হলে কিছুই হচ্ছে না।) মহল্লার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে প্রত্যেক মানুষের ওপর মেহনত করার আমল খতম হয়ে যাচ্ছে।

হযরতজি রহ. মিয়াঁজি মেহরাব সাহেব রহ.কে বিভিন্ন প্রদেশের মারকাযি স্থানগুলোতে পাঠাতেন যে, তিনি যেন মসজিদওয়ারি জামাত গঠন করেন এবং মসজিদওয়ারি মেহনতের পদ্ধতি বুঝিয়ে দেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে সফরে যেতাম। ওই সময় তিনি পরিষ্কার এ হিদায়াত দিতেন যে, 'কোশেস করো। ঘরে বসে কথা বলো। দ্বীনের ওপর চললে দুনিয়া ও আখেরাতে লাভ, দ্বীনের ওপর না চললে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতির কথা বোঝাও। এ কথা বলো যে, মেহনতের মাধ্যমে দ্বীন আসে। মেহনত বোঝাও এবং এর জন্যে তৈয়ার করো। তিন চিল্লা থেকে শুরু করে তিন দিনের তাশকিল করো। এরপর মাকামি মসজিদের মেহনত বোঝাও। এর জন্যে সময় চাও যে, প্রতিদিন কিছু ওয়াক্ত যেন ব্যয় করে। এ কথাও বলে দাও যে, পর্দার পেছনে তোমাদের ঘরের মহিলারাও যেন শোনে। কথাগুলো তাদেরও প্রয়োজন। ঘরের তালীমের ওপর তারগিব দিয়ে ওয়াক্ত ঠিক করে দাও।'

এই কারগুজারি শুনে হযরতজি রহ. বলেন, 'বর্তমান সময় ফেতনার যুগ। মহিলারা যদি স্বউদ্যোগে শোনে তাহলে ঠিক আছে। তুমি এই অনুরোধ করতে যেয়ো না।'

খোদ মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. হিদায়াতের মাঝে বলতেন যে, 'খুসুসি মোলাকাতের জন্যে যখন যাবে তখন যদি সে পূর্ণ মনোযোগ দেয় তাহলে



পুরো কথা বোঝাও। ঘরে বসে কথা বলো। তার ঘরের জিনিসপত্রের দিকে মনোযোগ দিয়ো না। তোমার ভাই হচ্ছে মধুর মতো। আর তার ঘরের জিনিসপত্র মৌমাছির মতো। কাজেই মধু আহরণ করতে হবে আর মৌমাছি এড়িয়ে চলতে হবে।'

মাওলানা সাঈদ আহমদ খান সাহেব বলতেন, 'দাওয়াত তো হবে মসজিদের বাইরে। কেননা দাওয়াত হয় তলবহীন লোকদের মাঝে। যারা মসজিদে এসেছে তাদের মাঝে তলব সৃষ্টি হয়েছে।'

অথচ এখন নিযামুদ্দিন থেকে বলা হচ্ছে যে, মানুষের ঘরে গাফলতের পরিবেশ। সেখানে দাওয়াত দেওয়া যাবে না। বিভিন্ন দেশে যেই জামাতগুলো যাচ্ছে, তাদের যেহেনও এভাবে গড়া হচ্ছে যে, এটাই আসল কাজ। এই কাজ করেছো, এর অর্থ সব কাজ করেছো। এ কাজ করোনি, তো কিছুই করোনি। হিদায়াতের মাঝেও এ কথা বলা হচ্ছে। কারগুজারির সময়ও এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। বিদেশ সফরের আগের ১৫ দিন এ মশকেই কেটে যাচ্ছে। এই বিষয়গুলো পুরনো সাথী অর্থাৎ মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. এর জামানার লোকদের যেহেনে জটিলতা সৃষ্টি করছে যে, এতো দিন পর্যন্ত যেই কাজ করেছি, তা ভিন্ন। আর এখন যা শুনছি তা ভিন্ন। তারা খুব কষ্ট করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করে সংযমের পরিচয় দিচ্ছেন। কিছু বলতে গেলেই তৎক্ষণাৎ হুমকি–ধমকি শুরু হয়ে যাচ্ছে। সম্মানটুকু যেন শেষ পর্যন্ত না খুইয়ে যায়, এজন্যে তারা চুপ করে বসে আছে। মেহনতের সাথীদের মাঝে দু ধরনের যেহেন তৈরি হচ্ছে। নতুনদের সঙ্গে পুরনোদের দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। পুরনো সাথীদের সম্মান-মর্যাদা ধুলিস্যাৎ হতে চলেছে।

## খ.

**খাস লোকদের মাঝে মেহনত**। হিদায়াতের মাঝে এতোদিন এ কথা বলা হচ্ছে ও আমরা শুনে আসছি যে, জামাত যখন কোনো এলাকায় যাবে তখন সর্বপ্রথম খুসুসি গাশত করবে। দ্বীনি ও দুনিয়াবি লাইনের বড়দের সঙ্গে সাক্ষাত করবে। তাদেরকে এই মেহনতের সহযোগী বানানোর চেষ্টা করবে। এটাই জামাতের প্রথম কাজ। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে এর ওপর আমল হচ্ছে। জামাতের সাথীদেরকে এই হিদায়াত দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু এখন তা পরিত্যাজ্য হয়ে গেছে। বলা হচ্ছে, তবকাওয়ারি মেহনত করা

যাবে না। বিভিন্ন তবকার লোকদের মাঝে কীভাবে মেহনত করে তাদেরকে মসজিদওয়ারি জামাতের সঙ্গে জোড়া হবে, তা বোঝানো হচ্ছে না। বরং বলে দেওয়া হচ্ছে যে, নিযামুদ্দিন থেকে তবকাওয়ারি মেহনত করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ কথা তো নেতিবাচক কথা। মেহনত ছেড়ে দেওয়া তো কোনো কঠিন কাজ নয়। মূল কাজ তো তাকে এ কথা বলে দেওয়া যে, তাদের মাঝে মেহনতের পদ্ধতি কী হবে? এই তবকাওয়ারি মেহনত ছেড়ে দেওয়ার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে স্টুডেন্টদের ওপর। বিভিন্ন দেশের নওজোয়ানরা আমাদের হাত থেকে ছুটে যাচ্ছে। তাদের ওপর মেহনত করার ফিকির কেউ-ই করছে না। বাতিল শক্তিগুলো তাদেরকে কোলে তুলে নিয়ে তাদের হাতিয়ার বানানোর ওপর পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে চলেছে। আগামীতে এ স্টুডেন্টরাই দেশের অফিসার হবে। এমনকি এরাই আগামীতে মসজিদ কমিটির যিম্মাদার হবে। অথচ তাদের মাঝে মেহনত করাকে তবকাওয়ারি মেহনত বলে এই মেহনতকে মেরে ফেলা হচ্ছে।

## ৪.

দেশি-বিদেশি তাকাযার প্রেক্ষিতে যেই জামাতগুলো পাঠানো হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে এখন এটাই হচ্ছে যে, যারা আপনার নির্দেশনা ছড়াবে, তারা আপনার লোক। তাদেরকে সব জায়গায় পাঠানো হচ্ছে। আর যারা আপনার নির্দেশনা ছড়াবে না তাদের সফর-আসফার বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এই জামাতগুলোর মানদণ্ড এখন এতোটাই নিচে নেমে এসেছে যে, অন্যান্য দেশেও এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। বাংলাদেশের গত বছরের পুরনো সাথীদের জোড়ের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, ভুপাল ও বাংলাদেশের পুরনো সাথীদের জোড় একই তারিখে পড়ে গেছে। যদি বাংলাদেশের সাথীগণ এক সপ্তাহ পেছান তাহলে মাওলানা ইবরাহিম সাহেব আসতে পারবেন। এ কথা যখন তাদের লিখে পাঠানো হয় তখন তাদের শূরার কিছু সাথী উত্তরে বলেন, 'মাওলানা যোবায়ের সাহেব যখন ফয়সাল ছিলেন ওই সময় এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছিল।' এখন এই মানসিকতা বানানো হচ্ছে। মেহনতের সাথীদের মাঝে দু' ধরনের যেহেন তৈরি হওয়া মেহনতের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর।



## ৫.

আমরা এ কথা স্বীকার করি যে, যারা কাজ করবেন তাদের যেহেনে কাজের নতুন নতুন ধরন ও সূরত সামনে এসে থাকে। এটা অবশ্যই জরুরি। এটাই সময়ের চাহিদা। কিন্তু তা বাস্তবায়ন করার আগে অবশ্যই কাজের পুরনো সাথীদের সঙ্গে মুযাকারা করে সবার এক যেহেন হওয়া জরুরি।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতো মুযাকারার মাধ্যমে যেই সিদ্ধান্ত সামনে আসবে, তা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাসলাকের মতো ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। সাময়িক সমস্যাগুলোর সাময়িক সমাধান বের করে সামনে চলা এই আলমি মেহনতের জন্যে উপকারী নয়। এগুলো থেকে বিভিন্ন শাখা বের হয়ে থাকে। মানুষ এখন আমাদের পেছনে লেগেছে। আল্লাহ পাক আমাদের উদ্ধার করুন, নিষ্কৃতি দিন। মাশওয়ারার পর কোনো সিদ্ধান্তের ওপর অবিচল থাকাটাই ইনশাআল্লাহ আযিমত। এর মাঝে আল্লাহ তাআলার মদদ রয়েছে। এর বিপরীতে মাশওয়ারার আগে কোনো পদক্ষেপের ওপর অবিচল থাকা জিদ্দি ও হঠকারি। আমরা মহান আল্লাহর কাছে দুআ করছি যে, উপরিউক্ত কথাগুলোর মধ্য হতে যেগুলোর মাঝে কল্যাণ আছে, যা এই মেহনতের জন্যে উপকারী হবে, সেগুলোর ব্যাপারে মহান আল্লাহ আপনাকে আশ্বস্ত করে দিন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইত্তিহাদে কালিমা ও ইজতিমাইয়্যাতে কুলুব— অর্থাৎ সবাইকে এক কথা ও এক অন্তরের মানুষ হওয়ার তাওফিক দিন।

ওয়াস-সালাম

১. মাওলানা ইবরাহিম দেওলা সাহেব
২. মাওলানা আহমদ লাট সাহেব
৩. মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব
৪. মাওলানা ইসমাঈল সাহেব (গোধরা)
৫. জনাব ফারুক আহমদ সাহেব (ব্যাঙ্গলোর)
৬. ডক্টর মুহাম্মদ খালেদ সিদ্দিকি সাহেব (আলিগড়)
৭. প্রফেসর আবদুর রহমান সাহেব (মাদ্রাজ)
৮. প্রফেসর সানাউল্লাহ খান সাহেব (আলিগড়)

**চিঠি : ২**

## মেহনতের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির ওপর দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করে দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবির উলামায়ে কেরামের তরফ থেকে তাবলীগের পুরনো সাথীদের কাছে লেখা চিঠি

[প্রেরণের তারিখ : ৩১ আগস্ট ২০১৫]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

১৬ যিলক্বদ ১৪৩৬ হি./৩১ আগস্ট ২০১৫ ঈ.

শ্রদ্ধেয়,

আল্লাহ আপনাদের নেকি বৃদ্ধি করুন।

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কাম্য।

তাবলীগ জামাত হলো আমাদের বুযুর্গদের হাতে প্রতিষ্ঠিত একটি খালেস ধর্মীয় জামাত। এই জামাতের একটি শূরাভিত্তিক ব্যবস্থাপনা রয়েছে। মহান আল্লাহ এই জামাতকে মকবুলিয়াত-জনপ্রিয়তা দান করেছেন। সমগ্র পৃথিবীতে এই মেহনত চলমান রয়েছে। আপনারা জেনে থাকবেন, বিগত কয়েক দিন ধরে কিছু অপ্রিয় সংবাদ পত্র-পত্রিকায় উঠে আসছে। উপরন্তু মারকাযের বাইরের কিছু লোকের সঙ্গে মারধরের কাণ্ডও ঘটেছে। এই অপ্রিয় চালচিত্র আমাদের সবাইকে আহত করেছে। যেহেতু আপনারা আপনাদের পুরো যিন্দেগি জামাতে তাবলীগের জন্যে ওয়াকফ করেছেন, জামাতের সবার কাছে আপনারা পরিচিত, জামাতের অভ্যন্তরে আপনাদের প্রভাব রয়েছে; এজন্যে আমরা দারুল উলূম দেওবন্দের সেবকগণ আমাদের দুঃখ ও মর্মযাতনা আপনাদের সামনে পেশ করে দেশের



বিদ্যমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মারকাযের ভেতরগত পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করা ও পরিস্থিতির আশু উত্তরণের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

আমরা মনে করি, এই তাবলীগ জামাত যদি আমল ও মাসলাকের ক্ষেত্রে আকাবির রহিমাহুমুল্লাহুর পথ থেকে —আল্লাহ না করুন— সরে পড়ে তাহলে সেটা আর নিরাপদ থাকবে না। উপরন্তু এ ধরনের বিশৃঙ্খলা অব্যাহত থাকলে আল্লাহর দ্বীনের শত্রুরা খুব সহজেই নিজেদের খায়েশ পূরণের পথ বের করে নেবে।

আমরা দুআ করি, আল্লাহ তাআলা এই জামাতকে নিরাপদ রাখুন, আকাবির রহিমাহুমুল্লাহুর পদ্ধতির ওপর ইখলাসের সঙ্গে তাবলীগ জামাতকে জীবন্ত-অক্ষুণ্ন রাখুন। আপনাদের নেক প্রয়াসগুলোকে তিনি সাফল্য দান করুন। আমিন, সুম্মা আমিন।

ওয়াস সালাম।

* মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম নুমানি, মুহতামিম, দারুল উলূম দেওবন্দ
* মাওলানা সাইয়্যেদ আরশাদ মাদানি, উসতাযুল হাদিস, দারুল উলূম দেওবন্দ
* মাওলানা কমরুদ্দিন আহমদ, উসতাযুল হাদিস, দারুল উলূম দেওবন্দ
* মাওলানা মুফতি আমিন পালনপুরি, উসতাযুল হাদিস, দারুল উলূম দেওবন্দ
* মাওলানা নি'আমাতুল্লাহ আযমি, উসতাযুল হাদিস, দারুল উলূম দেওবন্দ
* মাওলানা আবদুল খালেক মাদরাজি, নায়েবে মুহতামিম, দারুল উলূম দেওবন্দ
* মাওলানা আবদুল খালেক সান্ডালি, নায়েবে মুহতামিম, দারুল উলূম দেওবন্দ
* মাওলানা রিয়াসাত আলি বিজনুরি, উসতাযুল হাদিস, দারুল উলূম দেওবন্দ

**চিঠি : ৩**

## বর্তমান পরিস্থিতির বিবরণ জানিয়ে মাওলানা সালমান সাহেব সমীপে মাওলানা আকেল সাহেবের তরফ থেকে একটি অবগতিপত্র

[প্রেরণের তারিখ : ৩১ আগস্ট ২০১৫]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

মুহতারাম মাওলানা সালমান সাহেব সাল্লামাহু

মাসনুন সালামের পর। গতকাল শনিবার ১৪ যিলক্বদ আনুমানিক বারোটার সময় দিল্লির বসতি নিযামুদ্দিন থেকে বারো-চৌদ্দজনের একটি প্রতিনিধিদল আমার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়। তাদের নাম সংযুক্ত পত্রের মাঝে লেখা আছে। এই প্রতিনিধিদলের কিছু সাথীকে আমি আগ থেকেই চিনি। অধিকাংশজনকেই চিনি না। সেখানে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা এখানে তাদের আগমনের উদ্দেশ্যের কথা জানিয়েছেন এবং সঙ্গে একটি লেখা চিঠিও দিয়েছেন। যেই চিঠি আমি তৎক্ষণাৎ পড়িনি। তাদের বিদায়ের পর পড়েছি। ওই সময় তাদের সঙ্গে আমার মৌখিক কথাবার্তা হয়। মাঝখানে যোহরের নামাযের ওয়াক্ত চলে আসায় সবাই নামাযের জন্যে উঠে যান। হাকিম হাসানাইন মসজিদে সবাই নামায আদায় করেন।

নামাযের পর আমি মরহুম হাজি নেয়ামাতুল্লাহ সাহেবের ছেলেকে বলি, আপনারা আমার মেহমান। আপনাদের সবাইকে আমার বাড়িতে খাবার খেতে হবে। আমার আরো কিছু কথা আছে। তখন তারা সবাই আবার বৈঠকখানায় চলে আসেন। এবার আমি তাদের কাছে নিবেদন করি যে, মৌলভি যুহায়র সাহেবের মুসাফাহা হোক বা না হোক, আসল মাসআলা তো তার তাবলীগি মেহনতে অংশগ্রহণ করা। মাওলানা সাদ সাহেব তাকে এই মেহনতে যিম্মাদার হিসেবে শামিল করতে চাচ্ছেন না। এখন যদি তার মুসাফাহা হয় তাহলে কীভাবে হবে?



দ্বিতীয় বিষয় হলো, যা সবচেয়ে আসল ও গুরুত্বপূর্ণ। যার ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কেরাম ও তাবলীগের পুরনো সাথীরা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও দোটানার মাঝে আছেন। যার ব্যাপারে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (যিনি সবচেয়ে পুরনো সাথী) বলেছেন যে, বর্তমান তাবলীগ তার কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত। আমি উপস্থিত সাথীদের বললাম, আসল বিষয় তো ফিকির। মৌলভি যুহাইর এই মেহনতে শরিক হবেন কি হবেন না, মুসাফাহার আমলে থাকবেন কি থাকবেন না, এটা তো পরের মাসআলা। আমার এ কথা তারা সবাই সমর্থন করেছেন। এ রকম কিছু কথা-বার্তার মাধ্যমে বৈঠকটি শেষ হয়। তারা বলেন, ঠিক আছে। আমরা এটি নিয়ে বেশি ফিকির করব।

ওই সকল হযরত চলে যাওয়ার পরদিন আমি সেই দস্তাবেজগুলো পড়ি, যা তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। সেখানে আগষ্টের ২৩ তারিখে ঘটিত কাণ্ডের যেই বিবরণ রয়েছে, সে সম্পর্কে আমি আর কী বলব! আপনিই পড়ুন। এই প্রতিনিধিদলে অনেক সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যাদের সবাই দেশের পরিচিত ব্যক্তিত্ব। যারা তাবলীগের বর্তমান যুগও দেখেছেন, পূর্বের যুগও দেখেছেন। তারা তাবলীগ সম্পর্কিত নাজুক বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক অবগত। এরচেয়েও বড় কথা হলো, তারা মারকাযের আশপাশেই বসবাস করেন। প্রতিবেশীদেরও একটা অধিকার থাকে। যা সবাই মেনে চলে। আর আগত প্রতিনিধিদলের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখানো একটি সর্বজনস্বীকৃত দায়িত্ব। এটি শারঈ দায়িত্বও বটে। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকালের পূর্বে যেই বিষয়গুলোর ওপর সবিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে অসিয়ত করেছিলেন, তার একটি হলো, أجيزوا الوفد نحو ما كنت أجيزهم নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে নির্দেশ করছেন, যেভাবে আমি সবসময় জনগণের সামনে প্রতিনিধিদলগুলোর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা দেখিয়েছি। তোমরাও তেমনই করবে। أجيزوا جائزة থেকে উদ্গত। যার অর্থ উপহার। এর থেকে বুঝে আসে যে, শুধু বাহ্যিক সম্মান ও মর্যাদা দেখানোই উদ্দেশ্য নয়; বরং তাদের খেদমতে উপহার-উপঢৌকন তুলে দেওয়াও এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত। শুধু সম্মান তো প্রত্যেক মুসলিমকেই দেখাতে হবে। এমনকি ইকরামুল মুসলিমিন তো তাবলীগের ছয় নম্বরের মধ্য হতে একটি স্বতন্ত্র নম্বর।

এখন আমার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, যে কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে যে, তাবলীগের মানহাজে পরিবর্তন এসেছে। সেই পরিবর্তন কী? এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা হলো, যা বর্তমান সময়ের তাবলীগের এই পুরনো সাথীরা মাওলানা সাদের খেদমতে লিখিত আকারে পেশ করেছেন। যা পড়ার পর বুঝে এসেছে যে, তাবলীগের পূর্বের হযরতজিগণ কতটা সূক্ষ্মদৃষ্টির সঙ্গে উসুল তৈরি করেছেন! আর এখন সেখানে কি কি পরিবর্তনগুলো হচ্ছে! সেই লেখা (এ বইয়ের প্রথম চিঠি) এই পত্রের সাথে রয়েছে।

হযরত মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. এর এই তাহরিকে তাবলীগ আনুমানিক আশি-পঁচাশি বছর ধরে চলছে। হযরতের ইনতিকালের পর তার সৌভাগ্যবান সন্তান মাওলানা ইউসুফ সাহেব এই তাহরিকের দৃশ্যপটে চলে আসেন। তাঁর পরে আসেন মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব, যিনি মাওলানা ইউসুফ সাহেবের সঙ্গেও থেকেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দীর্ঘ জীবন দিয়েছিলেন। যার কারণে তিনি এই খেদমতের বেশি সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর যুগে তাবলীগ খুব বেশি উন্নতি করেছে। হযরত শায়খুল হাদিস রহ. শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই মেহনতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এই চার হযরতের নিরন্তর চেষ্টা ও লাগাতার মেহনতের বদৌলতে এই তাবলীগি মেহনত আজ এ পর্যন্ত উঠে এসেছে। আল্লাহ তাআলা এই জামাতকে এ পরিমাণ কবুলিয়াত দান করেছেন যে, সম্ভবত দুনিয়ার বুকে এখন যতগুলো আন্দোলন চলছে, এই মুবারক মেহনত সেগুলোর সবকটি থেকে অনেক এগিয়ে। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যেই জামাতগুলো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার সঙ্গে মুসাফাহা করার উদ্দেশ্যে আসে, অনেক সময় সেগুলোর সংখ্যা দশ থেকে বারো পর্যন্ত হয়ে যায়। জামাতের আধিক্য দেখে অনেক সময় আমার মনে হয়, সম্ভবত সবাই তাবলীগের মেহনতে বেরিয়ে পড়েছে।

যখন এই মেহনত এতো বিশাল পরিসরে হচ্ছে তখন এই মেহনতের উপদেষ্টা ও মজলিসে শূরাও সেই ধরনের হওয়া দরকার, যেই শূরার মাঝে বিভিন্ন ধরনের যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ সবসময় মারকাযে উপস্থিত থাকবেন। এই মেহনতের জন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি মজলিসে শূরা হওয়া দরকার। যেমনটি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে থেকে থাকে। সেই তুলনায় এই মেহনতের জন্যে একটি বড় ধরনের মারকাযি মজলিসে শূরা এবং এর



অধীনে আরো অনেকগুলো শূরা হওয়া দরকার। যেই মজলিসে শূরা এই মেহনতকে তার চূড়ান্তকৃত উসুল মুতাবেক পরিচালনা করবে।

আর এ কথা খুবই স্পষ্ট যে, এই মেহনতের যেই উসুল রয়েছে, সেগুলো কোনো এক বিশেষ বৈঠকে বসে তৈরি করা হয়নি। বরং সেই উসুল ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতার আলোকে গড়ে ওঠেছে। আর সেই উসুলগুলা তৈরি করেছেন এমন মনীষীগণ যারা ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতের প্রতিমূর্তি ছিলেন। সেই উসুল মেনের চলার বরকতই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু বর্তমানে তাবলীগের সকল পুরনো সাথী বর্তমান পরিস্থিতির ওপর প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ এ কারণে যে, বর্তমান সময়ে এখানকার শূরার সবটুকু ক্ষমতা মাওলানা সাদ সাহেবের হাতে। তিনি সার্বভৌম। খোদ তার বিভিন্ন কথাবার্তার মাঝেও এ ধরনের আলামত পাওয়া যায়। যা দলিলের অপেক্ষা রাখে না। দুআ করি, আগামী দিনগুলোতে আমরা যেন দেখতে পাই যে, মাওলানা সাদ সাহেবের যুগেই এই তাবলীগকে আল্লাহ পুরনো রুখের ওপর তুলে এনেছেন। এখন পর্যন্ত যেই অনৈতিক কর্মকাণ্ড ঘটেছে, সেগুলোর প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যেন বিগত কর্মকাণ্ডের কাফফারা হয়ে যায়। সে যেন কিয়ামতের দিন তার বাবা-দাদাদের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাত করতে পারে। আমিন। নিশ্চয়ই এ কাজ আল্লাহর ওপর কঠিন নয়।

তাবলীগের প্রতি অথবা সাদ সাহেবের প্রতি যাদের আন্তরিক সহমর্মিতা রয়েছে, তাদের জন্যে এ চেষ্টা করা আবশ্যক।

**–মাওলানা মুহাম্মদ আকেল সাহেব**

**চিঠি : ৪**

## শূরার শূন্যপদ পূরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে মাওলানা সাদ সাহেবের কাছে আকাবির হযরতের চিঠি

[প্রেরণের তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

মুহতারাম মাওলানা সাদ সাহেব দা.বা.

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমরা পুনরায় পরস্পরে মুযাকারা করেছি। ওই মুযাকারার ফলে যেই অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে তা লিখিত আকারে আপনার খেদমতে পেশ করা হচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা নিজ দয়া ও করুণায় এই উম্মতের দুরবস্থার ওপর দয়া করে আপনার বড়দের মাধ্যমে উম্মতকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উঁচু ও মুবারক মেহনত দান করেছেন। এই উঁচু ও মুবারক মেহনতের কল্যাণে যেই উপকার গোটা দুনিয়ার উম্মতদের হয়েছে ও হচ্ছে, তা সবার সামনে সুস্পষ্ট। আল্লাহ তাআলা সেই হযরতদেরকে এর উত্তম বিনিময় দিন। আমিন। আমরা সবাই সেই হযরতদের এই অনুগ্রহের আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাআলা এই মুবারক মেহনতকে সারা পৃথিবীতে কবুলিয়ত দান করে উম্মতের অন্তরগুলোকে এই মুবারক মেহনতের প্রতি আকর্ষিত করেছেন। এই মুবারক মেহনতের জন্যে উম্মত জান ও মালের যেই কুরবানি দিচ্ছে, তার নজির খুব কমই পাওয়া যাবে।

১.

এখন ইসতিকবালের যুগ। ভেতর ও বাইর- সব দিক থেকেই ফেতনা উঠছে এবং এই মেহনতকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে চলেছে। এ সকল ফিতনা থেকে এই মুবারক মেহনতকে হিফাযত করার জন্যে আমরা নিযামুদ্দিনে একটি শূরা নির্ধারণ করার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।



২.

শূরা গঠন করা না হলে যেকোনো সময় যেকোনো মহল ঢুকে পড়ার ও ফেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার দুয়ার খোলা থাকবে। এই দুয়ার বন্ধ করার জন্যে এবং বাতিলের অনুপ্রবেশ থেকে এই মেহনতকে রক্ষা করার জন্যে শূরা নির্ধারণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

৩.

এই উঁচু মেহনতের ঐক্যের স্বার্থে শূরা থাকা জরুরি। শূরা না থাকার কারণে যেভাবে খিলাফত মুলুকিয়াত তথা রাজতন্ত্রে বদলে গেছে তদ্রূপ আশঙ্কা হচ্ছে, এই মেহনত দাওয়াতের পরিবর্তে মুলুকিয়াতের আকার ধারণ করতে পারে। এই মেহনতকে ওয়ারাসি সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থেকে উদ্ধার করে উম্মতের আলমি মেহনতে পরিণত করার জন্যেও শূরা গঠন করা আবশ্যক।

৪.

মেহনতের তাকাজার কারণে অনেক জিনিসের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজন আগেও দেখা দিয়েছে, এখনও দিচ্ছে। যদি সেই জিনিসগুলো শূরার সম্মতির পর উম্মতের সামনে পেশ করা হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ এই মেহনত যেকোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা থেকে নিরাপদ থাকবে। এর পাশাপাশি সেটি সবার ঐক্য ধরে রাখা ও অন্তরের মিলমিশ ধরে রাখার কারণ হবে। পুরো উম্মতের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

৫.

হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব নিযামুদ্দিনে এসে বলেছিলেন, এই তিন হযরতের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করবেন। এক বছর পূর্বে যখন আমাদের সঙ্গে আপনার এ নিয়ে কথাবার্তা হয় তখন আপনিও আমাদের বলেছিলেন, আমি এই তিনজনের সঙ্গে পরামর্শ করেই কাজ করব। এখন সেই পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা পূর্বাপেক্ষা বেড়ে গেছে। কাজেই আমাদের অনুরোধ হলো, আপনি এই তিন হযরতকে নির্ধারণ করে শূরা বানিয়ে নিন–

১. মাওলানা ইবরাহিম সাহেব
২. মাওলানা ইয়াকুব সাহেব
৩. মাওলানা আহমদ লাট সাহেব

মহান আল্লাহ আপনাকে দিয়ে কাজ নিচ্ছেন। আমরা দুআ করি, আল্লাহ তাআলা আগামীতেও আপনাকে দিয়ে আরো কাজ নিন। যেভাবে আপনার বড়দের থেকে এই উম্মত উপকৃত হয়েছে, অনুরূপ আপনার থেকেও এ উম্মত উপকৃত হোক। আল্লাহ করুন, এই সিদ্ধান্তও আপনার হাতে চূড়ান্ত হোক এবং অজস্র ফেতনার মুখ বন্ধ করে দিক। আশা করি, আপনি এ কথাগুলোর ওপর চিন্তা-ভাবনা করে তা কবুল করবেন।

এই আবেদন কোনো আন্দোলন নয়; বরং আল্লাহর কাছে আমাদের জবাবদিহিতা ও মেহনতের হিফাযতের ভাবনা থেকেই লেখা হয়েছে।

ওয়াস-সালাম

১. জনাব ফারুক আহমদ সাহেব (ব্যাঙ্গলোর)
২. মাওলানা ইসমাঈল সাহেব (গোধরা)
৩. মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব (রোয়ানা, মুম্বাই)
৪. ডক্টর মুহাম্মদ খালেদ সিদ্দিকি সাহেব (আলিগড়)
৫. প্রফেসর আবদুর রহমান সাহেব (মাদ্রাজ)
৬. প্রফেসর সানাউল্লাহ খান সাহেব (আলিগড়)



**চিঠি : ৫**

## বিদ্যমান ভুল বোঝাবুঝির নিরসন ও প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনের আহবান জানিয়ে মাওলানা সাদ সাহেবের কাছে আকাবির হযরতের ইসলাহি চিঠি

[প্রেরণের তারিখ : অক্টোবরের শেষার্ধে ২০১৫]

শ্রদ্ধেয় মাওলানা সা'দ সাহেব,

আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহ।

আশা করি, ভালো আছেন।

গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে লেখা চিঠিতে কয়েকটি কথা নিবেদন করা হয়েছিলো। কিন্তু এরপরও আপনার কর্মকাণ্ড এবং তাবলীগের মেহনতি সাথীদের সঙ্গে আপনার আচরণ বদলায়নি। এজন্যে মূল বিষয়গুলোতে পৌঁছুতে এবং ভুল বুঝাবুঝি থেকে উত্তরণ পেতে কয়েকটি কথা লিখিত আকারে পেশ করছি।

**১.**

এবারের ত্রয়মাসিক মাশওয়ারায় আপনি বলেছিলেন,

جو لوگ نہج کے بدلنے کی بات کر رہے ہیں وہ شیطانی وساوس میں مبتلا ہیں.

'যারা পথ-পদ্ধতি পরিবর্তনের কথা বলছে তারা শয়তানি কুমন্ত্রণায় ফেঁসে আছে।'

অথচ এটাই বাস্তব যে, আপনার হাত ধরেই পথ-পদ্ধতি বদলাচ্ছে। পূর্বে আমাদের পদ্ধতি ছিলো, উম্মতের প্রতিটি সদস্যের কাছে যাওয়া। তাকে যেখানেই পাওয়া যাক। মসজিদে হোক বা প্লেনে হোক, ট্রেনে হোক বা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে হোক, ঘরে হোক বা ক্ষেতে হোক, ক্যারামঘরে হোক বা মদশালায় হোক, উম্মাহর কোনো সদস্যকে যেখানেই পাওয়া যাবে,

সেখানেই তার কাছে গিয়ে তার মন তৈরি করে, তাকে আখেরাতের কথা মনে করিয়ে দিয়ে, দাওয়াতের যিম্মাদারি বুঝিয়ে চার মাস থেকে শুরু করে মাকামি কোনো কাজে নবীওয়ালা মেহনতের জন্যে তৈরি করা। যখন সে তৈরি হবে তখন তাকে যেকোনো উপায়ে মসজিদে নিয়ে আসা। কারণ হলো, আমাদের পুরো কাজ মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মেহনতের এই রুখ- গতিমুখ শুরু থেকেই চলে আসছিলো। যার শুভ পরিণতিতে উম্মাহর লাখো সদস্য ও ঘরানা দ্বীন ও দ্বীনের মেহনতের ওপর উঠে এসেছে। হাজারো নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে। বন্ধ মসজিদগুলো খুলে গেছে। সংকীর্ণ মসজিদগুলো এখন প্রশস্ত হয়েছে। অনাবাদ মসজিদগুলো নববী আমলগুলো দিয়ে আবাদ হচ্ছে। যার বরকতে এই মেহনত ও মেহনতের সাথীদের দিনদিন উন্নতি হচ্ছিলো। সার্বিক মেহনতের মাঝে দিন-রাত প্রবৃদ্ধি ঘটছিলো।

এরপর হযরতজি রহ. ইনতিকাল করেন। কাজের যিম্মাদারি পরবর্তীদের ওপর চলে আসে। সেই যিম্মাদারির অধীনে অসংখ্য বড় বড় মজমায়, অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে আপনি বয়ান করে আসছেন।

অল্প কদিনের মধ্যেই দেখা গেলো, আপনার সেই বয়ানগুলোর মাঝে কাজের নতুন রুখ আসতে শুরু করেছে এভাবে যে, 'আল্লাহর সম্পর্কের ভিত্তিতে মিলিত হওয়ার স্থান শুধু মসজিদ। আমাদের যাবতীয় গাশত মানুষকে মসজিদে নিয়ে আসার জন্যে। এক সাহাবি অন্য সাহাবির ওপর গাশত করে তাদেরকে মসজিদে ঈমানের মজলিসে জুড়তেন। সাহাবায়ে কেরামের মুজাহাদার এটাই একক তরিকা। এর বাইরে যতো তরিকা আছে সেগুলো হলো প্রচলিত সাংগঠনিক পদ্ধতি। সেগুলো কখনই মুজাহাদা নয়। সেগুলো সুন্নাহ পরিপন্থী। সীরাত থেকে প্রমাণিত নয়। এই তরিকাগুলো অবলম্বন করলে হয়তো রেওয়াজ-প্রথার প্রসার ঘটবে; কিন্তু কখনই দ্বীনের প্রসার ঘটবে না।'

এ কথাগুলোকে প্রমাণিত করার জন্যে আপনি সাহাবির ওপর সাহাবির গাশতের কথা বলেছেন; অথচ এটি সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার পরিপন্থী। আমাদের গাশত হলো, আল্লাহর যেই বান্দাদের মাঝে দ্বীনের তলব নেই, তাদের মাঝে নিঃস্বার্থভাবে মেহনত করা। এখন যদি ওই



বান্দাদের মাঝে কুফরির কারণে দ্বীনের তলব না থাকে তাহলে তাকে দেওয়া হচ্ছে ঈমানের দাওয়াত। আর যদি ঈমানি দুর্বলতার কারণে দ্বীনের তলব না থাকে তাহলে তাকে দেওয়া হচ্ছে ঈমান শক্তিশালী করার দাওয়াত। সাহাবায়ে কেরামের শান এগুলো থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।

দ্বিতীয়ত আপনি আপনার এই নযরিয়া প্রমাণিত করার জন্যে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদি. মুআয ইবনে জাবাল রাদি. উমর ইবনুল খত্তাব রাদি. ও হযরত আবু হুরায়রা রাদি. প্রমুখে বিভিন্ন ঘটনা দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। অথচ এই সবগুলো ঘটনার মধ্য হতে কোনো ঘটনায় মসজিদের 'কয়দ'-বা 'শর্ত' নেই হযরত আবু হুরায়রা রাদি. এর ঘটনা ব্যতিরেকে। আবু হুরায়রা রাদি. এর ঘটনায় মসজিদের উল্লেখ মাত্র একবারই এসেছে এবং সেখানেও শুধু মসজিদে আমল হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছে, মসজিদে আনা হয়নি। এবং মসজিদে ইসতিকবালের কোনো সুরতও ছিলো না।

এ সব ঘটনা থেকে শুধু এতোটুকুই প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম যখনই একে অপরের সঙ্গে দেখা হতো, ঈমানের মুযাকারা করতেন। ঈমানের মজলিসের মাধ্যমে ঈমান বাড়ে। এর বাইরে যতোগুলো কথা রয়েছে সেগুলো ভিত্তিহীন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ আবাদ করেছেন দাওয়াত, ইবাদত, তালীম ও খিদমাতের মাধ্যমে। সাহাবায়ে কেরাম গাশত ছাড়াই সুযোগ-সুবিধা, প্রয়োজন ও নিজ সক্ষমতা অনুসারে সেই কাজগুলোতে অংশগ্রহণ করতেন। এই কাজগুলোর মাধ্যমেই মসজিদ অধিকাংশ সময় আবাদ থাকতো। এখন যদি আপনি বলেন, দাওয়াত, তালীম ও ইসতিকবাল-ই মসজিদে নববীওয়ালা কাজ; আপনি যদি এ দাবী তুলেন, যেই মসজিদে দাওয়াত, তালীম ও ইসতিকবাল নেই সেই মসজিদ মসজিদে নববীর মানহাজের ওপর নেই, তাহলে এটি আপনার অর্থহীন দুঃসাহস ও আপনার নিজস্ব ইজতিহাদ বিবেচিত হবে।

এই নতুন তরতিবের ওপর তাবলীগি মেহনতকে পরিচালিত করার জন্যে পুরো শক্তি ব্যয় করা হচ্ছে। যেসব লোক একমাত্র বয়ান করাকেই মূল কাজ মনে করে তারা দেশের ভেতরে-বাইরে এর ওপর পুরো শক্তি ব্যয়

করছে। এমনকি জামাতগুলোকেও এ কাজের মাঝে এমনভাবে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, মসজিদে তিন-চার দিন অবস্থান করে দাওয়াত, তালীম ও ইসতিকবাল করানো হচ্ছে। জামাত বাইরে বেরোচ্ছে, কি বেরোচ্ছে না— তা নিয়ে মাথাব্যাথা নেই। মারকাযে নিযামুদ্দিনেও কাজ বোঝার ও কাজের ফিকির নিয়ে যেই মজলিসগুলো হতো, সেগুলোও এখন নতুন রুখের আড়ালে ধ্বংস হয়ে গেছে। যার আবশ্যিক পরিণতিতে সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটি হয়েছে তা হলো, পুরো মজমা কাজের যেই রুখের ওপর ছিলো, তা হয়তো ধ্বংস হয়ে গেছে, অথবা দুর্বল হয়ে পড়েছে। মসজিদ আবাদির নামে এখন সবাই মসজিদে বসে পড়েছে। মেহনতের পরিধি স্বল্প পরিসরে সীমিত হয়ে পড়েছে। যার মারাত্মক প্রভাব কাজের ওপরও পড়েছে, মেহনতকারী (দাঈদের) ওপরও পড়েছে। এর কারণে আসল মেহনত খতম হয়ে গেছে। যেই পরিকল্পনা আপনার মস্তিষ্কে ছিলো, সেটারও বাস্তবায়ন হয়নি। এখন এদিক-ওদিক দুকুলই হারাতে হচ্ছে। যারা কাজের ময়দানে আছেন, তারা পরিস্থিতির বিপর্যয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

নতুন তরতিবে কাজ করার ফলে কী ফলাফল হচ্ছে, এর কারগুজারি কী? এ সম্পর্কে কিছু সাথী আপনাকে খুশি করার জন্যে বলছে যে, খুব ফায়দা হচ্ছে। আসলে কিছুই হচ্ছে না। তারা অবাস্তব কথা বলছে। সৌজন্য দেখাতে তারা অতিরঞ্জন করে বলছে।

আমি আমার চিঠির সঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদি. এর একটি বর্ণনা জুড়ে দিচ্ছি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদি. প্রতি বৃহস্পতিবার জনগণের সামনে ওয়ায করতেন। একবার তাকে প্রতিদিন ওয়ায করার অনুরোধ জানানো হলে উত্তরে তিনি বলেন, প্রতিদিন ওয়ায করার মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে আরো বিরক্তিতে ফেলতে চাই না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে আমাদের বিরক্তি ও মনোভাবে সংকুচনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে আমাদের তত্ত্বাবধান ও হিফাযত করতেন, আমিও সেভাবে করছি। এর থেকে বুঝে আসে, 'প্রতিদিনের এই দাওয়াত, তালীম, ইসতিকবাল' আপনার নিজস্ব ইজতিহাদ। এটি সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের মানহাজের পরিপন্থী। আমাদের বুযুর্গগণ সপ্তাহে দু'বার গাশ্তের কথা বলতেন। এক গাশ্ত নিজ



মহল্লায়। অন্য গাশ্ত অপর মহল্লায়। এই তরতিবই সুন্নতসমর্থিত ও সাহাবায়ে কেরামের মানহাজ সম্মত। এখন সপ্তাহে দু গাশ্তের পরিবর্তে প্রতিদিনই একই মহল্লায় একাধিকবার গাশ্ত হচ্ছে। যার ফলে মহল্লাবাসীদের মাঝে বিরক্তি, মানসিকতার সংকুচন ও এড়িয়ে যাওয়ার মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে। আপনি কারগুজারি নেওয়ার সময় প্রশ্ন করেন,

روزانہ کتنی شفٹوں میں یہ عمل مسجد میں ہو رہا ہے؟

'প্রতিদিন কতগুলো শিফটে এই আমল মসজিদে পালিত হচ্ছে'?

আপনার এ কাজ আমাদের আকাবিরদের পথ ও পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

## ২.

দ্বিতীয় বিষয় মুনতাখাব হাদিস কিতাব সম্পর্কে। যখন কিতাবটির পাণ্ডুলিপি হাতে আসে তখন দরকার ছিলো কিতাবটি প্রকাশের ব্যাপারে সাথী-সঙ্গীদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া। কিন্তু এমনটি হয়নি। কোনো ধরনের পরামর্শ না করেই ছাপানো হয়েছে। ছেপে আসার পর তালীমের নিসাবে ঢুকানোর জন্যে মাশওয়ারার সুরতে চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কোনো কারণে মাশওয়ারা কামিয়াব হয়নি। এমতবস্থায় করণীয় ছিলো, অপেক্ষা করা, ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করা। কারণ, আল্লাহর ইলম অনুযায়ী কোনো কাজ যদি হক হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় সুন্দরভাবে কাজটি সম্পন্ন করে দেন। কিন্তু এমনটি করেননি। বরং মনের ক্ষোভে আপনি মাজমার মাঝেই মুতালাআ (অধ্যয়ন) এর মাধ্যমে কিতাবটি থেকে ইসতিফাদা করার কথা বলা শুরু করেছেন।

কিছু দিন পর আরেকটু আগ বেড়ে বলতে লাগলেন, 'শুধু মুতালাআর মাধ্যমে পরিপূর্ণ ইসতিফাদা হয় না। এটাকে তালীমে আনা দরকার।'

এর কিছু দিন পর আরেকটু অগ্রসর হয়ে বলতে শুরু করলেন, 'একদিন ফাযায়েলের তালীম, আরেকদিন মুনতাখাবের তালীম। ঘরের মধ্যেও, মসজিদের মধ্যেও।'

এর কিছু দিন পর আরেকটু আগ বাড়িয়ে নির্দেশ করলেন, 'জামাতে প্রত্যেক সাথী অবশ্যই নিজের সঙ্গে কিতাবটি রাখবে।'

এরপর নিযামুদ্দিন মারকাযেও সকালবেলা মুনতাখাব কিতাব থেকে তালীম শুরু করে দিলেন। এখন সকাল-সন্ধ্যা সেই কিতাব থেকে জিহাদ সংক্রান্ত হাদীস পড়া হচ্ছে, বলা হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা কতোটা মুনাসিব (সমীচীন), তা ভেবে দেখা দরকার।

এরপর আরেকটু অগ্রসর হয়ে নির্দেশ করলেন, 'খুরুজের সময় সকালের তালীম মুনতাখাব থেকে হবে, আর বাদ যোহরের তালীম ফাযায়েল থেকে হবে।' অথচ যোহর পরবর্তী তালীম সবগুলো জামাতে কতটুকু সময় নিয়ে হয়, কীভাবে হয়, তা বিচার-বিশ্লেষণ করার দরকার ছিলো। দলিল দিচ্ছেন, 'ফাযায়েলের কিতাবগুলোর ওপর প্রচুর আপত্তি শোনা যাচ্ছে। এর বিপরীতে মুনতাখাব সবগুলো প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। তাদেরক লাজওয়াব বানিয়ে ছেড়েছে। অথচ কারো আপত্তি বা লাজবাব হওয়ার কারণে আমাদের লাভ-ক্ষতির কোনোটাই হয় না। আর বাস্তবতা হলো, শুধু মুনতাখাব হাদীস কিতাবের মাধ্যমে উম্মতের দ্বীনি জরুরত পূরণ হতে পারে না। এ কারণেই হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহ. পুরো উম্মতের দ্বীনি জরুরতের দিকে তাকিয়ে হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. এর মাধ্যমে ফাযায়েলের সবগুলো কিতাব লিখিয়েছেন। আর মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. —যাঁকে মুনতাখাব হাদীস কিতাবের সংকলক বলা হচ্ছে— তিনি নিজেও হিদায়াতের মাঝে এ কথা বলেছেন যে,

ہماری تعلیم میں صرف حضرت شیخ کی ہی کتابیں پڑھی جائینگی.

'আমাদের তালীমে শুধু হযরত শায়খেরই কিতাবগুলো পড়া হবে।'

ইউসুফ সাহেবের এ হিদায়াত আল ফুরকান হযরতজি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

## ৩.

তৃতীয় কথা মাসতুরাত সম্পর্কে। যেখানে তাজভীদের হালকাও রয়েছে। তাজভীদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। এর প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এটি পরিচালনার পদ্ধতি ছিলো, সাথীদের পরস্পরে পরামর্শ হবে। এমন কোনো সুরতে কাজটি সম্পন্ন হবে যে, কারো কোনো আপত্তি বাকি থাকবে না। কোনো দেশ এ কাজ গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে



না। অথচ কিছু দেশের যিম্মাদার জানিয়েছেন, এ কাজগুলো তাদের দেশে না করা হোক।

## ৪.

প্রথম থেকেই বিভিন্ন সময় বয়ানের মাঝে আপনাকে অসতর্ক হতে দেখা যেতো। দাওয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি ও সকল আকাবিরের মানহাজ থেকে কথা বলতেও দেখেছি। তখন ভেবেছিলাম, এখনো আপনার বয়স কম। দাওয়াতের আমলি ময়দানে সময় না দেওয়ার কারণে এ সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনি শুধরে যাবেন। এজন্যে কখনো মুখ খুলিনি। কিন্তু যখন অনুভব করলাম, এ বিষয়গুলোর দিকে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করা সময়ের অনিবার্য প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্যে হীতাকাঙ্ক্ষী হয়ে চেষ্টাও করেছি। কিন্তু সেই চেষ্টাকে আপনি মুম্বাইয়ের জোড়ের সময় হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে 'মুনাযারা' নাম দিয়ে বলেছিলেন,

کچھ لوگ مجھ سے مناظرہ کرنے آئے تھے، اور بزرگوں کی طرف سے ملے ہوئے طریقہ کار کو اور موقف کو تجربہ کا نام دیا ہے.

'কিছু লোক আমার সঙ্গে মুনাযারা করতে এসেছিলো। তারা বুযুর্গদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কর্মপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গিকে 'অভিজ্ঞতা' নাম দিয়েছে।'

আপনি এ কথাও বলেছিলেন,

مجھے آکر تجربہ سنا رہے ہیں، حالانکہ یہ کام تجربہ کا نہیں سیرت کا ہے. اور مجھے کہتے ہیں کہ مشورہ نہیں کرتا، مشورہ میں کس سے کروں، کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا.

'আমার কাছে এসে 'অভিজ্ঞতা' শোনাচ্ছে। অথচ এই কাজ অভিজ্ঞতার নয়; এটি সীরাতের কাজ। আমার সম্বন্ধে বলে, আমি মাশওয়ারা করি না। মশওয়ারা কার সঙ্গে করব? কেউ তো কাজ করতেই চায় না।'

হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর বিজ্ঞসুলভ কর্মপদ্ধতির কারণে আহলে হকের সবগুলো ঘরানা এই মেহনতের সহায়ক, সমর্থক হয়েছিলেন। তাঁরা প্রাণ খুলে এ মেহনতের জন্যে দুআ করে থাকেন। কিন্তু আপনার বিভিন্ন বয়ানে অসতর্কতা ও অসংলগ্ন কথাবার্তার কারণে অনেক বড় দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। সেই দূরত্ব দিনদিন বেড়েই চলেছে। এমনকি হকপন্থীদের মুখে এখন এ ধরনের কথাও উঠছে যে, 'মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর তাবলীগ খতম হয়ে গেছে। এখন তো এই মেহনতের মাঝে অনেকগুলো ক্ষতিকর দিক জন্ম নিয়েছে।' অথচ আমরা সবসময় তাদের সমর্থন, দুআ ও সহায়তার মুখাপেক্ষী।

বয়ানের মাঝে দ্বীনের বিভিন্ন ঘরানার ওপর সমালোচনা করা কখনই আমাদের বড়দের কর্মপদ্ধতি ছিলো না। যেমন, আসবাব তথা মাধ্যম অবলম্বনকে শিরক বলা, উলামায়ে কেরামের ধর্মীয় সেবার ওপর বিনিময় গ্রহণকে নাজায়েয অভিহিত করা, বিজ্ঞানকে শিরক বলা, কথায় কথায় অবলীলায় হারাম, শিরক, নাজায়েয ও বিদআত বলে বসা— এগুলো আমাদের বড়দের কর্মপদ্ধতি নয়। (যা আপনি করে আসছেন।) সবসময় আমাদের এখানে এই উসুলের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে যে, মাসআলা-মাসাইলের তাহকিক উলামায়ে কেরামের কাছ জেনে নেওয়া।

**৫.**

আমি শুরু থেকেই এই মুবারক মেহনতের তিনটি বড় বৈশিষ্ট্য দেখে এসেছি। *اجتماعیت قلوب* [ইজতিমাইয়্যাতে কুলুব—সবার অন্তরের ঐক্য], *اتحاد فکر* [ইত্তিহাতে ফিকর—চিন্তার ঐক্য] ও *وحدت کلمتہ* [ওয়াহদাতে কালিমাহ—বলার ঐক্য]। এই তিন বৈশিষ্ট্যই এখন ভাঙ্গতে বসেছে। রায়বেন্ড মারকায মাওলানা ইউসুফ রহ. নির্দেশিত পুরনো তরতিবের ওপর চলছে। আপনি এখানে নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সংযুক্ত করেছেন। যা নতুন। গোটা দুনিয়াতে নিযামুদ্দিন ও রায়বেন্ড উভয় মারকায থেকে জামাত যাচ্ছে। নিযামুদ্দিন থেকে প্রেরীত জামাতগুলো আপনার নির্দেশিত কথাগুলোর ওপর চলছে। কেননা আপনি নিজেই রওয়ানা হওয়ার সময় উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর ওপর চলার হিদায়াত দিয়ে থাকেন। আবার ফেরার পর কারগুজারি নেওয়ার সময়ও প্রশ্ন করে থাকেন



যে, উপর্যুক্ত কথাগুলোর ওপর জামাত পরিচালিত হয়েছে, কি হয়নি? যার কারণে প্রতিটি জামাত জবাবদিহিতার ভয়ে উপর্যুক্ত রুখের ওপরই আমল করে থাকে, যেন ফেরার পর পাকড়াওয়ের শিকার না হতে হয়। বিষয়গুলো উপযুক্ত না হলেও তারা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যে বলে ফেলে, খুব উপযোগী হয়েছে। অর্থাৎ পুরো দাওয়াতের কাজ এখন সংকুচিত হয়ে 'মুনতাখাব হাদিস এবং দাওয়াত, তালীম ও ইসতিকবালের' মাঝে সীমিত হয়ে পড়েছে। অথচ পাকিস্তানি জামাতগুলো এগুলোর ধারে-কাছেও ঘেষে না। দুনিয়াতে উভয় দেশের মানুষ রয়েছে এবং উভয় দেশ থেকে প্রভাবিত মানুষও রয়েছে।

যারা হিন্দুস্তানের মানুষ ও নিযামুদ্দিন থেকে প্রভাবিত তারা বলে, নিযামুদ্দিন থেকে যেই নির্দেশনা আসে, জামাত সে অনুসারে পরিচালনা করো। এভাবে পরিচালনা না করলে খিয়ানত হবে।

আর যারা রায়বেন্ড মারকাযের মাধ্যমে প্রভাবিত তারা বলে, এই নতুন জিনিসগুলো অতীতের বড়দের যুগে ছিলো না। এখন পর্যন্ত এই নতুন বিষয়গুলোর ওপর কোনো পরামর্শও হয়নি। কাজেই এগুলোর ওপর জামাত পরিচালনা করলে খেয়ানত হবে।

এই ইখতিলাফ এখন মসজিদে-মসজিদে, ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে গেছে। *وحدت کلمتہ* [ওয়াহদাতে কালিমাহ] যা আমাদের অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য ছিলো, এখন ভেঙ্গে পড়েছে। *اجتماعیت قلوب* [ইজতিমাইয়্যাতে কুলুব], *اتحاد فکر* [ইত্তিহাতে ফিকর]-ও খতম হয়ে গেছে। সেগুলোর স্থলে এখন সর্বত্র শুধু বিশৃঙ্খলাই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সব জায়গায় ইখতিলাফ, ঝগড়া ও বাদানুবাদ হচ্ছে। এর পূর্ণ দায়ভার এককভাবে আপনার উপরেই বর্তায়। আপনি আপনার নিজের বয়ানগুলোতে এ কথা বলে থাকেন যে, 'এই কাজ সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতিতে পরিচালনা করুন'। আপনার কথার অর্থ হলো, এতো দিন পর্যন্ত এই মেহনত সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতির ওপর পরিচালিত হয়নি। এখন সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতির ওপর তোলার প্রয়াস হচ্ছে। আপনার এ কথা নিজেদের বড়দের ওপর অনেক বড় অপবাদ যে, তারা যেমন সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতি বুঝেননি, তেমনই সেই পদ্ধতির ওপরই এই মেহনত পরিচালিত করেননি। কাজেই আপনি এখন এ কাজের তাজদীদ—শুদ্ধিকরণ চাচ্ছেন।

**৬.**

আজকাল আপনি আপনার বিভিন্ন বয়ানের মাঝে আনুগত্যের ওপর খুব বেশি জোর দিচ্ছেন। আপনি বিগত জোড়ে এ কথা বলেছেন—

مولوی ابراہیم اور مولوی یعقوب سب کے بیانات سنتا ہوں کہ کون کیا کہ رہا ہے، جو انشراح کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مشورہ نہیں ہوا وہ جاہل ہے.

'মৌলভি ইবরাহিম (দেউলা) ও মৌলভি ইয়াকুব— সবার সবগুলো বয়ান শুনি যে, কে কী বলছে। যারা ঘরের কথা বাইরে ছড়ায় আর বলে যে, মাশওয়ারা হয় না তারা জাহেল।'

আপনি আপনার উসতাযদেরকে জাহেল বলছেন। তখনই মজমার কয়েকজন সাথী আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চেয়েছিলো। এমন তর্ক আগামীতেও উঠতে পারে। আপনার দুঃসাহস ও বেয়াদবি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে আরো কিছু লোকও এ কথা নকল করা শুরু করেছে। পদমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখার গুণ এ যুগে নিঃশেষ হয়ে গেছে। বয়স্ক লোকদের কাছে শুনেছি, হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. অধিকাংশ সময় বলতেন—

گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی

'যদি তুমি প্রত্যেকের পদমর্যাদার লেহাজ না করো তাহলে তুমি ধর্মহীনসুলভ কাজ করলে।'

আপনি কি চাচ্ছেন যে, অতীতের আকাবির ও বুযুর্গদের পদ্ধতির বিরুদ্ধে গিয়ে আপনার কথাগুলোর ওপর সবাই অনুসরণ করুক? আপনি গাড়ি এমনভাবে চালাচ্ছেন যে, এই গাড়ির হর্ন-ও নেই, ব্রেক-ও নেই। মুখোমুখি সংঘর্ষ বাঁধবেই। সেই সংঘর্ষের ফলে আপনি নিজেও ক্ষত-বিক্ষত হবেন, অন্যদেরও বিক্ষত করবেন। নিযামুদ্দিনের বেশ কজন প্রবীণকে আপনি ধমকি দিয়েছেন যে, যদি আমার কথা অনুসারে চলতে না পারেন তাহলে এখানে থাকতে পারবেন না। সব জায়গায় এখন প্রবীণ ও নবীন— পুরাতনপন্থী ও নতুনপন্থী নামে দুটি শিবিরে বিভাজন চলছে। নবীনরা বলছে, পুরনো নিযামুদ্দিনের কথা চলবে না। এখন আমরা পুরাতনপন্থীদেরকে সরিয়ে নিজেরাই নিযামুদ্দিনের কথা অনুসারে পরিচালনা করব।



সব জায়গায় এ ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে; বরং এখন তো পরিলক্ষিত-ও হচ্ছে যে, এই বিশ্বকল্যাণের কাজ ও আলমি মেহনত নিজের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। ইতোমধ্যে বিচ্যুতি শুরুও হয়ে গেছে। এতোদিন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে আসা পুরনো সাথীরা প্রচণ্ড চিন্তায় পড়ে গেছেন যে, হচ্ছে-টা কী? আপনার সম্বন্ধে মানুষ এমন এমন মন্তব্য করছে যে, সেগুলো কাগজের ওপর লিখতেও পারছি না। তবে نقل کفر کفر نباشد (কারো কুফরি কথা নকল করা কুফরি নয়) ভিত্তিতে কিছু মন্তব্য তুলে ধরছি। কেউ বলছে, 'এ লোকের ওপর যাদুটোনা হয়েছে।' 'যাদুর কারণে উল্টা-পাল্টা বকছে।' 'জেনে-না জেনে কারো কলের পুতুল হয়ে কাজ করছে।' 'এ লোকটি বিক্রি হয়ে গেছে।' 'এ লোকটির মাথায় বুদ্ধি কম। বুদ্ধি থাকলে কি এভাবে নিজের বাপ-দাদার লাগানো বাগান ধ্বসং করার কাজে উঠে-পড়ে লাগে!' 'মাদরাসার সিঁড়ি ভেঙ্গে মাদরাসার অংশ নিজের ঘরের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছে।' 'এ লোক আত্মসাৎকারী।' ইত্যাদি

**৭.**

হযরতজি রহ. এর মনোনীত আলমি শূরা —আপনি নিজেও যে শূরার একজন সদস্য— হযরত রহ. এর ইনতিকালের পর দুটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। একটি হলো, নিযামুদ্দিনের কোনো দায়িত্বশীল বাইআত করাবেন না। নিযামুদ্দিনে বাইআতের কাজ চলবে না। এই সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান দেখিয়ে মাওলানা যুবাইরুল হাসান রহ. সারা জীবন কাউকে বাইআত করাননি। যদিও বিভিন্নজন অনুরোধ-অনুনয় করেছিলো; কিন্তু তিনি সবসময় এ উত্তর দিতেন যে, মাশওয়ারায় নিষেধ করা হয়েছে।

তাঁর ইনতিকালের পরপরই আপনি বাইআত শুরু করে দিয়েছেন এবং মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর হাতে বাইআত নিচ্ছেন। (আপনি যার মুজায নন)। প্রতিদিন মাগরিবের পর আপনার কামরার সামনে একদল মানুষ সমবেত হয়। গোটা মসজিদ দেখতে পাচ্ছে, এখানে কী হচ্ছে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ছিলো, নিযামুদ্দিন, রায়বেন্ড ও কাকরাইলে কোনো বিষয় চালু করার পূর্বে তার ওপর আলমি শূরা একমত হওয়া আবশ্যক। (এই সিদ্ধান্তের ওপর আপনারও দস্তখত রয়েছে। আপনি উপর্যুক্ত সবগুলো বিষয় শূরার মাশওয়ারা ছাড়াই চালু করে দিয়েছেন। যাবতীয় বিশৃঙ্খলার এটাই একক (বড়) কারণ।

আলোচিত সবগুলো বেউসুলির কারণ হলো, মাশওয়ারা না করা ও আমলি অভিজ্ঞতার কমতি। কারণ, আপনি সাধারণ মেহনতে সময় দেননি এবং কারো সাহচর্য পাননি। দ্বিতীয় কারণ হলো, নেতৃত্বের এই অহমিকা যে, আমি আমির। আমার কাউকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। অথচ বাস্তবতা হলো, নিজে নিজে কেউ আমির হতে পারে না। বরং আহলুর রায়ের পক্ষ থেকে আমির বানানো হয়।

এখন যদি এসব জটিলতার নিরসন করতে হয়, যদি এই মেহনত ও মেহনতের সাথীদেরকে সঠিক পথের ওপর বহাল রাখতে হয় তাহলে একটাই সমাধান। তাহলো, নিজের ভুলগুলোকে 'আযিমত'—'প্রত্যয়' নাম না দিয়ে, কাজকারীদের অভিযুক্ত না করে, নেতৃত্বের অহমিকা থেকে বেরিয়ে, নেতৃত্বের ফেতনাকারীদের নিষেধ করে, মেহনতকারীদের সামনে নিজের যাবতীয় ভুল থেকে রুজু করা। এবং নিজেকে মেহনতকারীদের একজন সাধারণ সদস্য মনে করে নিজের সত্তা ও মেহনতকে শূরা ও মাশওয়ারার অনুগত বানিয়ে নেওয়া।

আপনার একাকী বিভিন্ন সফরে যাওয়ার ওপরও মানুষ আঙুল তুলছে। আপনি যখন কান্ধলার বাংলোতে ছিলেন তখন সেখানে সন্দেহজনক কিছু মানুষের যাতায়াত নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কাজেই আপনি যদি এই মেহনতের হিফাযত চান, মেহনতকারীদের হিফাযত চান, আপনার নিজের হিফাযত চান তাহলে আপনি নিজেকে শূরা ও মাশওয়ারার অনুগত বানিয়ে দিন।

পূর্ববর্তী চিঠিতে আপনার সামনে শূরার যেই নামগুলো পেশ করা হয়েছিলো অর্থাৎ মাওলানা সাদ সাহেব, মাওলানা ইবরাহিম সাহেব, মাওলানা ইয়াকুব সাহেব ও মাওলানা আহমদ লাট সাহেব; আমরা সবাই নিবেদন করছি যে, সেই সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন শুরু করে দিন। অর্থাৎ নিযামুদ্দিন মারকাযে এই চার হযরত পালাবদল করে একেক সপ্তাহ ফয়সাল—সিদ্ধান্তদাতার দায়িত্ব পালন করবেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের ও পুরো উম্মাতে মুসলিমার সমস্ত যোগ্যতা দ্বীনের প্রচার-প্রসারের কাজে কবুল করুন। যাবতীয় দুর্বলতা নিজ অনুগ্রহে দূর করে দিন। এই সুউচ্চ ও মুবারক মেহনত নিরাপদ রাখুন, বড়দের চালু



করা মানহাজের হিফাযত করুন। এই কল্যাণকর মেহনতের মাধ্যমে উম্মতে মুসলিমাকে কিয়ামত পর্যন্ত উপকৃত হওয়ার তাওফিক দিন। আমীন।

ওয়াস-সালাম

**প্রেরক**

১. ফারুক আহমদ, ব্যাঙ্গলোর
২. ডক্টর খালেদ সিদ্দিকি, আলিগড়
৩. মৌলভি মুহাম্মদ ইসমাঈল, গোধরা
৪. প্রফেসর আবদুর রহমান
৫. মৌলভি আবদুর রহমান রোমাঈ
৬. প্রফেসর সানাউল্লাহ খান আলীগড়

**চিঠি : ৬**

## শূরার শূন্যপদ পূরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে হাজি আবদুল ওয়াহাব ও মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে বিভিন্ন আরবদেশের যিম্মাদারদের চিঠি

[প্রেরণের তারিখ : নভেম্বরের প্রথমার্ধ ২০১৫]

শায়খ আবদুল ওয়াহহাব ও শায়খ সাদ সাহেব সমীপে,

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, আমাদের ওপর যাঁর অগণিত-অসংখ্য নিআমত রয়েছে। আমাদের পক্ষ থেকে দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম মানব, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সর্দার, আমাদের রাসূল ও প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

মহান আল্লাহ প্রলয়ঙ্কারী ফেতনাসংকুল এ যুগে আমাদের ওপর যেসব নিআমত বর্ষণ করেছেন, আমরা তার শুকরিয়া আদায় করছি যে, সেই মহান দয়ালু আল্লাহ পুনরায় হিদায়াত প্রসারের মেহনত জীবন্ত করেছেন এবং এই মেহনতের জন্যে এমন কিছু সদস্যকে চয়ন করেছেন যারা মেহনতের জন্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছে এবং এ পথে সব ধরনের সম্পদ ব্যয় করছে।

আমাদের ওপর মহান আল্লাহর আরেকটি নিআমত হলো, তিনি এই মেহনতের মাধ্যমে নববি আদর্শ অনুসারে মাশওয়ারার সুন্নাত আরেকবার জীবিত করেছেন। পরস্পরে সম্প্রীতি ও ঐক্য সৃষ্টি করেছেন এবং এর মাধ্যমে নিআমতের ভাণ্ডার পূর্ণ করে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহর তাওফিক ও দয়ার ফলে এই মেহনতের মাঝে এতোটাই বরকত বর্ষিত হয়েছে যে, আজ তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। দিন-দিন আমরা তা বৃদ্ধি পেতে দেখছি। কিন্তু একটি বিষয় আমাদেরকে সীমাহীন চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। এমনকি আমাদের চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছে। আর তা হলো, যেই মুরুব্বিদেরকে হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান



রহ. নির্বাচিত করেছিলেন তারা ইনতিকাল করেছেন। তাদের মধ্য হতে আপনারা দু'জন ব্যতিরেকে আর কেউ জীবিত নেই।

আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের কথা বাতাসে গুঞ্জন তুলছে। কেউ বলছে, সে অমুকের কাছ থেকে শুনেছে। কেউ বলছে, আমি অমুকের কাছ থেকে শুনেছি। অবস্থাদৃষ্টে আশঙ্কা জাগছে, না-জানি বিষয়টি আরো সামনের দিকে গড়ায় এবং মেহনতের উসুল নিয়ে পরস্পরে বিভেদ ও বিতর্কের দুর্ঘটনা ঘটে। এ কারণে আমরা আপনাদের দু'জনের কাছে নিবেদন করছি—

১. শূরার যে পদগুলো শূন্য হয়েছে, সেগুলো এমন হযরতদের মাধ্যমে আপনারা পূরণ করুন, যাদেরকে আপনারা এর যোগ্য মনে করবেন।

২. কোনো সদস্য ইনতিকাল করলে দ্রুত সেই পদে কাউকে নিযুক্ত করুন। যেন, সংখ্যা পরিপূর্ণ থাকে।

৩. উসুলি বিষয়গুলোর ব্যাপারে সর্বসম্মতিতে কিছু সিদ্ধান্ত নিন। যেগুলোর ব্যাপারে আমাদের দেশের প্রত্যেকেই বলছে, আমরা এর বিপরীত শুনেছি।

মহান আল্লাহ আপনাদের হায়াতে, দাওয়াতের মারকাযে মেহনতরত সঙ্গীদের হায়াতে, পৃথিবীর সমস্ত মুসলিমের হায়াতে বরকত দিন। লেখাটি নিম্নে স্বাক্ষরকৃত সঙ্গীদের সর্বসম্মতিতে পেশ করা হলো,

১. শায়খ রাশেদ আল-হাক্কান [কুয়েত]
২. শায়খ তহা আবদুস সাত্তার [মিসর]
৩. শায়খ হাসান আন-নাসর [মিসর]
৪. শায়খ ফাহাদ বিন হামদ আলে সানি [কাতার]
৫. শায়খ বিসাম তবারাহ [ফ্রান্স]
৬. শায়খ ইউনুস বিন তিউনুস [ফ্রান্স]
৭. শায়খ মুসতফা আন-নুহি [বেলজিয়াম]
৮. শায়খ উমর আল-খতিব [জর্ডান]
৯. শায়খ সালেহ মুকবিল [ইয়ামান]
১০. শায়খ ইউসুফ আল-মিসআরি [জেদ্দাহ]
১১. শায়খ গাসসান যারে' [মদিনা মুনাওয়ারাহ]
১২. শায়খ ফাযিল বিসউনি [জেদ্দাহ]

# দ্বিতীয় কিস্তি

## শূরার শূন্যপদ পূরণ ও তার পুনর্বহালের প্রয়াসে প্রেরীত চিঠি-পত্র



## এই কিস্তির চিঠিগুলোর বিশ্লেষণ

### চিঠি : ৭

যেমনটি পেছনের চিঠিগুলো পড়ে বুঝে আসে যে, মেহনতের কিছু পুরনো সাথী মাওলানা সাদ সাহেবের কাছে তিনবার লিখিত আবেদন পেশ করেছিলেন যে, তিনি যেন একটি শূরা গঠন করেন এবং সেই শূরার সমর্থন ব্যতিরেকে মেহনতের মানহাজের মাঝে কোনো নতুন বিষয় যুক্ত না করেন। কিন্তু এত বারংবারের চেষ্টা সত্ত্বেও যখন বিষয়টির কোনো সমাধানই হচ্ছিল না তখন ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে রায়ভেন্ডে অনুষ্ঠিত ইজতিমার সময় ইজতিমায় আগত বিভিন্ন দেশের যিম্মাদারদের তাকাযার পরিপ্রেক্ষিতে এবং তাদের উপস্থিতিতে শূরার শূন্যপদগুলো পূরণ করা হয়। ওই সময় মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব দামাত বারাকাতুহুম মেহনতের সকল সাথীকে অবহিত করার জন্যে একটি মূল্যবান চিঠি (এ বইয়ের চিঠি : ৭) লেখান। সবার সব ধরনের প্রয়াস সত্ত্বেও মাওলানা সাদ সাহেব ওই শূরা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দেন।

### চিঠি : ৮

নিযামুদ্দিনে ফিরে আসার পর মাওলানা সাদ সাহেব প্রথমে শূরার পুনর্গঠন অস্বীকার করেন; কিন্তু এক মাস যেতে না যেতেই ২০১৫ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সেই পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট শূরার মাঝে আরো চারজনকে যুক্ত করে একটি চিঠি মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেবের খেদমতে পাঠিয়ে দেন। ওই সময় ডক্টর খালেদ সিদ্দিকি সাহেব, যিনি তখন বাংলাওয়ালি মসজিদে মুকিম ছিলেন, একটি চিঠির মাধ্যমে (এ বইয়ের চিঠি : ৮) মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেবকে অবহিত করেন যে, এই শূরা কীভাবে ও কোন পদ্ধতিতে (বাইরে প্রহরা বসিয়ে, হাঙ্গামা বাঁধিয়ে) তৈরি করা হয়েছে।

## চিঠি : ৯

মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব ওই চিঠির জবাবে শূরার সদস্যপদে অতিরিক্ত সংযোজনকে নিষ্প্রয়োজনীয় ও অসমীচীন অভিহিত করে পূর্বের সেই কথাটি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেন যে, গঠিত শূরার অধীনেই পালা বদল করে ফয়সাল বদলে বদলে মেহনত করা হবে। হাজি সাহেবের এই চিঠিই এ বইয়ের নবম চিঠি।

## চিঠি : ১০

এরপর ২০১৬ এর জানুয়ারি মাসের ৮ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত টঙ্গি ইজতিমায় মেহনতের সকল পুরনো সাথী জমায়েত হন। তখন ইজতিমা শুরু হওয়ার একদিন আগে ৭ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে ডক্টর খালেদ সিদ্দিকি সাহেব আহলে শূরার সবাইকে একটি চিঠি (এ বইয়ের চিঠি : ১০) লিখে স্মরণ করিয়ে দেন যে, আপনাদের তেরো জনের মধ্য হতে যারা এখানে উপস্থিত আছেন, তারা প্রথমে পরস্পরে একত্র হয়ে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্য হতে একজনকে ফয়সাল বানিয়ে নিন, যেন এই নিযামের অধীনে ইজতিমা সংক্রান্ত সবগুলো উমুর তথা বিষয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। কিন্তু সেই চিঠি আমলে নেওয়া হয়নি। মাওলানা সাদ সাহেব যথারীতি নিজেই ফয়সাল হয়ে যান।

## চিঠি : ১১

ওই ইজতিমা সম্পন্ন হওয়ার পর রায়ভেন্ড থেকে আগত জামাতের সদস্যগণ ওই ইজতিমায় মাওলানা সাদ সাহেব প্রদত্ত বয়ানের কিছু কথার বিশ্লেষণ সম্পর্কে একটি চিঠি (এ বইয়ের চিঠি : ১১) মাওলানা সাদ সাহেবের কাছে প্রেরণ করেন।

## চিঠি : ১২

যেমনটি শূরার পুনর্গঠন সংক্রান্ত চিঠি (এ বইয়ের চিঠি : ৭) তে লেখা আছে যে, নিযামুদ্দিনের পাঁচ হযরত —যারা এই শূরার মাঝে আছেন— তারা নিযামুদ্দিনের শূরা হবেন এবং নিযামুদ্দিনের যাবতীয় উমুর



পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেবেন। এ কথাটিই মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব তার চিঠিতে (এ বইয়ের চিঠি : ৯) স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু সে কথা আমলে নেওয়া হয়নি। মাওলানা সাদ সাহেব পূর্বের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে নিজে একাই ফয়সাল হওয়ার ওপর জিদ ধরে বসে থাকেন। অথচ বাকি চার হযরত তখনও নিযামুদ্দিন মারকাযে পুরোপুরি অবস্থান করছেন।

তখন নিযামুদ্দিনের কিছু আকাবির মাওলানা সাদ সাহেবকে এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, তিনি যেন শূরা মেনে নেন। তারই ধারাবাহিকতায় ২০ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে ডক্টর মুহাম্মদ খালেদ সিদ্দিকি সাহেব একটি চিঠি (এ বইয়ের চিঠি : ১২) বাংলাওয়ালি মসজিদের শূরা সমীপে লিখে পাঠান।

## চিঠি : ১৩

এরপর ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে বাংলাওয়ালি মসজিদ দখলকারী একটি গোষ্ঠীর যাবতীয় ষড়যন্ত্রের সারাংশ লিখে দ্বিতীয় চিঠি (এ বইয়ের চিঠি : ১৩) বাংলাওয়ালি মসজিদের শূরা হযরত সমীপে লিখে পাঠান। যেখানে তিনি বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্যে শূরার যিম্মাদারির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং নিজস্ব অভিমত হিসেবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা পেশ করেন।

কিন্তু শত আফসোসের বিষয় হলো, এতসব প্রয়াস, চেষ্টা ও সাধনা সত্ত্বেও মাওলানা সাদ সাহেব শূরা মেনে নেননি এবং পূর্বের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বানানো গলত বিষয়গুলোকে নিযামুদ্দিনের ওপর চাপিয়ে দিতে গো ধরে বসে থাকেন।

**চিঠি : ৭**

## মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেবের পক্ষ থেকে শূরার শূন্যপদ পূরণের সংবাদ জানিয়ে চিঠি, তাবলীগের সকল সাথীদের উদ্দেশ্যে

[প্রেরণের তারিখ : ১৬ নভেম্বর ২০১৫]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহ তাআলা এ যুগে মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. এর মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে দ্বীনের পুনর্জাগরণের জন্যে বাহ্যিক মাধ্যম-উপকরণ ব্যতিরেকে নববি পদ্ধতি অনুসারে ব্যক্তিগত মুজাহাদা ও কুরবানির মাধ্যমে দ্বীনের মেহনত যিন্দা করার পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়েছেন। তাঁর ইনতিকালের পূর্বে খোদ মাওলানারই নির্দেশে তৎকালীন মুরুব্বিগণ পরস্পরে শলা-পরামর্শ করে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবকে যিম্মাদার নির্ধারণ করেন। তিনি মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ.-এর পদ্ধতি অনুসারে কুরআন কারিম, হাদিসে রাসূল, সীরাতে নববি ও সীরাতে সাহাবাহ রাদি.-এর বরকতময় জীবনের আলোকে এই মেহনতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি বিশ্ববাসীর সামনে সুস্পষ্টাকারে মেলে ধরেন। তিনি সার্বিক ভারসাম্য বজায় রেখে মেহনতের বিশদ বিবরণ ও চিত্র উম্মাহর সামনে উপস্থাপন করেন। তখন এই মেহনত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ.-এর ইনতিকালের পর শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া রহ. তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় মুরুব্বিদের পরামর্শে মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ.-এর হাতে এই বরকতময় মেহনতের দায়িত্বভার তুলে দেন। তিনি মেহনতের এই তরিকার সর্বোতভাবে হিফাযত করেছেন। তিনি ক্রমসম্প্রসারমান মেহনতের মাঝে আসল তরিকা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে সঙ্গীদের পরামর্শে বিভিন্ন দেশে শূরার তরতিব চালু করেন। কোথাও আমিরের সঙ্গে শূরা, কোথাও শূরার সদস্যবর্গের পালাবদল করে ফয়সাল— সিদ্ধান্তদাতা হওয়ার তরতিব জারি



করেন। এর পাশাপাশি পৃথিবীর দেশে দেশে দ্রুত বর্ধনশীল মেহনতকে পর্যবেক্ষণ ও মেহনতের মান উন্নত করার জন্যে নিজের সঙ্গে দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি শূরা যুক্ত করে নেন। যেই শূরা হযরতজি রহ. এর তত্ত্বাবধানে সব জায়গার শূরা ও মেহনতের সাথীদের আস্থা অর্জন করে কার্যক্রম পরিচালনা করতো। হযরতজি রহ.-এর ইনতিকালের পর এই শূরা পূর্বের সেই কর্মপন্থা অক্ষুণ্ন রেখে মেহনত অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়, যেই কর্মপন্থার ওপর পূর্বের তিন আকাবির মেহনত পরিচালনা করে এসেছেন।

২০১৫ সালের নভেম্বরে নিযামুদ্দিন, রায়ভেন্ড, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের পুরনো যিম্মাদার সঙ্গীরা এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন যে, হযরতজি রহ. কর্তৃক গঠিত শূরার শূন্য পদগুলো পূরণ করা দরকার। কেননা এই শূরার আট সদস্য ইতোমধ্যে ইনতিকাল করেছেন। স্রেফ দু'জন বাকি আছেন। তাহলে এই মেহনতের পথ ও পদ্ধতি নিরাপদ থাকবে। যখনই শূরার মাঝে কোনো সংযোজন বা পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হবে তখন তা এই শূরার পূর্ণ সম্মতিতে হতে হবে। যেন, সবার ঐক্য অক্ষুণ্ন থাকে। নিযামুদ্দিন, রায়ভেন্ড ও কাকরাইলে এই শূরার সম্মতি ব্যতিরেকে কোনো নতুন তরতিব চালু করা যাবে না। কখনো শূরার কোনো সদস্যপদ শূন্য হলে শূরার অবশিষ্ট সঙ্গীগণের মধ্য হতে কমপক্ষে দু-তৃতীয়াংশ সদস্যের মঞ্জুরিসাপেক্ষে সেই শূন্যতা পূরণ করা যাবে। যেন, শূরার অস্তিত্ব বহাল থাকে এবং এই মুবারক মেহনত উম্মতের মেহনত ও সর্বমিলিত মেহনত হিসেবে বাকি থাকে।

সব জায়গার পুরনো যিম্মাদারদের সঙ্গে মতবিনিময় ও অভিমত নেওয়ার পর এই শূরার মাঝে মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহহাব সাহেব মাদ্দা যিল্লুহু ও মাওলানা সাদ সাহেব মাদ্দা যিল্লুহুর সঙ্গে নিম্নের সাথীদেরকে যুক্ত করা হলো। ইনশাআল্লাহ, এখন থেকে আগামীতে এই শূরা তেরোজন সঙ্গী নিয়ে গঠিত থাকবে—

১. মাওলানা ইবরাহিম দেওলা সাহেব [নিযামুদ্দিন]
২. মাওলানা ইয়াকুব সাহেব [নিযামুদ্দিন]
৩. মাওলানা আহমদ লাট সাহেব [নিযামুদ্দিন]
৪. মাওলানা যুহায়রুল হাসান সাহেব [নিযামুদ্দিন]

৫. মাওলানা নযরুর রহমান সাহেব [রায়ভেন্ড]
৬. মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব [রায়ভেন্ড]
৭. মাওলানা আবদুল্লাহ খুরশিদ সাহেব [রায়ভেন্ড]
৮. মাওলানা যিয়াউল হক সাহেব [রায়ভেন্ড]
৯. কারি যুবায়র সাহেব [কাকরাইল]
১০. মাওলানা রবিউল হক সাহেব [কাকরাইল]
১১. ভাই ওয়াসিফুল ইসলাম সাহেব [কাকরাইল]

এই শূরার মাঝে নিযামুদ্দিনের যেই পাঁচ সাথী রয়েছেন, তারা নিযামুদ্দিনের শূরার মাঝে থাকবেন। এই শূরা নিযামুদ্দিনের যাবতীয় বিষয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিষ্পন্ন করবেন।

**– আবদুল ওয়াহহাব**
[আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন]

এই সিদ্ধান্তের ওপর যারা স্বাক্ষর করেছেন,

* মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব
* মাওলানা আহমদ লাট সাহেব
* মাওলানা ইবরাহিম দেওলা সাহেব
* ড. মুহাম্মদ খালেদ সিদ্দিকি সাহেব
* ভাই ফারুক আহমদ সাহেব
* ডক্টর সানাউল্লাহ সাহেব
* প্রফেসর আবদুর রহমান সাহেব
* মাওলানা নযরুর রহমান সাহেব
* মাওলানা ইহসানুল হক সাহেব
* মাওলানা ইসমাঈল গোধরা সাহেব
* মাওলানা তারিক জামিল সাহেব
* ভাই বখত মীর সাহেব
* ডক্টর রুহুল্লাহ সাহেব
* ভাই চৌধুরি মুহাম্মদ রফিক সাহেব



**চিঠি : ৮**

## মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব সমীপে
## ডক্টর খালেদ সিদ্দিকি সাহেবের
## একটি অবহিতকরণ পত্র

[প্রেরণের তারিখ : ৪ জানুয়ারি ২০১৬]

মুহতারাম ভাই আবদুল ওয়াহাব সাহেব হাফিযাহুল্লাহ

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

আল্লাহ তাআলা আপনাকে পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে জীবিত রাখুন। আপনার মুবারক ছায়া আমাদের সবার ওপর, পুরো উম্মতের ওপর দীর্ঘ কাল প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

আলহামদুলিল্লাহ, বিগত রায়ভেন্ড ইজতিমার সময় আপনার মুবারক হাতে একটি বিশাল কাজ সম্পন্ন হয়েছে যে, হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. কর্তৃক গঠিত শূরার মাঝে সংযোজন করে সদস্যসংখ্যা এখন তেরো (১৩)-তে উন্নীত হয়েছে। বাংলাওয়ালি মসজিদের পূর্বের শূরা যেই চার সদস্যের ইনতিকালের কারণে খতমই হয়ে গিয়েছিল, আপনি মাশওয়ারা দিয়ে বাংলাওয়ালি মসজিদের জন্যে পাঁচ সদস্যের শূরা পুনর্গঠিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে সব ধরনের কল্যাণ ও বরকত দিন। মেহনতের সকল সাথী আপনার এ উদ্যোগে আনন্দিত।

মৌলভি সাদ সাহেব রায়ভেন্ডে যা কিছু করেছেন, তা আপনার চোখের সামনেই ঘটেছে। এখানে এসে তিনি বেশ চিৎকার-শোরগোল করেছেন এবং এ কথা প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন যে, কোনো শূরা হয়নি। সব ভুল কথা। কিছু দিন পর হয়তো তার মনে হয়েছে বা কেউ তাকে বুঝিয়েছে যে, মেহনতের সকল সাথীদের পরামর্শ নিয়ে ভাই আবদুল ওয়াহাব সাহেব যেই শূরা গঠন করেছেন এবং পুরো আলম যা মেনে নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে আপনার এই হাঙ্গামা বাঁধানো ও চ্যালেঞ্জ ছোড়া

সমীচীন হচ্ছে না। তখন তিনি পায়তারা পরিবর্তন করে একটি নাটকীয় ভঙ্গিতে পাহারাদার বসিয়ে একটি মাশওয়ারা আয়োজন করেন। ওই মাশওয়ারায় বাংলাওয়ালি মসজিদের পাঁচ শূরার সঙ্গে নিজের পক্ষ থেকে চারজন 'ইয়েসম্যান' (তোষামুদে) শামিল করেছেন এবং সেই সংবাদ আপনাকে অবহিত করে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। পদের লোভ এতোটাই চড়ে বসেছে যে, বিলকুল অন্ধ হয়ে গেছেন এবং একের পর এক তাজ্জবভরা কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছেন।

অধমের ক্ষুদ্র অভিমত হলো, আপনার পক্ষ থেকে এই চিঠির উত্তর আসা দরকার যে, বাংলাওয়ালি মসজিদের শূরার মাঝে কোনো ধরনের সংযোজনের প্রয়োজন নেই। যেই পাঁচ সদস্য গঠন করা হয়েছে, তারাই সবাইকে সঙ্গে নিয়ে শলা-পরামর্শ করে আগের তরতিবে একেক জন একেক সপ্তাহের জন্যে পালাবদল করে ফয়সাল হয়ে মেহনত চালিয়ে যাবেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে খুব বেশি দুআর ইহতিমাম করবেন। অধম দুআ করছি যে, আল্লাহ যেন আগামীতে টঙ্গিতে সুস্থ শরীরে আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করান।

ওয়াস-সালাম

**ডক্টর খালেদ সিদ্দিকি সাহেব**

বাংলাওয়ালি মসজিদ, বসতি হযরত নিযামুদ্দিন, নয়া দিল্লি



**চিঠি : ৯**

## বাংলাওয়ালি মসজিদের শূরার মাঝে নয়া সদস্যের অন্তর্ভুক্তি নামঞ্জুর করে মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেবের একটি চিঠি

[প্রেরণের তারিখ : ৪ জানুয়ারি ২০১৬]

মুহতারাম জনাব মৌলভি মুহাম্মদ সাদ,
মৌলভি মুহাম্মদ ইয়াকুব,
মৌলভি ইবরাহিম দেওলা,
মৌলভি আহমদ লাট,
মৌলভি যুহায়রুল হাসান,

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দয়া ও করুণায় আশা করি, আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদ আছেন। ডিসেম্বরের ৮ তারিখে আপনাদের লেখা চিঠির শুধু ফটোকপি ২৫ ডিসেম্বর হাতে এসেছে। যেই চিঠিতে আপনারা নিযামুদ্দিনে শূরার পুনর্গঠনের ব্যাপারে লিখেছেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে সীমাহীন উত্তম বিনিময় দিন। আমিন।

যেমনটি চিঠি পড়ে অবগত হলাম যে, হিন্দুস্তানের উমুরকে কেন্দ্র করে আপনারা আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতার জন্যে কয়েকজন সাথীকে যুক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে আমার নিবেদন হলো, মৌলভি আবদুস সাত্তার মেহনতের ময়দানে এখনো পরিচিত নন। মৌলভি ইউসুফ এখনো কমবয়স্ক। মেহনতের প্রাথমিক অবস্থায় আছে। ফিলহাল এতো বড় যিম্মাদারি বহন করা তার জন্যে কঠিন হয়ে পড়বে। এ কারণে এ দু'জন যদি আম মেহনতের সঙ্গে চলে তাহলে সমীচীন হবে।

বিভিন্ন দেশের উমুরকে কেন্দ্র করে রায়ভেন্ডের ইজতিমা চলাকালে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে তিন দেশের তেরো (১৩) জন সঙ্গীকে

নিয়ে যেই জামাত গঠন করা হয়েছে সেখানে নিযামুদ্দিনের শূরার জন্যে মনোনীত পাঁচ সঙ্গীই নিযামুদ্দিনের যাবতীয় উমুর সম্পর্কে পালাবদলক্রমে ফয়সাল হবেন।

ইনশাআল্লাহ, এভাবে মেহনত করে হলে তা পরস্পরের মাঝে মিল-মুহাব্বত ও মেহনতের উন্নতির কারণ হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন এবং তার মর্জি অনুসারে মেহনত করার তাওফিক দিন। আমিন।

সকল সাথীর খেদমতে আমার মাসনুন সালাম ও দুআর দরখাস্ত।

**বান্দা মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব**
[আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।]



**চিঠি : ১০**

## জানুয়ারি ২০১৬ এর টঙ্গি ইজতিমায় 'ফয়সাল' নির্ধারণের ব্যাপারে শূরা হযরতগণ সমীপে ড. খালেদ সিদ্দিকি সাহেবের একটি অনুরোধমূলক চিঠি

[প্রেরণের তারিখ : ৭ জানুয়ারি ২০১৬ বৃহস্পতিবার]

প্রেরক
মুহাম্মদ খালেদ সিদ্দিকি
বর্তমান অবস্থানস্থল : টঙ্গি ইজতিমা, ঢাকা

মুহতারাম শূরা হযরত যীদা মাজদুকুম সমীপে
(যাঁরা এ সময়ে টঙ্গিতে অবস্থান করছেন)

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

১. তৃতীয় হযরতজি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. তাঁর জীবনের শেষ দিকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে দশ সদস্যের একটি শূরা গঠন করেছিলেন।

২. হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ খান সাহেব রহ. মরহুম হযরতজিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনি যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ আপনিই আমাদের আমির; কিন্তু যখন ও যেখানে আপনি থাকবেন না সেখানে মেহনতের তরতিব কী হবে?

৩. মরহুম হযরতজি এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'এই শূরার জামাত বা এদের মধ্য হতে যে ক'জন উপস্থিত থাকবেন তারা পরস্পরে পরামর্শ করে নিজেদের একজন ফয়সাল বানিয়ে নেবে।'

৪. হযরতের ইনতিকালের দ্বিতীয় দিন হযরত কর্তৃক গঠিত এই জামাত বাংলাওয়ালি মসজিদের মেহনত পরিচালনা করার জন্যে পাঁচ সদস্যের একটি শূরা গঠন করেন, যাঁরা পালাবদলক্রমে একেক সপ্তাহ ফয়সাল হয়ে মেহনত এগিয়ে নেবেন।

৫. হযরতজি রহ. কর্তৃক গঠিত শূরা জামাতের আটজন সদস্য ধীরে ধীরে আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। মহান আল্লাহ তাঁর সবাইকে রহমতের আঁচলে জড়িয়ে নিন। শুধু দু'জন জীবিত আছেন। এখন মাশওয়ারার মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহে শূরার সদস্যসংখ্যা তেরো-তে উন্নীত হয়েছে।

৬. বাংলাওয়ালি মসজিদের শূরা জামাত থেকে চারজন আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। কেমনযেন সেখানকার শূরাই খতম হয়ে গেছে। আল্লাহর অনুগ্রহে সেখানকার জন্যেও পাঁচ সদস্যের একটি শূরা গঠিত হয়েছে, যা পূর্বের তরতিবে মেহনত করবে।

৭. এখন যেহেতু আমরা সবাই টঙ্গিতে জুড়েছি, কাজেই অনুরোধ হলো, শূরার এই তেরো সদস্যের জামাত বা এঁদের মধ্য হতে যতজন এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁরা পরস্পরে পরামর্শ করে নিজেদের একজন ফয়সাল মনোনীত করে নেবে। যেন ব্যক্তিগত, সামষ্টিক, দেশী-বিদেশী যাবতীয় বিষয়ে তাঁর শরণাপন্ন হওয়া যায় এবং আমরা মেহনতের সাথীরাও জেনে নিতে পারি যে, এই জোড়ে আমাদের ফয়সাল কে?

এতটুকুই নিবেদন। আস সালাম....

**-ড. খালেদ সিদ্দিকি সাহেব**



**চিঠি : ১১**

## জানুয়ারি ২০১৬ এর টঙ্গি ইজতিমা চলাকালে মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে রায়ভেন্ড জামাতের হযরতদের পক্ষ থেকে একটি ওয়াদাহাতি [ব্যাখ্যামূলক] চিঠি

[প্রেরণের তারিখ : ১৭ জানুয়ারি ২০১৬]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

মুহতারাম মাওলানা সাদ সাহেব যীদা মাজদুহুম

[মহান আল্লাহ আপনাদেরকে, আমাদেরকে সন্তোষজনক ও সন্তুষ্টিদায়ক কাজ করার তাওফিক দিন]

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগ্রহে ইজতিমার উভয় পর্ব সফল ও সার্থক করুন। আল্লাহ তাআলা নিজ করুণায় এই ইজতিমা কবুল করে গোটা আলমের হিদায়াতের মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমিন।

টঙ্গি ইজতিমা চলাকালে আপনি কিছু কথা বলেছেন। সেই কথাগুলোর ব্যাপারে তখনই আমরা আপনার কাছ থেকে ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলাম; কিন্তু আপনি বলার সুযোগ দেননি। এজন্যে সেই কথাগুলোই লিখিত আকারে খেদমতে পেশ করছি—

১.

আপনি বলেছেন, 'কোনো কথার ওপর সবার ঐকমত্য সম্ভব নয়। ইখতিলাফ সত্ত্বেও ফয়সালের ফয়সালার ওপর সবার আশ্বস্ত হওয়া দরকার'। আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম বিনিময় দিন। আপনি যথার্থই বলেছেন। রায়ভেন্ডের বিগত ইজতিমায় মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব হাফিযাহুল্লাহ ফয়সাল ছিলেন। তিনি সবার রায় নিয়ে হযরতজি রহ. কর্তৃক গঠিত শূরার শূন্য পদগুলো পূরণ করে দিয়েছেন। খুবই উত্তম হতো, আপনি নিজেও সেই ফয়সালার ওপর রাজি হয়ে যেতেন এবং একমত না হওয়া সত্ত্বেও তা কবুল করে নিতেন।

আরো নিবেদন হলো, মাশওয়ারায় ইখতিলাফ দেখা দিলে সাথীদেরকে একই যেহেনে নিয়ে আসার চেষ্টা করার উত্তম উদাহরণও তো পাওয়া যায় এভাবে যে, ফয়সাল সাথীদের রায় শুনবে, একই যেহেনে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে এবং সবাইকে এই চেষ্টায় লাগিয়ে দেবে। এভাবে মেহনত করলে সবাই অনুগত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার অশেষ অনুগ্রহে আপনার সঙ্গীদের মাঝে এমন কজন ব্যক্তিত্ব আছেন, যাঁরা বছরের পর বছর হযরতজি মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. এর নেগরানিতে এই দাওয়াতি মেহনত শিখেছেন। মেহনতের বয়ানকারীদের সংশ্রবে থেকে তাদের কাছ থেকে বয়ানের অর্থ বুঝেছেন। খুবই উত্তম হতো, যদি সেই হযরতদের কাছ থেকে রায় নিয়ে সত্যিকারের ইত্তিফাক তথা ঐকমত্য তৈরি হতো এবং যে কথার ওপর সকল রায়দাতা হযরত একমত হবেন সেই কথাই সব হযরতের আন্তরিক ঐক্যের সঙ্গে মিম্বার থেকে বলা হতো। ইজতিমাইয়্যাত অবশ্যই গোটা উন্মতের একমত হওয়ার নাম নয়; কিন্তু ওই সকল হযরতের রায় উপেক্ষা করে সবার অন্তর এক জায়গায় একত্র করা যাবে না, যাদের সবগুলো জীবন এই মেহনতে কেটে গেছে। তাফসিরে উসমানির মাঝে فإذا عزمتَ এর ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহ. হযরত আলি রাদি. এর এ রেওয়ায়েত নকল করেছেন যে, 'আযম হলো, مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم [আহলুর রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করা, এরপর তাদের অনুসরণ করা।]

মাযমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে হযরত আলি রাদি. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লানের কাছে নিবেদন করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যে কথা আমরা কুরআন ও হাদিসে পাবো না, সেক্ষেত্রে আমরা কোন পদ্ধতি অবলম্বন করব?

উত্তরে তিনি বলেন, ফুকাহায়ে আবিদিন (সমঝদার ইবাদতকারীদের) সঙ্গে পরামর্শ করবে। ولا تمضوا فيه رأي خاصة অর্থাৎ কোনো বিশেষ এক্কাদোক্কার রায় জারি করো না।'

এরপর আপনি 'ইতাআত ও ইখতিলাফ'–'আনুগত্য ও ঐক্য'কে হযরত আবু বকর রাদি. ও হযরত উমর রাদি. এর ঘটনাবলি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে আপনার সমীপে আমাদের নিবেদন হলো, হযরত উমর রাদি. জীবনে অসংখ্যবার কুরাইশের লোকদের একত্র করেছেন,



আনসার সাহাবিদের একত্র করেছেন। এরপর পুরনো সাথীদের সঙ্গে পরামর্শ করে নানা উমূরে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমনকি তিনি কুরাইশের বৃদ্ধাদের কাছ থেকে রায় নিয়েছেন। এমনকি মোহরের মাসআলায় একজন মহিলা সাহাবির সতর্ক পরামর্শ শুনে নিজের ভুল স্বীকার করেছেন, পূর্বের অভিমত থেকে ফিরে এসেছেন এবং বলেছেন, বিষয়টি একজন মহিলা জানে; অথচ উমর জানে না।

যদিও এই তাবলীগি মেহনতের শুরুতে হযরত মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. মেহনত শুরু করা সম্পর্কে অন্যদের অভিমতের অপেক্ষা করেননি; কিন্তু হযরত তাঁর সময়কার আকাবির উলামায়ে কেরামের সামনে মেহনত পেশ করে তাদের সমর্থন অর্জন করেছেন। যেমনটি আপনি বলেছেন, তিনি যোগ্য আলেমদের একটি জামাত বানিয়ে নিয়েছিলেন, যা হযরতের বিভিন্ন নির্দেশনাকে নুসুসের মাঝে তালাশ করতেন।

যেমনটি আমরা পূর্বে নিবেদন করেছি যে, ইজতিমাইয়্যাত স্রেফ ফয়সালার মাধ্যমে হয় না; বরং সবার মাঝে ইত্তিফাক সৃষ্টি করার চেষ্টার পর প্রদত্ত ফয়সালার মাধ্যমে হয়। এর পাশাপাশি আরেকটি অপরিহার্য বিষয় হলো, এই ফয়সালা এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে আসতে হবে, যার ওপর যথারীতি আমাদের বড়গণ আস্থা জানিয়েছেন। বলুন, এ মুহূর্তে কে সেই ব্যক্তি, যার ওপর বড়গণ সেভাবে আস্থা জানিয়েছেন? এমতবস্থায় আহলুর রায় কারা, তা নির্ধারণ করা এবং তাদের একই যেহেনওয়ালা হওয়া জরুরি। এমনটি না হলে ইজতিমাইয়্যাত থাকে না। সম্ভবত এ কারণেই হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. শূরা গঠন করেছিলেন এবং সেই শূরার কাঠামো কয়েক সদস্যের ইনতিকালের পরও কার্যকর থাকে। মেহনতের ওপর সেই শূরার নেগরানি অব্যাহত থাকে। গত বছরের রায়ভেন্ড ইজতিমা চলাকালে সেই শূরার শূন্যপদগুলোর পূরণ সেই ধারাবাহিকতারই একটি অংশ ছিল।

২.

আপনি মারকাযের দিকে ফিরে আসার কথা আলোচনা করেছেন। এটাও ইজতিমাইয়্যাতের অনেক বড় উসূল। তবে এটা তখনই প্রভাব ফেলবে যখন মারকাযের পুরনো আহলুর রায় ও মেহনতের সত্যিকারী কর্মী একত্র হবেন। নয়তো যেমনটি আপনি নিজেই বলেছেন যে, মারকায শুধু ভবনের নাম নয়।

৩.

বাস্তবেই মামুলি অর্জনকে যথেষ্ট মনে করা এবং তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে বসা পড়া ব্যক্তিসত্তার মৃত্যুর নামান্তর। আপনি সবাইকে মেহনতের ময়দানে এগিয়ে নেওয়ার জন্যে যেভাবে জানতোড় শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন, তা নিঃসন্দেহে ঈর্ষণীয়। মেহনতের বিস্তৃতির পাশাপাশি মেহনত যেন অনুষ্ঠানসর্বস্ব হয়ে না ওঠে, সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু মেহনতের সেই তরতিব হিফাযত করাও জরুরি, যা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁর সাথী-সঙ্গীদের শিখিয়েছিলেন। কেমনযেন তিনি তাদের ওপর একটি আমানত রেখে গেছেন। হযরতজি ইউসুফ সাহেব রহ. এর আজীবনের সাথী হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. হযরতজিরই শেখানো মেহনতকে মেহনতের পুরনো সাথীদের মারফতে আগের সেই রুখের ওপর রেখেই সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি সবসময় এ কথাই বলতেন যে, 'হ্যাম তো লকির কে ফকির হ্যাঁয়'—'আমরা তো সেই পুঁজিহীন ফকির, যার শেখানো বুলির বাইরে নিজের কোনো জ্ঞান নেই।' হযরতজি তার যাবতীয় লেখা ও যাবতীয় বয়ানের মাধ্যমে কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা শুধু এই পুরনো সঙ্গীরাই জানেন ও বোঝেন। ইমাম মালেক রহ. تعامل أهل مدينة দ্বারা ওই সকল সমঝদার লোকদের আমল বুঝিয়েছেন, যাদের সমঝের আলোকে কুরআন ও হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা সামনে চলে আসে। যেভাবে যাহেরি শরিয়তের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদি. আইম্মাহ, ফুকাহা ও হাদীসের ব্যাখ্যাকারকদের অভিমতের আলোকে বোঝা জরুরি। এবং এই পথ থেকে সরা খুবই বিপদজনক; তদ্রূপ হায়াতুস সাহাবা-সহ হযরতজির বিভিন্ন বয়ান বোঝার জন্যে, যারা আমলের ময়দানে হযরতের সঙ্গে বছরের পর বছর চলেছেন, ওই সকল সাথীর সমঝের সহায়তা নেওয়াও জরুরি। পৃথিবীর কোনো বাতিল ফেরকা ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের মতাদর্শ ছড়াতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইসলামের প্রথম যুগের নিখাদ কর্মীদের কর্মপন্থা এড়িয়ে নিজেরাই নিজেদেরকে প্রথম যুগের বিভিন্ন ঘটনাবলির প্রকৃত ব্যাখ্যাকারক বানিয়ে উপস্থাপন না করবে। এ কারণেই দেখা যায়, পুরনোদের সঙ্গে মুযাকারা ও পরামর্শ না করে এমন কথাবার্তা —যেগুলোকে আপনি আপনার বক্তব্য অনুসারে হায়াতুস সাহাবা ও অন্য হযরতদের বয়ান থেকে আহরিত দাবি করেছেন— সেগুলো জনসাধারণের সামনে বলে বেড়ানোর কারণেই যাবতীয় অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে।



৪.

আপনি হযরত আবু বকর রাদি. এর জমিনের ব্যাপারে পর্চা লিখে দেওয়ার কাহিনি বয়ান করেছেন, যেখানে হযরত উমর রাদি. সেই পর্চা ছিড়ে ফেলে দেন। এর বিপরীতে আপনি আপনার অধিকাংশ বয়ানের মাঝে হযরত আবু বকর রাদি. এর সেই ঘটনা বর্ণনা করে থাকেন, যেই ঘটনায় হযরত উমর রাদি. এর ওই সময়কার ইখতিলাফ সত্ত্বেও আবু বকর রাদি. উসামা রাদি. এর নেতৃত্বে সৈন্যদল পাঠিয়ে ছিলেন। আপনি এ ঘটনাটি এমন সময় বর্ণনা করছেন, যখন আপনার কাছে মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব হাফিযাহুল্লাহুর লেখা চিঠি এসেছে। যেখানে আপনাকে পালাবদলক্রমে ফয়সালা করতে বলা হয়েছে। আপনি ঠিক এ সময় উসামা রাদি. এর সৈন্যদল প্রেরণের ঘটনা বর্ণনা করে সবার এই মানসিকতা বানাতে চাচ্ছেন যে, ফয়সালাকারীদের জন্যে শূরার রায়ের প্রয়োজন নেই। অথচ উসামা রাদি. এর নেতৃত্বে সৈন্যদল প্রেরণের বিষয়টি মানসুস। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ দিকে বলেছিলেন, إنفروا جيش أسامة।

উপরের কথাগুলো আপনার সমীপে রেখে আমরা সবিনয় নিবেদন করছি যে, ১৯৯৯ সালে হযরতজি রহ. কর্তৃক গঠিত শূরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, নিযামুদ্দিন, রায়ভেন্ড ও কাকরাইলে কোনো নতুন তরতিব চালুর পূর্বে অবশ্যই এর ওপর হযরতজি রহ. কর্তৃক গঠিত শূরার একমত হওয়া জরুরি। ওই শূরার একজন সদস্য হিসেবে আপনিও সেই সিদ্ধান্তের ওপর দস্তখত করেছিলেন। সেহেতু দরকার ছিল, মুনতাখাব আহাদিস, দাওয়াত তালীম ও ইসতিকবাল এবং এ জাতীয় জিনিসগুলো, যা আপনি নিযামুদ্দিনে শুরু করেছেন, এর পাশাপাশি আপনি বাইআতের যেই সিলসিলা চালু করেছেন, সেগুলো শূরার সামনে পেশ করলেই সমীচীন হতো। কেননা অঙ্গীকার রক্ষা করা ও ওয়াদা পূরণ করা প্রত্যেকের শারঈ ও দ্বীনী দায়িত্ব।

সংক্ষেপে কিছু কথা আপনার খেদমতে নিবেদন করা হলো এ আশায় যে, আপনি আপনার মহানোচিত গুণাবলির বদৌলতে সেগুলোর ওপর অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করবেন। যদি আমাদের কোনো কথা আপনার নাজুক মননের কাছে অপ্রিয় মনে হয়, সেগুলোর জন্যে আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।

ওয়াস-সালাম। **টঙ্গিতে অবস্থানরত রায়ভেন্ডের জামাত**

**চিঠি : ১২**

## শূরাভিত্তিক নিযাম কার্যকর ও মেহনতের পদ্ধতি সংক্রান্ত উসূল মান্যতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাংলাওয়ালি মসজিদের শূরা হযরাত সমীপে হযরত সমীপে ড. খালেদ সিদ্দিকি সাহেবের চিঠি

[প্রেরণের তারিখ : ২০ জানুয়ারি ২০১৬]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রেরক
মুহাম্মদ খালেদ সিদ্দিকি সাহেব
বর্তমান অবস্থান : মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলিগড়

বাংলাওয়ালি মসজিদের মুহতারাম শূরা হযরাত
যথাক্রমে মাওলানা ইয়াকুব সাহেব, মাওলানা ইবরাহিম সাহেব
মাওলানা আহমদ লাট সাহেব, মৌলভি মুহাম্মদ সাদ সাহেব
ও মাওলানা যুহায়রুল হাসান যীদা মাজদুকুম,

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ ও আশা করি যে, আপনারা সবাই সুস্থ-স্ববল আছেন।

**১.**

মৌলভি যুবায়রুল হাসান সাহেব রহ. এর ইনতিকালের পর কেমনযেন বাংলাওয়ালি মসজিদের শূরাই খতম হয়ে গেছে। শুধু একজন সদস্য মৌলভি মুহাম্মদ সাদ সাহেব রয়ে গেছেন। এক সদস্য দিয়ে শূরা হয় না। আমরা বাংলাওয়ালি মসজিদের খাদিমগণ রায় দিয়েছি; বরং একাধিকবার দরখাস্ত করেছি যে, এখনই মাওলানা ইয়াকুব সাহেব, মাওলানা ইবরাহিম



সাহেব ও মাওলানা আহমদ লাট সাহেবকে অন্তর্ভুক্ত করে চার শূরা মনোনীত করে তরতিব অনুসারে একেক সপ্তাহ ফয়সাল হয়ে মাশওয়ারা করুন; কিন্তু মৌলভি সাদ সাহেব সে প্রস্তাবে রাজি হননি; বরং তিনি একাই স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম ফয়সাল হতে জিদ চেপে বসে আসেন। পালবদল করে ফয়সাল হওয়ার ওপর তিনি বেশ অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এভাবেই লম্বা সময় অতিবাহিত হয়েছে।

**২.**

গত নভেম্বরে প্রতিবেশী দেশটির ইজতিমা চলাকালে মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব মাদ্দাযিল্লুহু প্রয়োজন মনে করে উপস্থিত সকল আহলুর রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে হযরতজি রহ. কর্তৃক গঠিত শূরার জামাতের মাঝে —যে জামাতের স্রেফ দু'জন রয়ে গেছেন— আরো এগারোজন যুক্ত করে তেরো সদস্যের শূরা জামাত বানিয়েছেন। যেখানে আপনি সেই পাঁচজনের একজন, যাদেরকে বাংলাওয়ালি মসজিদ নিযামুদ্দিনের শূরা মনোনয়ন করা হয়েছে। এই ফয়সালার ওপর সবাই সন্তুষ্টি ও স্বস্তি ব্যক্ত করেছে।

**৩.**

সফর থেকে ফেরামাত্রই তৎক্ষণাৎ এই সিদ্ধান্তের ওপর আমল করা দরকার ছিল। এই পাঁচ সদস্যকে পালবদলক্রমে একেক সপ্তাহের ফয়সাল হয়ে মাশওয়ারা করানো সমীচীন ছিল। কিন্তু মৌলভি সাদ সাহেব সেখানেও বিরোধিতা করেছেন এবং বাংলাওয়ালি মসজিদ ফিরে এসে 'ফয়সাল' হিসেবে দখল করে আছেন। মৌলভি সাদ সাহেবের এভাবে একক ও স্বতন্ত্র ফয়সাল হয়ে বসে থাকার ওপর আমি অধমের পূর্বেও সীমাহীন আপত্তি ছিল এবং শূরা গঠিত হওয়ার পরও তার ফয়সাল হয়ে বসে থাকার কারণে আমি চরম অস্বস্তি বোধ করছি। সেই অস্বস্তির কারণেই বাংলাওয়ালি মসজিদের প্রাত্যহিক মামুল মাশওয়ার মাঝে অংশগ্রহণ করতে পারছি না।

## ৪.

তদ্রূপ বিগত টঙ্গির ইজতিমায় পৌঁছে তেরো সদস্যের শূরা হযরতদের মধ্য হতে যে ক'জন সেখানে পৌঁছেছিলেন, তাদের সবাইকে একটি লিখিত পর্চার সাহায্যে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে, আপনাদের তেরো হযরতদের মধ্য হতে যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, তারা প্রথমেই পরস্পরে যোগাযোগ করে একটি পারস্পরিক মাশওয়ারার মাধ্যমে নিজেদের একজন ফয়সাল বানিয়ে নিন, যেন তার অধীনে ইজতিমার যাবতীয় উমুর নিষ্পন্ন হয়; কিন্তু বান্দা জানতে পেরেছি যে, এই হযরতগণ যোগাযোগ করে ওই মাশওয়ারা করতে পারেননি এবং নিজের অভ্যাস অনুসারে মৌলভি সাদ সাহেব নিজেই ফয়সাল হয়ে বসে আছেন। মানসিক অস্বস্তির কারণে সেখানেও আমি কোনো মাশওয়ারায় শরিক হতে পারিনি। এই সব কার্যক্রম মাশওয়ারার পরিষ্কার লঙ্ঘন এবং এথেকে আমিরত্বের গন্ধ আসছে। এ জাতীয় কাজকর্মের ওপর থেকে আল্লাহর মদদ সরে যায়। এজন্যে আমি এক নাখান্দা বান্দা আপনাদের পাঁচ হযরতের কাছে অনুরোধ করছি যে, কালবিলম্ব না করে মাশওয়ারা অনুসারে পালাক্রমে একেক সপ্তাহের ফয়সালের দায়িত্ব পালন করুন। দুনিয়ার যেখানে যেখানে আল্লাহর অনুগ্রহে মেহনত হচ্ছে বাংলাওয়ালি মসজিদ থেকে সেই তরতিবে শূরা ও ফয়সালের নিধারণ হচ্ছে। কাজেই বাংলাওয়ালি মসজিদ থেকে তো সেই মেহনতের সর্বোত্তম নমুনা পেশ হওয়া দরকার।

## ৫.

নিজ বয়স, প্রবীণত্ব, কুরবানি, ধারাবাহিক মুজাহাদা ও তাজরেবার ভিত্তিতে এই উঁচু মেহনতের মাঝে হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব, মাওলানা ইয়াকুব সাহেব, মাওলানা ইবরাহিম সাহেব মাদ্দাযিল্লুহুর অবস্থান আমাদের সবার জন্যে 'সনদ' বা 'অথরিটি'। হাজি সাহেব আমাদের তিন হযরতজি রহ. এর যুগ দেখেছেন। তিন বুযুর্গের যিয়ারত, সংশ্রব, সঙ্গ ও আস্থা তিনি অর্জন করতে পেরেছেন। কেমনযেন তিনি এই তাবলীগি মেহনত আত্মস্থ করতে সমর্থ হয়েছেন। মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব, মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহিম সাহেব– এ দু' হযরত সহিহাইন অর্থাৎ মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব ও মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান সাহেবের



সবিশেষ আস্থাভাজন। এ সংবাদ শুনে অধম অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, মুহতারাম হাজি সাহেব তাঁর মারকায ও সঙ্গীদের ওপর নিয়মিত দৃষ্টি রাখেন যে, মসজিদের আমল থেকে এমন কোনো কথা যেন না বলা হয়, যা এই উঁচু মেহনতের মানহাজ ও উসূলের পরিপন্থী। যদি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন যে, সে মানহাজ পরিপন্থী কোনো কথা বলেছে, তখন হাজি সাহেব তাকে নির্জনে নিয়ে স্মরণ করিয়ে বুঝিয়ে দেন। তার ইসলাহ ও রাহবারি করেন।

আমার অনুরোধ হলো, মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহিম সাহেব ও মাওলানা ইয়াকুব সাহেবও বাংলাওয়ালি মসজিদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড, ফজরের পর থেকে বাদ ঈশা হায়াতুস সাহাবার তালীম পর্যন্ত, তদ্রূপ জামাত রওয়ানা, ফেরা ও কারগুজারির বয়ান এবং বিদেশি হালকাগুলোর নেগরানি করেন। এ দু হযরত যেন গভীর দৃষ্টি রাখেন যে, এ উঁচু মেহনতের মানহাজ পরিপন্থী কোনো কথা যেন বলা না হয়, কোনো কাজ যেন না ঘটে। তিন হযরতজির এই দীর্ঘ মুবারক আমলে মেহনতের যাবতীয় উসূল স্বচ্ছ ও পরিমার্জিত হয়ে সামনে চলে এসেছে। এখন আমাদের প্রত্যেককে তোতা পাখির মুখস্থ বুলির মতো সেই উসূল মুতাবেকই কথা বলতে হবে। যবানের প্রতিটি শব্দ সেই উসূল মুতাবেক হতে হবে।

এ দিকে বেশ কিছু দিন যাবত বাংলাওয়ালি মসজিদে এক্ষেত্রে বড্ড অসতর্কতা দেখা যাচ্ছে। যা নিয়ে অনেকেই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। বাংলাওয়ালি মসজিদের মাসআলা বড় গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক মাসআলা। এই উঁচু মেহনতের ব্যাপারে সারা দুনিয়া বাংলাওয়ালি মসজিদের কাছে রুজু করে, শরণাপন্ন হয়। পুরো আলম থেকে মানুষ এই মেহনত শেখার জন্যে এখানে আসে। তাবলীগের সকল সাথী-সঙ্গী এই মেনতের উসুল শিখতে ও আহরণ করতে এখানে আসে। কাজেই এই দু' হযরতের কাছে অধমের বিনীত নিবেদন হলো, আপনারা এ বিষয়টির ওপর মনোযোগ দিন।

## ৬.

হুজরার কামরা সংকীর্ণ হওয়ার কারণে মাশওয়ারার সব সাথীর সেখানে সংকুলন হয় না। কোনো ওজরের কারণে কারো আসতে দেরি হয়ে গেলে সে বসার জন্যে যুৎসই স্থান পায় না। উপবিষ্ট লোকদের মাথার ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যাওয়াটা অসুন্দর। এজন্যে বান্দার অভিমত হলো,

প্রতিদিনের মামুলের মাশওয়ারা যেন সেই হলে হয়, যেখানে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। যেমনটি মৌলভি সাদ সাহেবের অনুপস্থিতিতে হুজরা তালাবদ্ধ হওয়ার কারণে হলরুমে মাশওয়ারা হয়ে থাকে। হ্যাঁ, সীমারেখার সঙ্গে কোনো গুরুত্বপূর্ণ মাশওয়ারা থাকলে সেখান থেকে উঠে হুজরায় হতে পারে।

আরবি বর্ণমালার ক্রমানুসারে আপনাদের পাঁচ হযরতের প্রত্যেকে একেক সপ্তাহ পালাক্রমে মাশওয়ারার ফয়সালের তরতিব এভাবে হতে পারে,

১. মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহিম সাহেব
২. মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ লাট সাহেব
৩. মাওলানা যুহায়রুল হাসান সাহেব
৪. মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব
৫. মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব

ওয়াস-সালাম
**ড. খালেদ সিদ্দিকি**



**চিঠি : ১৩**

## বাংলাওয়ালি মসজিদে অসঙ্গত বাইআত ও অন্যান্য চক্রান্ত সম্পর্কে মারকাযের শূরা হযরাত সমীপে ড. খালেদ সিদ্দিকি সাহেবের একটি অবগতিমূলক চিঠি

[প্রেরণের তারিখ : ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রেরক
মুহাম্মদ খালেদ সিদ্দিকি সাহেব
বর্তমান অবস্থান : বাংলাওয়ালি মসজিদ,
হযরত নিযামুদ্দিন রহ. বসতি, নয়া দিল্লি-১১০১৩

বাংলাওয়ালি মসজিদের মুহতারাম শূরা হযরাত
যথাক্রমে মাওলানা ইয়াকুব সাহেব, মাওলানা ইবরাহিম সাহেব
মাওলানা আহমদ লাট সাহেব, মৌলভি মুহাম্মদ সাদ সাহেব
ও মাওলানা যুহায়রুল হাসান যীদা মাজদুকুম,

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

মৌলভি যুবায়রুল হাসান রহ. এর ইনতিকালের পর বাংলাওয়ালি মসজিদের শূরা কেমনযেন খতমই হয়ে গেছে। মেহনত সম্পর্কে কোনো মাসআলা কাউকে বলা কঠিন হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর অনুগ্রহে গত নভেম্বর মাসে যখন আপনাদের পাঁচ হযরতকে নিয়ে বাংলাওয়ালি মসজিদের শূরা পুনর্গঠিত হয় এবং পুরো দুনিয়ার মেহনতের রাহবারি ও নেগরানির জন্যে মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. দশ সদস্যের যেই শূরা গঠন করেছিলেন, যার স্রেফ দু' সদস্যই বর্তমানে জীবিত ছিলেন, সেই শূরার সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে এখন যেহেতু তেরো

সদস্যের শূরা গঠিত হয়েছে, কাজেই প্রয়োজন অনুভব করে আপনাদের সমীপে কিছু অনুরোধ পেশ করছি। আপনাদের কাছে আমি আশা করি, যেই ইখলাসের সঙ্গে এই আবেদনটি পেশ করছি, তার প্রতি আপনারাও আপনাদের পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করবেন।

## ১.

হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. ও হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ.— দু'জনেই ছিলেন বড় হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. থেকে ইজাযতপ্রাপ্ত। দু'জনেই নিজ নিজ সময়কালে এই উঁচু মেহনতের আমির হয়েছেন। তারা বাংলাওয়ালি মসজিদে বাইআত করতেন। তারা দু'জনেই বাইআতের সময় অঙ্গীকারের নবায়ন ও তাওবার পর অনেকটা এ ধরনের কথা বলতেন,

> 'বাইআত হচ্ছি আমি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. এর হাতে ইউসুফ/ইনআমের মাধ্যমে।'

হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর ইনতিকালের পর দ্বিতীয় দিন যখন শূরা মাশওয়ারার জন্যে একত্র হয় তখন তারা বাংলাওয়ালি মসজিদের মেহনত পরিচালনার জন্যে একটি পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট শূরা গঠন করে, যার সদস্যগণ পালাবদলক্রমে একেক সপ্তাহের ফয়সাল হয়ে বাংলাওয়ালি মসজিদের মেহনত পরিচালনা করবেন।

শূরা দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত নেয় যে, এখন থেকে বাংলাওয়ালি মসজিদে বাইআত স্থগিত থাকবে। তখন থেকে অদ্যাবধি বাইআত স্থগিত রয়েছে।

আমার মনে পড়ে, একবার আমি নির্জনে মরহুম মৌলভি যুবায়র সাহেবের কাছে আবেদন করেছিলাম, 'আপনার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে বাইআত করে নিন। আমি পূর্বে মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. এর কাছে বাইআতাবদ্ধ ছিল। তাঁর ইনতিকালের পর মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান রহ. এর কাছে বাইআত হয়েছি। এখন তাঁর ইজাযতপ্রাপ্ত খলিফাদের মধ্যে স্রেফ আপনি একাই আছেন। কাজেই আপনি আমাকে বাইআত করে নিন, যেন আমি শূন্য না থাকি।'

কিন্তু আমার সেই অনুরোধে মৌলভি যুবায়র রহ. সায় দেননি। অথচ ওই মুহূর্তে সেই হুজরায় শুধু আমরা দু'জনই ছিলাম। আমার অনুরোধের উত্তরে



তিনি বলেন, 'হযরতের ইনতিকালের পর শূরা মাশওয়ারা করে কোনো কল্যাণ সামনে রেখে বাইআত স্থগিত রেখেছে। আমি সেই শূরার একজন সদস্য। ওই মাশওয়ারায় আমি শরিক ছিলাম। শূরার সেই সিদ্ধান্তের কারণে বাইআত স্থগিত করে দিয়েছি। শূরার সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা ঠিক হবে না। তুমি হযরতের কাছে বাইআত হয়েছিলে। হযরত পড়ার জন্যে যেই অযিফা দিয়েছেন, তা আদায় করতে থাকো। অবশ্য এক্ষেত্রে কোনো রাহবারি চাইলে আমি হাজির আছি। কিন্তু শূরার মাশওয়ারার বিরোধিতা করে বাইআত নেওয়া আমার জন্যে সমীচীন হবে না।'

আমি যদ্দূর জানি, তিনি আজীবন কাউকে বাইআত করেননি। খুব দ্রুত পৃথিবীতে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর কবরের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

## ২.

মৌলভি যুবায়রুল হাসান সাহেব রহ. এর ইনতিকালের পর প্রথমে খানিকটা নিভৃতে, লুকিয়ে লুকিয়ে, গোপনীয়ভাবে; কিছু দিন পর প্রকাশ্যে মৌলভি সাদ সাহেব বাইআত শুরু করে দিলেন। তিনি একবার নিজেই আমার কাছে বিষয়টির খোলাসা করে অনেকটা এমন কথা বলেছেন যে, 'আমি বাইআত শুরু করেছি এ কারণে যে, বাইআত ব্যতিরেকে আনুগত্য সম্ভব নয়' অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত আমি উম্মতকে বাইআত না করব ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আমার অনুগত হবে না'। বাংলাওয়ালি মসজিদ ছাড়াও জোড় ও বিভিন্ন ইজতিমাতেও তিনি বাইআত করা শুরু করে দিয়েছেন। ভুপাল ও টঙ্গিতেও বাইআত করিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর জেলার লেহেরপুরে পুরনো সাথীদের যেই জোড় গত বছর আয়োজিত হয়েছে, সেখানে বাইআত হয়েছে। এমনকি লেহেরপুরের জোড়ে তো 'মৌলভি শরিফ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা' বাইআতের কথা ঘোষণা করে জানিয়ে দেয় যে, যারা বাইআত হতে চান তারা ঈদগাহে সমবেত হোন। সম্ভবত জোড়ের আয়োজনস্থলের কাছেই ঈদগাহ ময়দান। এ ঘটনা আমাকে সেখানে উপস্থিত কিছু মুখলিস সাথী অবহিত করেছেন। কেউ কেউ আমাকে ফোন করে জানিয়েছেন। কয়েকজন চিঠি লিখে জানিয়েছেন। দু' হযরতজি অর্থাৎ মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব ও মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান সাহেব রহ.

এর যুগে কখনই বাংলাওয়ালি মসজিদ অথবা কোনো ইজতিমায় এভাবে বাইআতের এলান হতে দেখা যায়নি।

## ৩.

মৌলভি সাদ সাহেবের এভাবে বাইআত করার ওপর আমার আপত্তি রয়েছে। কারণ হলো, যখন শূরা বাইআত স্থগিত করেছে এবং এখন পর্যন্ত স্থগিত হওয়ার সিদ্ধান্ত বহাল রয়েছে, তখন শূরার সিদ্ধান্তের বিপরীতে (যেই মাশওয়ারায় তিনি নিজেও উপস্থিত ছিলেন) বাইআত করাটা কি শূরার বিরুদ্ধাচরণ নয়? আমার মতে, এটি অবশ্যই শূরার নির্দেশ লঙ্ঘন। অথচ তাবলীগের এই উঁচু মেহনতের মাঝে আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম শূরার মাশওয়ারা অনুসারেই সম্পন্ন হয়।

এ বিষয়ে আমার দ্বিতীয় কথা হলো, মৌলভি সাদ সাহেব যেমন বড় হযরতজি রহ. এর যুগ পাননি, তাকে দেখেননি; বরং ওই সময় তো তিনি পৃথিবীতেই ভূমিষ্ঠ হননি, তেমনই তিনি তাঁর ইজাযতও পাননি। তখন কীভাবে তিনি আল্লাহর বান্দাদেরকে দিয়ে এ কথা বলাচ্ছেন যে,

.....

> 'বাইআত হচ্ছি আমি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. এর হাতে সাদের মাধ্যমে।'

বলুন, এ কাজটি কি তার জন্যে জায়েয হচ্ছে? বুযুর্গদের কিতাবে, তাঁদের মালফুযাতের মাঝে আমি পড়েছি যে, কেউ যদি কোনো আহলে হক বুযুর্গের ইজাযত না পায়, এরপরও সেই ওই বুযুর্গের নাম নিয়ে বাইআত করায় তাহলে তা সুলুকের লাইনে অনেক বড় খিয়ানত সাব্যস্ত হবে। বাংলাওয়ালি মসজিদে মাগরিবের নামাযের দুআর পর থেকে ঈশার আযান পর্যন্ত মামুলাত চলে। মসজিদের ভেতর উরদূতে বয়ান হয়। বিভিন্ন হালকা হয়। বিদেশি মেহমানদের আলাদা হালকাও ওই সময় হয়ে থাকে। এ সময় যেসব সাধারণ মানুষ বাংলাওয়ালি মসজিদে হাজির হয়, তাদের সেই হালকাগুলোয় শরিক হওয়া দরকার। কেননা তারা এ উদ্দেশ্যেই এসেছে। কিন্তু এর বিপরীতে দেখা যায়, হুজরার সামনে বেশ বড় জনসমাগম সালাম-মুসাফাহার জন্যে ভিড় লাগিয়ে বসে থাকে। আমাদের কানে এ সংবাদও এসেছে যে, ভেতরে মহিলাদের অংশ থেকে উৎসাহ



দিয়ে মেহমান মহিলাদেরকে মসজিদওয়ালা কর্মকাণ্ড থেকে উঠিয়ে মহিলাদের ভবনে ডেকে পাঠানো হয় এবং রশি ধরানো হয়। সেই রশির এক মাথা হুজরার রশির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। এভাবে প্রতিদিন মহিলাদেরকে বাইআতে যুক্ত করা হচ্ছে।

এই সিলসিলা অনেক ক্ষণ চলতে থাকে। এই চিৎকার-হাঙ্গামার আড়ালে মসজিদের আমল হারিয়ে যায়। যারা বয়ানে বসে তারা মনোযোগের সঙ্গে কথা শুনতে পারে না। বাংলাওয়ালি মসজিদের সবগুলো হালকার ওপর এর প্রভাব পড়ছে।

আমার কানে এ সংবাদও এসেছে যে, এই 'মৌলভি শরিফ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা' মানুষকে উৎসাহ দিয়ে, ফোন করে বাইআত হওয়ার জন্যে মসজিদে ডাকাডাকি করে। তারা বোঝায়, 'হযরতজি এখন আমাদের আমির। এসে তার হাতে বাইআত হয়ে যাও।' কিছু জায়গা, বিশেষত উত্তরপ্রদেশ থেকে অধমের কাছে এ সংবাদ এসেছে যে, এই 'মৌলভি শরিফ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা' মৌলভি সাদের আমির হওয়ার দাবি তুলে বেড়াচ্ছে। অনেকগুলো নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এই তথ্য ধারাবাহিকভাবে আমার কাছে এসেছে যে, এই 'মৌলভি শরিফ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা'-ই আমাদের এই উঁচু মেহনতের মানহাজ থেকে সরে নানা ধরনের নতুন কথা ছড়াচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, তাদের ওপর নতুন স্টাইলের তাবলীগ ইলহাম হয়েছে। যেই তাবলীগের সঙ্গে ইলয়াস রহ. এর সেই তাবলীগের কোনো ন্যূনতম সম্পর্ক নেই, যেই তাবলীগ আজ থেকে সত্তর-আশি বছর পূর্বে মদিনা মুনাওয়ারার উপহার রূপে উম্মতের পুনর্জাগরণ ও গোটা মানবতার হিদায়াতের বার্তা হিসেবে পাঠানো হয়েছিল।

অধমের মতে, এ সকল অনাচারের যিম্মাদার খোদ মৌলভি সাদ সাহেব। তার কাছ থেকেই আস্কারা পেয়ে এবং তার মুখ থেকে এই নয়া তাবলীগের কথা শুনে এই 'মৌলভি শরিফ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা' নতুন তাবলীগকে শরিয়াত, সীরাত, সুন্নাত ও হায়াতুস সাহাবার পবিত্র পরিভাষাগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে প্রচার করছে।

গত বছর আমাদের প্রতিবেশী দেশের ইজতিমাগুলোতে আরব দেশগুলোর মেহনতের সাথীরা এসেছিলেন। তারা এবং আরো কিছু দেশের সাথীরা আমার কাছে এসে হালত শুনিয়েছি যে, আমাদের দেশে যেসকল জোড় ও

ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সেখানে বাংলাওয়ালি মসজিদ থেকে যেসব জামাত পাঠানো হয়, ওই জামাতের মাঝে 'মৌলভি শরিফ ও তার সাঙ্গপাঙ্গ' শ্রেণির লোক থাকে। তারা আমাদের দেশে উসুলের নামে এমন কিছু নতুন নতুন কথা বলে বেড়াচ্ছে, যা শুনে আমাদের অঞ্চলে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। মেহনতের সাথীদের মাঝে দুটি ভিন্ন যেহেন তৈরি হচ্ছে। আপনারা বিষয়টির ওপর মনোযোগ দিন এবং এ জাতীয় কর্মকাণ্ডের লাগাম টেনে ধরুন।' এই বিষয়গুলো খুবই দুঃখজনক। আমার কাছে যেই সংবাদগুলো এসেছে, তা এই চিঠিতে সংক্ষেপে লিখে দিলাম এবং ব্যক্তিপরিচয় উদ্ঘাটন না করে স্রেফ 'মৌলভি শরিফ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা' বললাম। ইনশাআল্লাহ, সাক্ষাতের সময় এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাব। তখন আমি এ কথাও স্পষ্ট করে জানাব যে, এখানে 'সাঙ্গপাক্ষ' বলে কাদের বুঝিয়েছি।

চিঠির শেষপ্রান্তে এসে আমি নিবেদন করছি যে, আমার চিঠির তথ্যগুলো আপনারা নিজেরাও অনুসন্ধান করুন। যদি সঠিক পান তাহলে আপনাকে আমার পক্ষ থেকে এ নোটিশ জানাচ্ছি যে, আপনারাও দায়িত্বশীল। আপনাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। বড় হযরতজি রহ. এর খলিফা ও ইজাযতপ্রাপ্তদের একজন ছিলেন মুনশি নাসরুল্লাহ সাহেব রহ.। তিনি সম্ভবত মুনশি বশির সাহেব রহ. এর বড় ভাই ছিলেন। আমি তাকে দেখেছি যে, বার্ধক্যের কারণে বাংলাওয়ালি মসজিদে কিয়াম করতে পারতেন না। কিন্তু মাঝে মাঝেই দেশের বাড়ি থেকে বাংলাওয়ালি মসজিদে চলে আসতেন। তাঁর কাছে বড় হযরতজি রহ. এর মালফুযাতের একটি হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি ছিল। সেখানে প্রচুর মূল্যবান মালফুযাত ছিল। আমি তার কাছ থেকে টুকে টুকে কথাগুলো আমার খাতায় লিখে রাখতাম। সেই নোটখাতা এখনো আমার কাছে আছে। সেই খাতায় আমি বড় হযরতের এই মালফুযাতটি পড়েছি,

> 'এই উঁচু মেহনতের এভাবে হিফাযত করবে, যেভাবে তোমরা তোমাদের কুমারি মেয়ের ইজ্জত ও সতিত্বের হিফাযত নিয়ে চিন্তিত থাকো'।

এ কারণে আজ আপনাদের ওপর এর যিম্মাদারি বেড়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ, সহজ-সরল উসুলের বরকতে এই উঁচু মেহনত সারা



পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই সব ধরনের মিশ্রণ ও ভেজাল থেকে এই মেহনতকে পবিত্র রাখা আমাদের দায়িত্ব। এ সম্পর্কে আমার কিছু প্রস্তাবনা হলো,

১. হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেবকে আপনারা সুরতহাল লিখে জানান। তিনি আমাদের সবার বড়। চাইলে বান্দার এই চিঠির অনুলিপিও তাকে পাঠাতে পারেন। তার কাছে আবেদন করুন যে, যেন তিনি ও শূরার অবশিষ্ট বারো (১২) সাথী কোনো তারিখে এই বাংলাওয়ালি মসজিদে আগমন করেন। যেন তারা বর্তমান চালচিত্র দেখে এর ওপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন। এই কাজ খুবই জরুরি।

২. মাওলানা ইফতিখারুল হাসান কান্ধলভি সাহেবকে অবহিত করুন যে, শূরার মাশওয়ারা লঙ্ঘন করে মৌলভি সাদ সাহেব বাইআত শুরু করে দিয়েছেন। সেই বাইআতের মাঝে তিনি বড় হযরতজির নাম নিয়ে নিজের ভায়ায় বাইআত করাচ্ছেন। ইনশাআল্লাহ, তিনি এ বিষয়ে রাহবারি করবেন।

৩. অধিকতর রাহবারির জন্যে নদওয়াহ, দেওবন্দ ও মাযাহিরুল উলূমের দারুল ইফতার শরণাপন্ন হোন। তাদের লিখুন যে, 'একটি প্রতিষ্ঠান, যা শূরার অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে। সেই প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যদি কোনো ব্যক্তি শূরার সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো পদক্ষেপ নেয় তাহলে তার বিধান কী হবে'?

ওয়াস-সালাম

**ড. খালেদ সিদ্দিকি**

# তৃতীয় কিস্তি

## নিজ অবস্থান স্পষ্ট করে আকাবির হযরতদের পক্ষ থেকে প্রেরীত চিঠি



## এই কিস্তির চিঠিগুলোর বিশ্লেষণ

### চিঠি : ১৪

৯ জুন ২০১৬ তারিখে মাহে রমাযান চলাকালে বাংলাওয়ালি মসজিদে সংঘটিত মারধরের ঘটনাটি বছরের পর বছর ইসলাহের চেষ্টায় নিরন্তর প্রয়াসরত আকাবির হযরতদের সমস্ত আশা-স্বপ্নের ওপর জল ঢেলে দেয়। এই মারকাযের চৌহদ্দির ভেতরে সমস্যার সমাধান হওয়ার সর্বশেষ সম্ভাবনারও মৃত্যু ঘটে। যার পরিপ্রেক্ষিতে এই হযরতগণ সেদিনেই নিযামুদ্দিন ছেড়ে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যান। এজন্যে তারা ২০১৬ এর জুলাই মাসে বাংলাওয়ালি মসজিদে অনুষ্ঠিতব্য দেশের ত্রৈমাসিক জোড়ে অংশগ্রহণের অপারগতা জানিয়ে সেই হযরতগণ একটি চিঠি (এ বইয়ের চিঠি : ১৪) লিখে মাওলানা সাদ সাহেবের কাছে পাঠিয়ে সেখানে তাদের চরম উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কথা অবহিত করেন।

### চিঠি : ১৫

প্রথম দিকে এ গুজব ছড়ানো হয়েছিল যে, বর্তমানের যাবতীয় বিশৃঙ্খলার একমাত্র কারণ, মাওলানা যুহায়রুল হাসান সাহেব কর্তৃক আমিরের দাবি। অথচ এটি চরম মিথ্যা গুজব ও অবান্তর অভিযোগ। এ কারণে ফেতনা থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে মাওলানা যুহায়রুল হাসান সাহেব ১৮ জুলাই ২০১৬ তারিখে সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে একটি চিঠি লিখেন। (এ বইয়ের চিঠি : ১৫।

### চিঠি : ১৬

দাওয়াত ও তাবলীগের এই আলমি মেহনতে প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানেরও বরাবর ভূমিকা রয়েছে; বরং আন্তর্জাতিক স্তরে তারা অনেক এগিয়ে গেছে। মাওলানা সাদ সাহেবের ভূমিকা ও নিযামুদ্দিনের পরিস্থিতির ওপর মনোক্ষুণ্ন হয়ে ২০১৬ এর হজ্জের সময় তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, পবিত্র হিজাযে

তাদের কাফেলা নিযামুদ্দিনের কাফেলা থেকে পৃথক অবস্থান নিয়ে হাজিদের মাঝে মেহনত করবে। মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব সেই সংবাদ জানিয়ে ২৩ জুলাই ২০১৬ তারিখে একটি চিঠি (এ বইয়ের চিঠি : ১৬) বাংলাওয়ালি মসজিদের শূরা হযরতের নামে প্রেরণ করেন।

## চিঠি : ১৭

যেসকল হযরত নিযামুদ্দিন ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তারা সবাই একমত হয়ে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ফিলহাল কোনো নতুন জামাত বানানো হবে না এবং কোনো নতুন মারকাযও প্রতিষ্ঠা করা হবে না; বরং মেহনতের সঠিক মানহাজ নিযামুদ্দিনের চৌহদ্দির বাইরে থেকে প্রতিষ্ঠা করবেন। মাদ্রাজে পুরনো সাথীদের জোড়ে (৩০ জুলাই ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত) দেশের প্রায় ২৫০ জন সাথী একত্র হন। ওই সময় সেই হযরতগণ এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন যে, 'আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত নিযামুদ্দিনে উপস্থিত হব না যতক্ষণ পর্যন্ত মাওলানা সাদ সাহেব এই তিন কথা মেনে না নেবেন,

১. শূরা মেনে নেবেন।
২. তার সমস্ত বয়ানে অসতর্কতা পরিহার করবেন।
৩. তিন হযরতজির প্রতিষ্ঠিত মানহাজ অনুসারে মেহনত করবেন।

সারা দুনিয়ার মেহনতের সাথীগণ, উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন যেহেতু বর্তমান পরিস্থিতির ওপর উদ্বিগ্ন, এজন্যে তাঁদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখে তাঁরা নিজস্ব অবস্থান পরিষ্কার ভাষায় অবহিত করার উদ্দেশ্যে একটি চিঠি (এ বইয়ের চিঠি : ১৭) বর্তমান পরিস্থিতির বিবরণ মেলে ধরেন।

## চিঠি : ১৮

রমাযান মাসেই হযরত মাওলানা ইবরাহিম সাহেব তাঁর বাৎসরিক অভ্যাস অনুসারে নিজ দেশে চলে গিয়েছিলেন। অপর সাথীগণের নিযামুদ্দিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরও মাওলানা ইবরাহিম সাহেব রমাযানুল মুবারক শেষে এ আশায় নিযামুদ্দিনে ফিরে আসেন যে, সম্ভবত আরো কিছু চেষ্টা চালিয়ে গেলে সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু তাঁর পরবর্তী সমস্ত উদ্যোগও



ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অবশেষে তাকেও নিযামুদ্দিন ত্যাগ করতে হয়। ওই সময় হযরত মাওলানা ইবরাহিম সাহেবের তরফ থেকে একটি ছোট্ট লেখা হোয়াটস-অ্যাপে ভাইরাল করা হয়। যার কারণে ১৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখে হযরত মাওলানা ইবরাহিম সাহেব তার নিজস্ব অবস্থান লিখিত আকারে দস্তখত সহকারে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন। (এ বইয়ের চিঠি : ১৮)। এর পাশাপাশি অডিওর মাধ্যমে তিনি সেই জাল লেখাগুলোও প্রত্যাখ্যান করেন, যা তার নামে মিথ্যা বয়ান দিয়ে ছড়ানো হয়েছে। ওই অডিওর বিষয়বস্তু ছিল এমন,

> আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
>
> বাংলাওয়ালি মসজিদ নিযামুদ্দিন মারকায থেকে আমার ফিরে আসা সম্পর্কে অনেকগুলো সংবাদ বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। যা নির্জলা মিথ্যা ও ভুল। আমি আমার অবস্থান স্পষ্ট করে ১৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখে একটি চিঠি লিখে দিয়েছে। ওই চিঠির ওপর আমার স্বাক্ষর রয়েছে। মেহনতের সাথীগণ তা পড়বেন।

## চিঠি : ১৯

হিন্দুস্তানের সবচেয়ে পুরনো হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব। যিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. ও হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর সংস্পর্শে থেকেছেন। তিনি ২৭ আগস্ট ২০১৬ তারিখে বর্তমান পরিস্থিতির ওপর নিজের অভিমত জানিয়ে নিজ অবস্থান লিখিত আকারে জানিয়ে দেন। সেই চিঠিই এ বইয়ের ১৯ নম্বর চিঠি।

## চিঠি : ২০

এর একদিন পর ২৮ আগস্ট ২০১৬ তারিখে হযরত মাওলানা আহমদ লাট সাহেবও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে হযরত মাওলানা ইবরাহিম সাহেবের চিঠির উপরেই কিছু কথা লিখে দেন। সেটাই এ বইয়ের ২০ নম্বর চিঠি।

এভাবে নিযামুদ্দিনের শূরার পাঁচ সদস্যের মধ্য হতে চার সদস্য, মাওলানা

ইয়াকুব সাহেব, মাওলানা ইবরাহিম সাহেব, মাওলানা আহমদ লাট সাহেব ও মাওলানা যুহায়রুল হাসান সাহেব নিজ নিজ অবস্থান লিখিত আকারে স্পষ্ট করে দেন এবং ফেতনা থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে নিযামুদ্দিনের সকল কার্যক্রম থেকে দূরত্ব গ্রহণ করেন।

## চিঠি : ২১

এহেন পরিস্থিতির কারণে দুঃখিত হয়ে মকক্কা মুকাররমা ও মদিনা মুনাওয়ারায় দীর্ঘদিন যাবত মেহনতকারী কিছু আরব মেহমান হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেবের নির্দেশে মাওলানা সাদ সাহেব ও নিযামুদ্দিন ত্যাগকারী হযরতদের মাঝে সমাঝোতার উদ্যোগ নিয়ে ১২ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে হিন্দুস্তানে আগমন করেন। কিন্তু প্রথমে এ সকল হযরতকে নিযামুদ্দিনে লাঞ্ছিত করা হয়। এরপর তাদেরকে মৃত্যুর ধমকি দেওয়া হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে পুলিশে রিপোর্ট করা হয়। গ্রেফতারি এড়াতে সেই হযরতগণ তৎক্ষণাৎ হিন্দুস্তান ত্যাগ করে চলে যান। এভাবে তাদের সমগ্র উদ্যোগও ব্যর্থতায় পর্যবাসিত হয়। সেই হযরতগণ ১৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে তাদের কারগুজারি লিখে জানিয়ে দেন। সেই লেখাই এ বইয়ের ২১ নম্বর চিঠি।



**চিঠি : ১৪**

## ইন্ডিয়ার জোড়ে অংশগ্রহণের অপরাগত জানিয়ে মাওলান সাদ সাহেব সমীপে কয়েকজন পুরনো সাথীদের চিঠি

[প্রেরণের তারিখ : ১৭ জুলাই ২০১৬]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

শ্রদ্ধেয় হযরত মাওলানা সাদ সাহেব [মহান আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাকে এমন কাজ করার তাওফিক দিন, যা তিনি ভালোবাসেন ও যার ওপর সন্তুষ্ট হন।]

আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহ।

এই চিঠি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দাওয়াতের মহৎ মেহনত ও উম্মাহর কল্যাণকামিতা চেয়ে লেখা হচ্ছে।

বিগত কয়েক মাস ধরে নিযামুদ্দিন মারকাযের যেই হালত চলছে, তার কারণে কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল সুহৃদ ও উম্মাহর জন্যে হৃদয়ে অন্তর্জ্বালা পোষণকারী সকল মুসলমান অত্যন্ত ব্যথিত ও পেরেশান। তারা অস্থিরতা বোধ করছেন এবং উত্তরণের দুআ করছেন। এই উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে মেহনতের এবং নিযামুদ্দিনের শত বছরের পবিত্রতা পদদলিত হচ্ছে।

এ সকল ফ্যাসাদের কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে, এটি দু'জন ব্যক্তিত্ব ও তার সমর্থকদের মাঝখানে নেতৃত্বের লড়াইয়ের কারণে হচ্ছে। অথচ বাস্তবতা হলো, এটি মানহাজ ও দৃষ্টিভঙ্গির মতভিন্নতার মাসআলা। যেই মতভিন্নতা দূর করার অনেকগুলো প্রয়াস আমরা দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে আসছি। কিন্তু এখন আপনার সমর্থকেরা এ সমস্যাটি এমন কিছু লোকের হাতে তুলে দিয়েছে যারা কঠোরতার মাধ্যমে বলপ্রয়োগ করে নিজেদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে। এমন ধমকিও ছুড়ে দিচ্ছে যে, যারা মানবে না তাদের ওপর আমরা হাত তুলবো।

মূল সমস্যা হলো, মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. ও মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর সময়কার পুরনো সাথীরা চাচ্ছেন যে, এই মেহনত যেভাবে শূরার অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে, এভাবেই পরিচালিত হোক। আর আপনার সমর্থকেরা চাচ্ছে যে, আপনার নেতৃত্ব কায়েম হোক।

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ. এর একটি চিঠি আমরা মাকাতিব থেকে আমার কাছে নিয়ে এসেছি। সেই চিঠি পড়লে বুঝে আসে যে, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ. চাইতেন, আগামীতে এই মেহনত শূরার অধীনেই পরিচালিত হোক। কোনো ব্যক্তিবিশেষের মাধ্যমে কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়া নিয়ে তার দ্বিধা ছিলো। পৃথিবীর কোনো মানুষ দুর্বলতার ঊর্ধ্বে নন। যুগের অধপতনের সাথে সাথে ব্যক্তির দুর্বলতাও বেড়ে চলেছে। এর সমাধান হিসেবে মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ. মনে করেন, একদল সাথীর একটি জামাত সবসময় ময়দানে থাকবে। তাদের নেতৃত্ব ও রাহবারির মাধ্যমে এ কাজ পরিচালিত হবে। আমাদের সবার, দেশের বিভিন্ন প্রদেশের পুরনো সাথীদের এবং একই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন দেশের পুরনো সাথীদের এটাই মনোভাব।

আপনি এমন কিছু নতুন কাজ শুরু করে দিয়েছেন, যা আমাদের পূর্ববতী বড়দের যুগে ছিলো না। বিষয়গুলোর প্রতি বারবার আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। এগুলোর কারণে আমাদের ওয়াহদাতে কালিমা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সার্বিক কর্মকাণ্ড জাহান্নামমুখী হয়েছে। প্রতিটি প্রদেশে ঝগড়া হচ্ছে। মসজিদে-মসজিদে ঝগড়ার প্রভাব ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহ না করুন, আগামীতে এই মেহনত সেই আশঙ্কার সম্মুখীন হতে পারে যার ব্যাপারে মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ. সতর্ক করে গিয়েছিলেন যে, 'যদি এ কাজের মাঝে বেউসুলি করা হয় তাহলে যেই ফেতনা আসতে কয়েক শতাব্দী লাগার কথা, সেই ফেতনা কয়েক দিনের মধ্যেই চলে আসতে পারে।' যার পূর্বলক্ষণ ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত আপনি আপনার বয়ানের মাঝে এমন অনেকগুলো কথা বলে থাকেন যা সালাফ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মতাদর্শের



পরিপন্থী। আপনার সঙ্গীরাও সেই কথাগুলো নকল করে থাকেন। যা নিয়ে উলামায়ে কেরাম দুঃশ্চিন্তা বোধ করছেন যে, কাজের গতিমুখ কোন দিকে ছুটছে। অথচ আমাদের করণীয় ছিলো, আমরা মাসলাক ও মাসআলার ক্ষেত্রে জমহুর উলামায়ে কেরামের অনুসরণ করবো। আপনার বয়ানের মাঝে দ্বীনের বিভিন্ন শাখা ও ব্যক্তিত্বের ওপর সমালোচনা উঠে আসছে। অথচ বড়রা এই কাজের মাঝে কোনো ব্যক্তিবিশেষের সমালোচনা, ছিদ্রান্বেষণ ও প্রতিবাদ-প্রত্যাখ্যান করা থেকে নিষেধ করে থাকেন। আমাদের বড়রা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতেন। আহলে হকের সহায়তা, সমর্থন ও দুআর কাছে আমরা সবসময় মুখাপেক্ষী।

সবশেষে আমাদের নিবেদন হলো, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহ. এর ওপর আল্লাহ তাআলা কাজের ইলহাম করেছিলেন। মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. কুরআন-হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের ঘটনাবলির আলোকে এ কাজের প্রতিটি শাখার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. সেগুলোকে বিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল করেছেন। আমরা প্রত্যাশা করি, এই মেহনত তাঁদের নির্দেশিত পথে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করে চলুক। যদি কোনো ধরনের সংযোজনের প্রয়োজন অনুভূত হয় তাহলে তিন দেশের সম্মিলিত শূরার ঐক্যমতে হোক।

আমরা আমাদের জীবনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আমরা এ কথা স্পষ্ট করে দিতে চাচ্ছি যে, বর্তমান পরিস্থিতির ওপর আমরা সন্তুষ্ট নই। যার কারণে আমরা এবারের ত্রয়মাসিক মাশওয়ারায় উপস্থিত হতে পারছি না। এই মেহনত যেভাবে এতোদিন শূরার অধীনে পরিচালিত হচ্ছিলো, সেই পদ্ধতির ওপর বহাল রেখেই পরিচালিত হওয়া উচিত। নয়তো আমরা এবং দেশের সকল পুরনো সাথী আপনার সঙ্গে চলতে পারবো না। আমরা নিজেদের মতো করে আমাদের এলাকায় কাজ করে যাবো। দাওয়াত আমাদের জীবনের লক্ষ্য। তাবলীগ আমাদের সারা জীবনের কাজ। নিযামুদ্দিন আমাদের ঘর। পরিবেশ-পরিস্থিতি যখন ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আমরা হাজির হবো।

বর্তমানে সবখানের চিত্র হলো, পুরো দুনিয়াতে ব্যাপকাকারে এবং আমাদের দেশে বিশেষাকারে সব জায়গায় কাজের মেহনতি সাথীরা কাজের ফিকির ছেড়ে দিয়ে নিজেদের মজলিসে নিযামুদ্দিনের অবস্থা নিয়ে পরস্পরে কথাবার্তা বলছেন। এখন প্রতিটি মজলিসের বিষয়বস্তু নিযামুদ্দিন

হয়ে গেছে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে এই সমস্যা থেকে উদ্ধার করুন, আমাদেরকে কাজের ফিকিরের রুখে ফিরিয়ে আনুন। আমীন।

ওয়াস-সালাম

**১. মাওলানা ইসমাঈল** [গোধরা]
**২. মাওলানা আবদুর রহমান** [রুইয়ানা, মুম্বাই]
**৩. মাওলানা উসমান** [কাকুসি]
**৪. জনাব ফারুক আহমদ** [ব্যাঙ্গলোর]
**৫. জনাব মুহসিন সাহেব** [লাখনৌ]
**৬. জনাব সানাউল্লাহ খান** [আলীগড়]
**৭. জনাব প্রফেসর আবদুর রহমান** [মাদ্রাজ]

চিঠির অনুলিপি যাদের কাছে পাঠানো হয়েছে,

**১. মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব**
**২. মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব**
**৩. মাওলানা ইবরাহিম সাহেব**
**৪. মাওলানা আহমদ লাট সাহেব**
**৫. মাওলানা যুহায়রুল হাসান সাহেব**



**চিঠি : ১৫**

## আমির প্রার্থনার অপবাদের ব্যাপারে মাওলানা যুহাইরুল হাসান সাহেবের ওয়াদাহাতি [অবস্থানের ব্যাখ্যামূলক] চিঠি

[প্রেরণের তারিখ : ১৮ জুলাই ২০১৬]

তাবলীগের শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত সাথী-সঙ্গীগণ,
[আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে এমন কাজের তাওফিক দিন, যা তাকে সন্তুষ্ট করবে।]

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

হামদ ও সালাতের পর।

মেহনতের সঙ্গে যুক্ত সাথী-সঙ্গীগণ বিভিন্ন সময় আমাকে এ প্রশ্ন করেছেন ও ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছেন যে, আমি কি আমির হতে চাই? আমি কি নেতৃত্ব হাতে পেতে চাই? নিযামুদ্দিনের বিদ্যমান কলহের কারণ কি আমার আমিরত্ব-প্রার্থনা?

এ সম্পর্কে আমার নিবেদন হলো, আমি কখনই নেতৃত্বের লোভাতুর ছিলাম না। কারো কাছে নেতৃত্ব চাইনি কখনো। এ কাজ আমার পক্ষে কীভাবে সম্ভব, যেখানে আমার মরহুম আব্বাজান হযরত মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব জীবনে একটিবারের জন্যেও নেতৃত্ব দাবি করেননি এবং কারো কাছে নেতৃত্বের খায়েশ পেশ করেননি। বরং আজীবন তিনি স্থানীয় মাশওয়ারা ও আলমি মাশওয়ারার অনুগত থেকেছেন। সেখানে এত বড় দুঃসাহস আমার পক্ষে উপস্থাপন করা কীকরে সম্ভব! আমি তো আমার বুযুর্গ সঙ্গীদের একজন সহকারীমাত্র। আমি শূরার অধীনে থেকে, তাদের পরামর্শে মেহনত করা ও এই মেহনতের মাঝে জীবন অতিবাহিত করতে চাই। আমার বুযুর্গ সাথীদের মতো আমিও প্রত্যাশা করি, দাওয়াতের এই

মুবারক মেহনত শূরার অধীনে পরিচালিত হোক এবং বুযুর্গদের পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হোক। আল্লাহ আমাকে এর তাওফিক দিন এব সব সাথীদের কবুল করুন।

আমিন। ওয়াস-সালাম।

**বান্দা মুহাম্মদ যুহাইরুল হাসান**
১২ শাওয়াল ১৪৩৭ হি./১৮ জুলাই ২০১৬
তাবলীগি মারকায, বাংলাওয়ালি মসজিদ,
হযরত নিযামুদ্দিন, নয়াদিল্লি-১১০০১৩



**চিঠি : ১৬**

## হজের সময় ভিন্ন অবস্থানের সংবাদ জানিয়ে বাংলাওয়ালি মসজিদের শূরা হযরত সমীপে প্রতিবেশী পাকিস্তান মারকাযের চিঠি

[প্রেরণের তারিখ : ২৩ জুলাই ২০১৬]

১৮ শাওয়াল ১৪৩৭ হিজরি
২৩ জুলাই ২০১৬ ঈসায়ি

শ্রদ্ধেয় জনাব মৌলভি মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব,
মৌলভি মুহাম্মদ ইবরাহিম সাহেব, মৌলভি আহমদ লাট সাহেব,
মৌলভি সাদ সাল্লামাহু ও মৌলভি যুহাইরুল হাসান সাল্লামাহু!

আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।

আশা করি, ভালো ও সুস্থ আছেন এবং সৌহার্দ্যের সঙ্গে, পারস্পরিক সম্প্রীতির সঙ্গে দ্বীনের প্রচার ও আল্লাহর ঝাণ্ডা উঁচু করার মেহনতে দিন-রাত চেষ্টা করে চলেছেন। মহান আল্লাহ আমাদের সবার সুন্দর প্রয়াসগুলো কবুল করে সারা দুনিয়ার হিদায়াতের ফয়সালা করে দিন। আমীন।

এ বছর উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে হজের সফরে তিন দেশের কাফেলার এক জায়গায় অবস্থান করা কঠিন হয়ে পড়েছে। যার কারণে আমাদের মারকাযের সাথীরা পারস্পরিক পরামর্শ করে এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যিনি আমাদেরকে অর্থাৎ পাকিস্তানি হাজিদেরকে নিয়ে যাবেন, আমাদের সার্বিক অবস্থান, খাবার-দাবার, মিনা ও আরাফায় অবস্থান, ইত্যাদি তাঁর সঙ্গেই হবে। এর মাধ্যমে দেশের আইন-কানুনের চাহিদাও পূরণ হবে। আর আপনারাও আপনাদের দেশের লোকদের সঙ্গে অবস্থান করবেন!

বাকি রইলো মেহনতের বিষয়টি, তো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত হাজীদের পেছনে আমরা সবাই মেহনত করব। তাদেরকে আমাদের কাছে ডাকব। আমরাও তাদের কাছে যাব। কারণ, বনি আদমের প্রত্যেক সদস্যের পেছনে মেহনত করা পুরো উম্মতের দায়িত্ব। পুরো উম্মতের ওপরই প্রত্যেক সদস্যের যিম্মাদারি বর্তায়।

ইনশাআল্লাহ, এতে উভয় পক্ষের মঙ্গল হবে।

সকল সুহৃদের খেদমতে অধমের পক্ষ থেকে মাসনুন সালাম।

ওয়াস-সালাম।

**বান্দা মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব**

মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।



**চিঠি : ১৭**

## নিজ অবস্থান স্পষ্ট করে মেহনতের কয়েকজন পুরনো সাথী ও আকাবির হযরতের চিঠি

[প্রেরণের তারিখ : ৩০ জুলাই ২০১৬]

[যেহেতু চিঠিটি বেশ দীর্ঘ, এজন্যে চিঠির বিষয়বস্তু বোঝার সুবিধার্থে পুরো চিঠি সাত ভাগে পেশ করা হলো।]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

দাওয়াত ও তাবলীগের যিম্মাদার হযরত ও মিল্লাতের হামদরদি ভাইদের নামে,

### দুটি কথা

প্রথম কথা হলো, আল্লাহ তাআলার সামনে আমাদেরকে আমাদের প্রতিটি কথার হিসাব দিতে হবে। সেই ধ্যান ভাবনায় রেখে পুরো দুনিয়ার সামনে আমরা এ কথা স্পষ্ট করতে চাচ্ছি যে, তাবলীগের মেহনতে যুক্ত হওয়ার প্রথম দিন থেকেই নিযামুদ্দিন মারকাযের প্রতি যেই গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ মনের ভেতর জন্ম নিয়েছে তা আলহামদুলিল্লাহ, দিন দিন কেবল বেড়েই চলেছে। এই ভালোবাসা হৃদয়ে রেখেই বাঁচতে চাই। দুআ করি, সেই ভালোবাসার ওপরই আমাদের মৃত্যু হোক। কেননা নিযামুদ্দিন হলো এমন জায়গা, যেখানে আল্লাহর দিনের জন্যে শত সহস্র চোখ অশ্রু ফেলেছে, শত সহস্র আল্লাহওয়ালার শরীরের হাড় ক্ষয় হয়েছে। কিয়ামতের ময়দানে আমরা যেন তাদের সামনে মুখ দেখাতে পারি, আমাদের হাশর যেন তাদের সঙ্গে হয়, সেই দুআই করছি।

দ্বিতীয় কথা হলো, পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী কোনো ঈমানদারের ব্যক্তিসত্ত্বার সঙ্গে আমাদের কারো কোনো ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব নেই। আমাদের মনে প্রত্যেক ঈমানদারের জন্যে তার অবস্থান অনুসারে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা

রয়েছে। এই দু'টি কথার পাশাপাশি এমন কিছু বাস্তব চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই এ উদ্দেশ্যে যে, যেন কেউ কারো কথায় বিভ্রান্ত না হয়। নিযামুদ্দিনে এই মেহনতের বুনিয়াদ কী ছিল? আর সেই বুনিয়াদ কীভাবে ধুলিস্যাৎ করা হয়েছে, এ সম্পর্কে কিছু কথা উপস্থাপন করব।

## প্রথম দিন থেকেই এই মেহনতের বুনিয়াদ কী?

মেহনতের শুরু থেকেই নিযামুদ্দিনে এই উঁচু মেহনতের জন্যে যেই বুনিয়াদগুলো তৈরি করা হয়েছে, সেগুলো কারো কোনো মস্তিষ্কের উদ্ভাবন নয়; বরং এই বুনিয়াদগুলো কুরআন, সুন্নাহ, সীরাতে সাহাবা ও সমকালের আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গদের রাহবরিতে ও তাঁদের সংস্পর্শে তৈরি করা হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে, দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ যেন এই বুনিয়াদের মাধ্যমে গোটা দ্বীনের হাকিকত তথা মৌলিকত্ব জানতে পারে। শুধু এই উদ্দেশ্যেই ছয় সিফাতের মেহনত। যেগুলো ব্যতিরেকে মানুষের জীবনে আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণভাবে আসা অসম্ভব এবং যেগুলো এড়িয়ে বান্দার আমলের মাঝে হাকিকত সৃষ্টি করাও অসম্ভব।

যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি নিজেকে নবিওয়ালা আমলের ওপর উঠিয়ে না আনবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই সিফাতগুলো ওই ব্যক্তির জীবনে ফুটে উঠবে না। দাওয়াত, তালীম, ইবাদত ও আখলাক হলো সেই নবিওয়ালা মেহনত। পুরো উম্মতকে এই আমলগুলোর ওপর উঠিয়ে আনার জন্যে দুটি ময়দান গড়ে তোলা হয়েছে। একটি হলো, নকল ও হরকত। অপরটি হলো মাকামি মেহনত। যা হিজরত ও নুসরাতের খুব কাছাকাছি। মেহনতের এই পদ্ধতিকে আল্লাহর কাছে মকবুল করার জন্যেই অবশ্যই ইখলাসের সঙ্গে মাশওয়ারা করতে হবে এবং ইজতিমাইয়্যাত গড়ে তুলতে হবে।

এই মেহনত ও মেহনতের এই বুনিয়াদ নবুওয়াতের খুব কাছাকাছি। এ কারণেই হযরত মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. বলতেন, 'আমি দৃঢ়তার সঙ্গে এই মেহনতকে নবুওয়াতি মেহনত বিশ্বাস করি। এই মেহনতের মাঝে সাধারণ-অসাধারণ সবাইকে শরিক করা হোক। এমনকি মদ্যপ মাতালকেও তোষামোদ করে গলাগলি করে জড়িয়ে নিতে হবে। প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির যাবতীয় দুর্বলতার ওপর থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে তার



ভেতরের যোগ্যতাগুলোর মূল্যায়ন করে নম্রতা, কোমলতা, কল্যাণকামিতা ও ভালোবাসার আবেগ দিয়ে তার জান ও মাল আল্লাহর রাস্তায় লাগাতে হবে। বিশেষকরে উলামায়ে কেরাম, বুযুর্গ মাশায়েখ ও দ্বীনের অন্যসব শাখার ওপর মেহনতকারী হযরতদের কাছে খুবই আদবের সঙ্গে এ আবেদন করবে যে, আপনারা আপনাদের নিজ নিজ শাখায় থাকাবস্থাতেও যতটুকু সম্ভব হয় আমাদের সহযোগিতা করুন। এতটুকু না হলে কমপক্ষে আমাদের সমর্থন করুন ও দুআর মাধ্যমে মেহনতের শক্তি যোগান।

সংক্ষেপে এটাই হলো নিযামুদ্দিনের বুনিয়াদ। প্রথম দিন থেকে এই মেহনতকে এই বুনিয়াদের ওপরই তোলা হয়েছে। মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. এর মালফুযাত, মাকতুবাত (চিঠি-পত্র) ও তাঁর দ্বীনি দাওয়াত এবং এই মেহনতের মাঝে মাওলানার হাতে গড়া আস্থাভাজন উত্তরসূরি মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. ও মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ.এর কথাবার্তা, বইপত্র ও তাঁদের সংস্পর্শে গোটা জীবন অতিবাহিত করার মাধ্যমে আমরা মেহনতের এই বুনিয়াদগুলো শিখেছি।

## সেই বুনিয়াদ কীভাবে ধ্বংস করা হলো?

সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে মেহনতের সেই আসল বুনিয়াদগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করার ওপর জোর দেওয়ার পরিবর্তে আপত্তিকর বিভ্রান্তিকর কথা বলা শুরু হয়েছে। কখনো জনসাধারণকে 'আসবাব' এর নামে এই বিভ্রান্তিকর কথা শেখানো হচ্ছে যে, 'আল্লাহর প্রতি ইয়াকিন থাকা সত্ত্বেও সেই আসবাবের সঙ্গে নিজেকে জোড়ানোও এক ধরনের শিরক।' এই শিক্ষা পেয়ে অনেক অসুস্থ লোক চিকিৎসা গ্রহণ ছেড়ে দিয়েছে। অনেক পেশাজীবি তার পেশা ছেড়ে দিয়ে সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে।

কখনো কিতাবের নামে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। কখনো মসজিদ আবাদির মেহনতের নামে বিভ্রান্তিতে ফেলা হচ্ছে। কখনো গাশতের ভুল ব্যাখ্যা বয়ান করে সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর বিভিন্ন ঘটনা থেকে ভুল দলিল দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। কখনো মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর ত্রিশ বছরের মুদ্দতকে দাওয়াতের নামে সংগঠন অভিহিত করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। সর্বসাধারণের সামনে এ বয়ান করা হচ্ছে যে, 'মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. ও মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. এর যুগে

তাবলীগের মেহনত হয়েছে। তাদের পরবর্তীকালে এই মেহনত সংগঠনের রূপ ধারণ করেছে।'

এ ধরনের বয়ানের ফলে এখন এ ক্ষতি হয়েছে যে, একজন সাধারণ সাথীও অবলীলায় বলে বেড়াচ্ছে যে, মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. আগের দু' হযরতজির দাওয়াত নিজেই বুঝতে পারেননি। তিনি তার ত্রিশ বছরের আমলে এই মেহনতকে বরবাদ করেছেন।

এ ছাড়াও এখন এই নিযামুদ্দিনে তাবলীগের নতুন সাথীদের সামনে পুরনো সাথীদের লাঞ্ছিত-অপমানিত করা হচ্ছে। কখনো মেহনতের সকল সাথীর ওপর অভিযোগ উগড়ে দেওয়া হচ্ছে। কখনো মেহনতের সঙ্গে যুক্ত প্রফেসর সাহেবকে অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বলা হচ্ছে যে, এরা মেহনতকে সংগঠনে পরিণত করেছে। নতুন লোকদের সামনে পুরনো লোকদের আস্থা বিনষ্ট করা হচ্ছে। আরব ও আযমের পুরনো সাথীদের সীমাহীন প্রচেষ্টা ও মুজাহাদার পর যখন পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট নিযামুদ্দিনের শূরা ও তেরো সদস্য বিশিষ্ট আলমি শূরা গঠিত হয় তখন সেই শূরা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। সব জায়গায় এখন মেহনতের সাথীদের পরস্পরে ঝগড়া-কলহ বাঁধানো হচ্ছে।

এ সকল বিভ্রান্তিমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে সাধারণ সাথীদের মাঝে পারস্পরিক মতবিরোধ ও বিবাদ এতোটাই বেড়ে গেছে যে, খোদ নিযামুদ্দিনের ভেতর একাধিকবার চিৎকার, চেচামেচি, হৈ-হুল্লোড়, মারধর ও খুন-খারাবি পর্যন্ত ঘটেছে। অথচ এ সকল অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর অপরাধীসুলভ মৌনতা জানিয়ে অবস্থানগত সমর্থন জানানো হচ্ছে।

তদ্রূপ কখনো পুরো মাজমার সামনে উলামায়ে কেরামকে 'অকর্মণ্য, উলামায়ে সু' এবং তাদের বেতন-ভাতাকে বাজারি মহিলার উপার্জন থেকেও নিকৃষ্ট ঠাওরানো হচ্ছে। দ্বীনের অন্যসব প্রতিষ্ঠান ও শাখাকে স্রেফ আনুষ্ঠানিকতা সাব্যস্ত করা হচ্ছে। তার চোখে শুধু এই দাওয়াতি মেহনতই প্রকৃত সুন্নত। এর বাইরে যতো মেহনত আছে, সবগুলো রেওয়াজি মাত্র। সুগলোর মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার হয় না, বরং রেওয়াজের প্রচার হয়। অথচ বাস্তবতা হলো, গোটা দুনিয়াতে দ্বীনের যতো ফয়য রয়েছে, সবগুলোই এই দ্বীনি মাদরাসাসমূহের অবদান। মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. ও মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এই



মাদরাসার উৎস থেকেই ফয়েয হাসিল করেছেন। পুরো দুনিয়াতে উমুমি পর্যায়ে যেই দ্বীনদারি দেখা যাচ্ছে, তা এ সকল দ্বীনি প্রতিষ্ঠানেরই অবদান। যার মাঝে দাওয়াত ও তাবলীগের এই মেহনতও অন্তর্ভুক্ত। এর কারণ হলো, দ্বীনের প্রতিটি শাখার সঙ্গে যেই মেহনত যুক্ত, সেই শাখার সদস্যরা পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গেই সেই মেহনতের নিমগ্ন। বাকি কোনো শাখা বা প্রতিষ্ঠানে কোনো দুর্বলতা থাকতে পারে। নবুওয়াতের যুগ থেকে দূরত্বের কারণে দ্বীনের কোনো শাখাই দুর্বলতা থেকে শূন্য নয়।

## বর্তমান পরিস্থিতিতে মেহনতের সঙ্গে জড়িত সাথীদের পরস্পরে বিভেদ

এ ধরনের বিভ্রান্তিমূলক কথাগুলো ধারাবাহিকভাবে, বিশদাকারে নিযামুদ্দিনের মেম্বার থেকে বলা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ সেই কথাগুলো শোনার কারণে একটি বিশেষ মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠছে। এই নির্বুদ্ধিতার কারণে হক ও আহলে হকের সঙ্গে তাদের দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতির কারণে দূরদর্শী মনীষীগণ আশঙ্কা করছেন যে, এভাবে চলতে থাকে অনাগত ভবিষ্যতে এই মেহনত একটি বিশেষ ফেরকার রূপ ধারণ করতে পারে।

এ ধরনের বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের কারণে মেহনতের সাথীগণ কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একটি বড় অংশ এমন যে, তারা তাদের মানসিক সীমাবদ্ধতার কারণে এই কথাগুলোর কারণে মেহনতের লাভ হচ্ছে, না ক্ষতি হচ্ছে, তা বুঝতে পারে না। তারা ভুল হোক, আর শুদ্ধ হোক, প্রতিটি কথার ওপর বোগল বাজাচ্ছে। ব্যক্তিপূঁজার পরিণতিতে তাদের এই দশা হয়েছে।

মেহনতের সাথীদের আরেকটি অংশ মনে করছে, যদিও এ কথাগুলো ক্ষতিকর; কিন্তু বিষয়টি নিয়ে চুপ থাকাই ভালো।

তৃতীয় একটি অংশ আছে, যারা ভেতরে ভেতরে অস্থিরতা ও অস্বস্তি বোধ করছে।

সাথীদের চতুর্থ একটি দল মেহনতের এই ভুল গতিধারাকে শুদ্ধ করার পরিবর্তে নিজের পরিণতির কথা ভেবে বেখবর হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে।

সাথীদের মাঝে পঞ্চম একটি দল আছে, যারা এই গলত রুখের ওপর মাটি কামড়ে পড়ে আছে। এ সকল বিচ্যুতির পক্ষে ওকালিত করে। এমনকি দালালি করে নিজেকে ও অন্য সাধারণ সাথীদেরকে সেই ভুলের দিকে টেনে আনার কর্মযজ্ঞে আদাজল খেয়ে লেগে আছে। অথচ তার বোঝার দরকার ছিল, মৃত লাশের একমাত্র সমাধান মাটির নিচে দাফন দেওয়া। লাশের ওপর কর্পূর, পাউডার আর ফুল-হার পরিয়ে কখনই আত্মা ফিরিয়ে আনা যায় না।

সাথীদের এ সকল দুর্বলতার প্রথম কারণ, নিযামুদ্দিনের স্রোত। আর দ্বিতীয় কারণ ব্যক্তিপূঁজা। অথচ তাদের বোঝার দরকার ছিল, প্রতিটি জায়গার ও প্রতিটি বিষয়ের একটি নিজস্ব কোনো কথা বা তরতিব নেই। মককা-মদিনারও নিজস্ব কোনো বক্তব্য নেই। নিযামুদ্দিনেরও নিজস্ব কোনো বয়ান নেই। ব্যক্তি ও স্থানকে নিজ স্থান থেকে এগিয়ে দেওয়ার অর্থ, গুমরাহির পালে হাওয়া দেওয়া। আমাদের দেশের দরগাহগুলো এর জ্বলন্ত নজির। যেই দরগাহগুলো আজ কোটি কোটি মানুষের গুমরাহির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হ্যাঁ, নিজস্ব বক্তব্য, বয়ান ও তরতিব আছে কেবলই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। ইসলামে ব্যক্তিপূঁজার কোনো সুযোগই নেই। ইতিহাস সাক্ষী, এই ব্যক্তিপূঁজাই মানুষের গুমরাহির সবচেয়ে বড় কারণ। মানুষ অন্ধ শ্রদ্ধার কারণে ব্যক্তির সহিহ কথাকে যেমন গ্রহণ করে নেয়, তেমনই ভুল কথাকেও মেনে নেয়। ইহুদি-খ্রিস্টানদের সবগুলো গুমরাহ ফেরকা এই ব্যক্তিপূঁজা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান যতই থাকুক, শরিয়ত শুধু ওই ব্যক্তির হক কথাগুলোকেই গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে। কারণ হলো, একমাত্র আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষ নিজেকে ভুল থেকে, কিংবা নিজেকে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্ত হওয়ার দাবি করতে পারবে না। যেহেতু আল্লাহ তাআলা নিজেই আম্বিয়ায়ে কেরামকে দীক্ষা দিয়েছেন এবং তাদের জন্যে সুরক্ষাব্যবস্থা রেখেছেন, এজন্যে তাদের মুখ দিয়ে সবসময় হক কথাই বের হয়। সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর ব্যক্তিত্বের ওপর আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টির মোহর এঁটে তাদেরকে সত্যের মাণদণ্ড বানিয়ে দিয়েছেন। এজন্যে আম্বিয়ায়ে কেরাম ব্যতিরেকে



অন্য কারো এ অধিকার নেই যে, সে যা বলবে স্রেফ সেটাই হক হবে। এ কারণে আমাদের দায়িত্ব হলো, আমরা স্থানের অতিভক্তি থেকে ও ব্যক্তিপূঁজার প্রভাব থেকে বেরিয়ে সত্য বোঝা, সত্যের ওপর আমল করা এবং সত্যের বার্তা নিয়ে সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে হক পদ্ধতির ওপর একত্র হব। এক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের ইফতিরাক বা বিভেদ থেকে বেঁচে থাকব। কেননা এই ইফতিরাক বা বিচ্ছিন্নতাই এই উম্মতের সবচেয়ে বড় দুঃখজনক বিষয়। কাজেই প্রতিটি কাজ হক তরিকায় সম্পন্ন করাই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের পথ। এর বিপরীতে হক কাজ নাহক তরিকায় সম্পন্ন করা আল্লাহর অসন্তোষ ও জাহান্নামের পথ। যদি কেউ এই ভুল করে তাহলে সে অবশ্যই একদিন নিজের প্রতারিত হওয়ার কথা বুঝবে; অথচ ওই দিন তার শত ওজর-অজুহাতও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। ওই যদি কেউ এ কথা বলে যে, হে আল্লাহ, আমি ওই কাজ অমুকের কথা শুনে বা অমুকের কাজ দেখে করেছি, তার সেই ওজর আল্লাহ কবুল করবেন না। কাজেই মেহনতের প্রত্যেক সাথীর দায়িত্ব হলো, সে হযরত আবু হুরায়রা রাদি. কর্তৃক বর্ণিত সেই হাদিসটি মনে রাখবে, সেই হাদিসটি বুঝবে এবং সেই হাদিসের ভাষ্য চোখের সামনে রেখে জীবন যাপন করার চেষ্টা করবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যাবতীয় প্রাণজ শক্তি ও আর্থিক শক্তি যেন হক তরিকায় ব্যয় হয় এবং এ অবস্থায় যেন আমাদের মৃত্যু নেমে আসে। ওই হাদিসের মাঝে হযরত আবু হুরায়রা রাদি. নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ফরমান নকল করেছেন যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে সকল লোককে জাহান্নামে ইন্ধন বানানো হবে তারা হলো এমন কিছু লোক, যারা পুরো জীবন ইলমের খেদমতে কাটিয়েছে। এমন কিছু লোক যারা তাদের যাবতীয় সম্পদ অকুণ্ঠে কল্যাণকর কাজে ব্যয় করেছে। এমন কিছু লোক যারা গোটা জীবন আল্লাহর পতাকা উচ্চকিত করার মেহনতে জীবন উৎসর্গ করেছে। কিন্তু হকের এত বড় বড় কাজগুলো স্রেফ নাহক তরিকায় সম্পন্ন করার কারণে তাদের এ পরিণতি হবে।

কাজেই আমাদের দায়িত্ব হবে, আমরা আমাদের ও আমাদের পরিবারের ও গোটা উম্মতের সবার সব যোগ্যতা ও প্রতিভা স্বার্থান্বেষীদের হাত থেকে বাঁচিয়ে মুখলিসিনদের পথে নিজেদের আখেরাত উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর

করার ফিকির করব। যেন, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে নিজেদের ধন্য করতে পারি। আল্লাহর সঙ্গে আমাদের আখেরি সাক্ষাত যেন বরকতে পরিণত হয়। কিয়ামতের দিন আমরা যেন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত ও হাউজে কাউসারে পাড়ে তার অনুগ্রহ পেয়ে নিজেদেরকে সৌভাগ্যবানদের কাফেলায় যুক্ত করতে পারি। তখন যেন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ লোক আমাদের। দুনিয়াতে সে আমার মেহনত করেই এসেছে।

তাবলীগের সাথীদের ষষ্ঠ দল হলো, যারা এই গলত রুখকে সঠিক করার জন্যে নিজেদের সর্বশক্তি ব্যয় করে জীবন হাতের মুঠোয় নিয়ে বন্ধুর পথে নেমে এসেছে।

## নিজ অবস্থান প্রকাশ

এই গলত রুখকে শুদ্ধ করার জন্যে এবং নিযামুদ্দিনের বুনিয়াদের হিফাযতের জন্যে সব ধরনের চেষ্টাই ব্যয় করা হয়েছে; কিন্তু সবগুলো তরিকায় পুরোপুরি নিষ্ফল হয়েছে। আগামীতে যে সফল হবে, এমন কোনো সম্ভাবনাও নেই। এমতাবস্থায় আমাদের সামনে এমন একটি পথ খোলা ছিল যে, আমরা এই গলত রুখকে সঙ্গ দেব এবং সহযোগিতা করে নাহক তরিকার প্রতি সমর্থন জানাব এ উদ্দেশ্যে যে, যেন কোনো ফিতনা বা বিশৃঙ্খলা দেখা না দেয়। কিন্তু আমরা যদি এই পথ অবলম্বন করি তাহলে সেটা হবে মুদাহানাত ফিদ-দ্বীন বা দ্বীনের ক্ষেত্রে চাটুকারিতা। এর ফলে দুনিয়াতে সঠিক মেহনত না ছড়িয়ে ভুল মেহনত ছড়াবে। আর সেই ছড়ানোর কাজে আমাদের জীবন ও সম্পদ ব্যয় হবে। এজন্যে আমাদের সাথীরা বাধ্য হয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, আমরা আমাদের জানি ও মালি শক্তি এবং উম্মতের জানি ও মালি শক্তি সঠিকভাবে ব্যবহারের পথ খোঁজার কাজে ব্যয় করব। এ কারণেই আমরা নতুন কোনো মারকায প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিইনি, মেহনতের সাথীদের পরস্পরে ঝগড়া-কলহের পথ ধরিনি, উম্মতকে ধোকা দেওয়ার পথও অবলম্বন করিনি এবং নতুন কোনো জামাত বানাইনি।

যেহেতু নিযামুদ্দিনের বর্তমান ব্যবহারিক কাঠামো বহাল রেখে নিযামুদ্দিনের আসল বুনিয়াদ যিন্দা করার সম্ভাবনা নেই, এজন্যে আমরা আল্লাহর কাছে



জবাবদিহিতার ভয় থেকে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমরা নিজেদেরকে ও আমাদের সাথীদেরকে বিভ্রান্তিকর কথা, বিভ্রান্তিকর মেহনত ও বিভ্রান্তিকর স্থানগুলো থেকে দূরে রাখব। আমরা আমাদের এলাকার সাথী ও মেহনতকে বিভ্রান্তিকারীদের হাতে তুলে দেব না। যখন খুবই সাধারণ মানের গাড়িও অযোগ্য ড্রাইভারের হাতে তুলে দেওয়া হয় না এ আশঙ্কায় যে, এর ফলে বাহন ও আরোহী, সবারই মারাত্মক ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। আর এখানে তো উম্মতের দ্বীন ও আখেরাতের মাসআলা। কাজেই আমরা নিজেকে ও আমাদের সাথীদেরকে অবশ্যই মেহনতের সঠিক বুনিয়াদের ওপর তুলে আনব, ইনশাআল্লাহ।

## মেহনতের সঠিক বুনিয়াদ

মাকামি মেহনতে আমরা আমাদের নিজেদেরকে ও মেহনতের সাথীদেরকে আনুষ্ঠানিকতা ও রুসম-রেওয়াজ থেকে বাঁচিয়ে কাজের সঠিক বুনিয়াদের ওপর নিয়ে আসব। তদ্রূপ নিজ এলাকার বাইরের নকল ও হরকতের সময় প্রতিটি জামাত নিজের মসজিদ থেকে শুধু মেহনতের প্রয়োজনে বের হবে। নকল ও হরকতের যেই বুনিয়াদগুলো রয়েছে, তা মেনে আমরা আমাদের ওয়াক্ত ব্যয় করব। আমাদের হিদায়াতি কথা সেই বুনিয়াদের আলোকেই হবে। আমাদের কারগুজারিও সেই বুনিয়াদের ওপর নিজ নিজ মসজিদে নেওয়া হবে। কারণ হলো, এত সব জামাত থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত হিন্দুস্তানের প্রায় আশি ভাগ এলাকা এই মেহনত থেকে বঞ্চিত ও অনাবাদ রয়েছে।

## মাকামি ও বাইরুনি মেহনতের বুনিয়াদ এমন হবে

প্রথম বুনিয়াদ হলো, এই মেহনতের মাঝে যত ভাই আসবে, তাদের প্রত্যেকের তরবিয়াত হবে। তরবিয়াত হবে এভাবে যে, সবার অন্তরের রুখ যেন আল্লাহর দিকে, আল্লাহর হুকুমের দিকে, আখেরাতের দিকে হয়ে যায়। পুরো যিন্দেগি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুসারে গড়ে ওঠে। মেহনতের প্রত্যেক সাথীর মাঝে যেন দাওয়াতের ফিকির চলে আসে। এই হিদায়াতের আলোকেই আমাদের সকল ইনফিরাদি ও ইজতিমায়ি অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক আমল সম্পন্ন হবে। কাজেই কোন কাজ করব, আর কোন কাজ ছাড়ব, সেটা যেন উপরের হিদায়াতের আলোকে হয়।

দ্বিতীয় বুনিয়াদ হলো, উম্মতের প্রত্যেক সদস্যক তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের কথা বুঝিয়ে তার খারাপ পরিবেশ থেকে বের করে মসজিদের পরিবেশে নিয়ে আসা এবং নকল ও হরকতের জন্যে তৈরি করা। কেননা নকল ও হরকতের ময়দানে না এসে, সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর সীরাতের আয়নায় নিজের চেহারা না দেখা পর্যন্ত কারো মাঝে নিজের দ্বীনি কমযোরির অনুভূতি আসবে না।

তৃতীয় বুনিয়াদ হলো, উম্মতের প্রত্যেক সদস্যের সম্পর্ক মসজিদের রাস্তা ধরে দাওয়াতের আমলের সঙ্গে যুক্ত করা এবং এই বুনিয়াদগুলো কায়েম করার জন্যে নিজের সর্বশক্তি মৃত্যু পর্যন্ত ব্যয় করে যাওয়া।

চতুর্থ বুনিয়াদ হলো, আমাদের মেহনত দিয়ে কিছুই হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর ইচ্ছা আমাদের সাথী না হবে। এরজন্যে আমাদেরকে আহাজারি করতে হবে। কাজেই প্রতিটি জামাত ও মাকামি সাথীগণ রাতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নামায, দুআ ও কান্না-কাটির মাঝে ব্যয় করবে। কারণ হলো, এই মেহনতের বুনিয়াদ দাওয়াত ও দুআ; তবে সেটা জাহালাত (মূর্খতা) গাফলত, অসদাচরণ ও স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে নয়; বরং ইলমে নবুওয়াত, আল্লাহর যিকির ও তাআল্লুক, সদাচরণ ও কুরবানির সঙ্গে হতে হবে।

ঘর-বাড়ি ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার নাম কুরবানি নয়। বরং আল্লাহর হুকুম ও দাওয়াতের তাকাযা পূরণ করার জন্যে নিজের মনমানি তথা স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করার নাম কুরবানি। দ্বীন ও দাওয়াতের তাকাযা পূরণ করার জন্যে দুনিয়াবি তাকাযা ত্যাগ করার নাম কুরবানি। এরই নাম মুজাহাদা, এরই নাম কুরবানি। যেই কুরবানির ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াতের পথে একের পর এক উন্নতি আসে। এই কুরবানির মাঝেই আল্লাহর ভাণ্ডার থেকে হালার রুজি আসা, সমস্যার সমাধান হওয়া এবং দুআর মাঝে কবুলিয়াতের শান সৃষ্টি হওয়ার ইয়াকিনি ওয়াদা রয়েছে। এর মাধ্যমে আমাদের ও গোটা উম্মতের সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর বিভিন্ন মাসায়েলের সমাধান হয়েছে। কাজেই মেহনতের এই সব বুনিয়াদ বোঝা ও সাথীদেরকে বোঝানোর কাজেই আমাদের সর্বশক্তি ব্যয় করতে হবে। কারণ হলো, নকল ও হরকত হলো পাত্র বা পেয়ালার মত। পেয়ালার মূল্য হয় ভেতরের জিনিস দিয়ে। যেমন মানুষের মূল্য হয় ঈমান ও নেকআমলের কারণে।



## শেষ কথা

যতদিন পর্যন্ত আমরা নিজেদেরকে উমুমি মেহনতে সঠিক ওয়াক্ত লাগিয়ে নিজেদের ভেতর মেহনতের যোগ্যতা ও শক্তি এবং আমানতদারি সৃষ্টি করতে না পারব; যতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের আশপাশের সাথীদেরকে উমুমি মেহনতে সঠিক ওয়াক্ত লাগিয়ে তাদের মাঝে যোগ্যতা, শক্তি ও আমানতদারি সৃষ্টি করার জামিনদার হতে না পারব (সাধারণত এগুলো ছাড়া ব্যক্তির ভেতর গুণাবলি সৃষ্টি হয় না); তিন হযরতজি (মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. ও মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ.) যেভাবে এই মেহনতকে কুরআন, হাদিস, সীরাতে সাহাবা রাদি. ও আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের রাহবারি ও সংস্পর্শে চালু করে এই বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। যতদিন পর্যন্ত সেই ফিকির ও সেই মানহাজের ওপর চলার এবং এই মহান মেহনতের সঠিক ফিকির ও দরদ লালনকারীদের পারস্পরিক পরামর্শ ও মাশওয়ারার মাধ্যমে পরিচালনা করার কোনো মজবুত সমাধান ও সুরত যতদিন পর্যন্ত কায়েম না হবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের এই অবস্থান থাকবে।

লিখেছেন,

১. মৌলভি ইসমাঈল সাহেব (গোধরা)
২. মৌলভি উসমান কাকুসি সাহেব
৩. মৌলভি আবদুর রহমান সাহেব (রুয়ানা, মুম্বাই)
৪. ভাই ফারুক সাহেব (ব্যাঙ্গলোর)
৫. ডক্টর খালেদ সিদ্দিকি সাহেব (আলিগড়)
৬. জনাব মুহাম্মদ মুহসিন উসমানি সাহেব (লাখনৌ)
৭. প্রফেসর সানাউল্লাহ সাহেব (আলিগড়)
৮. প্রফেসর আবদুর রহমান সাহেব (মাদ্রাজ)

এই চিঠির অনুলিপি ৪৮ জন পুরনো সাথী, আকাবির ও উলামায়ে কেরামের কাছে পাঠানো হয়েছে। যাদের মাঝে রয়েছে, মাওলানা ইয়াকুব সাহেব, মাওলানা ইবরাহিম সাহেব, মাওলানা আহমদ লাট সাহেব, মাওলানা সাদ সাহেব, মাওলানা যুহায়রুল হাসান সাহেব, মাওলানা আবুল

কাসেম সাহেব, মাওলানা আরশাদ মাদানি সাহেব, মাওলানা আবদুল খালেক মাদ্রাজি সাহেব, মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরি সাহেব, মাওলানা সালমান সাহারানপুরি সাহেব, শায়খুল হাদিস মাওলানা ইউনুস সাহেব, মাওলানা তলহা সাহারানপুরি সাহেব, মুফতি আহমদ খানপুরি সাহেব, মাওলানা ইবরাহিম পাটনি সাহেব, মাওলানা মাহমুদ মাদানি সাহেব, মাওলানা রাবে' সাহেব, মাওলানা সালমান নদভি সাহেব, মাওলানা সালমান মানসুরপুরি সাহেব, জনাব হাকিম কলিমুল্লাহ সাহেব, ভাই আবদুল ওয়াহাব সাহেব ও আহলে শূরা, মাওলানা তারিক জামিল সাহেব, মাওলানা সলিমুল্লাহ খান সাহেব, মুফতি তাকি উসমানি সাহেব, মুফতি রফি উসমানি সাহেব, মাওলানা আবদুর রহমান প্যাটেল সাহেব, মাওলনা যারঅলি সাহেব, মাওলানা রবিউল হক সাহেব, কারি যুবায়র সাহেব, ওয়াসিফুল ইসলাম সাহেব, মাওলানা যুবায়র আহমদ সিদ্দিকি সাহেব, ডক্টর আসলাম সাহেব, মুফতি রিজভি সাহেব, মাওলানা আলতাফুর রহমান সাহেব, মুফতি সাঈদ আহমদ সাহেব, মাওলানা আবুল ফযল, মাওলানা হানিফ জলন্ধরি সাহেব, শায়খ ফাহাদ, শায়খ ফাযেল, শায়খ গাসসান, শায়খ উমর খতিব, শায়খ বাসসাম, শায়খ সালেহ মুকবিল, শায়খ তোয়াহা আবদুস সাত্তার, শায়খ হাসান নসর, শায়খ আবদুল মুনয়িম, শায়খ আবুল কাসেম ও শায়খ বিলাল।



**চিঠি : ১৮**

## নিজ অবস্থান স্পষ্ট করে
## মাওলানা ইবরাহিম সাহেবের চিঠি

[প্রেরণের তারিখ : ১৫ আগস্ট ২০১৬]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

১২.৮.২০১৬ তারিখ সন্ধ্যায় অধমের বাংলেওয়ালি মসজিদ মারকাযে নিযামুদ্দিন থেকে গুজরাট প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে এ সময় নানা ধরনের গুজব বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। যা পরিপূর্ণ মিথ্যা ও অবাস্তব। এজন্যে মনে হলো, আমি নিজেই যদি মূল বাস্তবতা তুলে ধরি, সেটাই সমীচীন হবে।

**১.**

এ বছর ২০১৬ এর মাহে রমাযান থেকে অদ্যাবিধ বাংলেওয়ালি মসজিদ মারকাযে নিযামুদ্দিনে যেসব ঘটনা ঘটেছে এবং কয়েক দিন পূর্বে খোদ আমার উপস্থিতিতে যে ঘটনাটি ঘটেছে, এমন অসমীচীন ঘটনাগুলোর কারণে এই মুবারক মেহনতের হুলিয়া বিকৃত হয়ে গেছে। বছরের পর বছর মেহনতের মাধ্যমে অর্জিত পবিত্রতা পদদলিত হয়েছে। যার কারণে গোটা দুনিয়ার মেহনতের সাথী, আল্লাহওয়ালা উলামায়ে কেরাম ও শ্রদ্ধেয় বুযুর্গানে দ্বীন খবুই মর্মাহত ও দুশ্চিন্তগ্রস্থ। বর্তমান চালচিত্রের কারণে একদিকে মেহনতের ঐক্যে বড় ধরনের ফাটল ধরেছে। অন্যদিকে বাংলেওয়ালি মসজিদের মাঝে এমন একটি গোষ্ঠী জেঁকে বসেছে, যারা বরাবরই ভুল কথাগুলোকে সঠিক প্রমাণিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সংশোধনের সহায়ক কোনো পদক্ষেপ কেউ নিলে ওরাই তার সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাবলীগের মেহনতের জন্যে এটি খুবই বিপদজনক ও ভয়াবহ চালচিত্র। এই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে দূরদর্শিতার সঙ্গে। যেসব লোক মনে করে, এ মুহূর্তে মারকাযে কোনো সমস্যা নেই। কাজ তার নিজস্ব গতিতে চলছে, তার নির্জলা মিথ্যা ও অবাস্তব কথা বলছে।

## ২.

এ বছর ঈদুল ফিতরের পর আমি মনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাংলেওয়ালি মসজিদে যাওয়ার নিয়ত করি। যাওয়ার পূর্বে আমার মনে হয়েছিলো, ইনশাআল্লাহ, খুবই দ্রুত আমরা পারস্পরিক বোঝাবুঝির মাধ্যমে যাবতীয় সমস্যাবলির সমাধানে উপনীত হতে পারবো। সেই ভাবনা থেকেই আমি বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কয়েকবার মৌলভি সাদ সাহেবের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছি। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, কোনো ফলপ্রসু পরিণতি বের করতে পারিনি। বরং আমার নিযামুদ্দিনে অবস্থান ও প্রতিদিনের মাশওয়ারায় উপস্থিত হওয়ার সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে এ কথা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিলো যে, আমি কাজের বর্তমান তরতিব ও পদ্ধতির সমর্থক। এটাই যখন বর্তমানের চিত্র, তখন আমি যদি এ বিষয়ে আমার অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি সবার সামনে তুলে না ধরি তাহলে তা দ্বীনের ক্ষেত্রে অন্যের লেজুড়বৃত্তির নামান্তর হবে। এ কারণে আমি নিম্নে সারা দুনিয়ার সাথীদের সামনে আমার নিজের অবস্থা পরিষ্কার শব্দে তুলে ধরছি—

বর্তমান সময়ে দাওয়াতের এই মুবারক মেহনতের পরিধি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে গেছে। লাখ লাখ মানুষ এ কাজের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে নিয়েছে। বিভিন্ন মানসিকতা ও বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষ এই মেহনতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। কাজেই এ কথা সূর্যের মতো পরিষ্কার যে, এতো সুবিস্তৃত ও ব্যাপক কাজের দায়িত্ব বহন করার জন্যে প্রয়োজন এমন একটি নির্ভরযোগ্য জামাত— যার সদস্যগণ পূর্ববর্তী বুযুর্গদের সংশ্রবে জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন, যাদের তাকওয়া, বিশ্বস্ততা, কাজের জন্যে নিজেকে একনিষ্ঠভাবে নিবেদন ও আত্মসমর্পণ, লিল্লাহিয়্যাত, মেহনত ও মুজাহাদার গুণাবলির ওপর সবাই একমত। এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী জামাত পারস্পরিক পরামর্শ ও একতার সঙ্গে কাজটিকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবেন। এগুলো ব্যতিরেকে এই মুবারক মেহনতটিকে সঠিক গন্তব্যের ওপর রাখা মুশকিল হয়ে যাবে এবং সমগ্র দুনিয়ার মেহনতের সাথীদের মাঝে ঐক্য ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

এজন্যেই হযরত মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেব রহ. এর জীবদ্দশাতেই বেশ কিছু অতীব গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা সামনে চলে আসায় কয়েকবার হজরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. কর্তৃক গঠিত শূরার মাঝে



আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কয়েকজন সদস্যকে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা পেশ করা হয়েছিলো। তখন এ দরখাস্ত পেশ করা হয়েছিলা যে, আগামীর ঘটিতব্য বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এর মাঝেই নিহিত। জীবনসায়াহ্নে হযরত মরহুম এর জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুতও হয়েছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর আখেরাতের ডাক এসে পড়ে। মহান আল্লাহ তাঁকে মাগফিরাত দান করুন। তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন।

হযরত রহ. এর ইনতিকালের পর আমরা পুরনো সাথীদের মাশওয়ারায় একটি বিশদ বিবরণ সম্বলিত চিঠি মৌলভি সাদ সাহেব বরাবর প্রেরণ করেছিলাম। ওই চিঠির মাঝে মেহনতের বর্তমান তরতিব ও পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের মনোকষ্ট ও দুঃশ্চিন্তার কথা তুলে ধরেছিলাম। উদ্ভূত সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্যে শূরা কায়েম করার কথাও বলেছিলাম। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, আমাদের সেই উদ্যোগের কোনো ফলাফল পাওয়া যায়নি। মেহনতের ক্রমশ বিপর্যয় ঘটতে থাকে।

এর কিছু দিন পর গত বছর অর্থাৎ ২০১৫ এর নভেম্বর মাসে দুনিয়ার পুরনো সাথীদের উপস্থিতিতে শূরার শূন্যপদগুলো পূরণ করা হয়। তখন আমি পুনরায় মৌলভি সাদ সাহেবের সঙ্গে কথা বলি যে, আপনি এই শূরা মেনে নিন। ইনশাআল্লাহ, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি তা মানতে অসম্মতি জানান। যার ফলে গোটা দুনিয়াতে তাবলীগের মেহনতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতির মারাত্মক বিপর্যয় ঘটেছে। এখনো আমার মতে যাবতীয় সমস্যার একটাই সমাধান যে, সেই শূরা মেনে নেওয়া হোক এবং মেহনতের যাবতীয় চাহিদা শূরার সম্মিলিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পূরণ করা হোক।

কাজের তরতিব ও পদ্ধতির ব্যাপারে আমার অভিমত হলো, বিগত তিন হযরতের যুগে যেই বিষয়গুলো সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্ত, সেগুলোকে নিজ আসল সুরতের ওপর বহাল রাখা হোক। যদি সেগুলোর মাঝে কোনো ধরনের পরিবর্তন বা সংযোজনের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তা শূরার সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই নেয়া হোক। বর্তমান সময়ে ঐক্যের দেয়ালে ফাটল ধরার সবচেয়ে বড় কারণ হলো, শূরা ও পুরনো সাথীদের মাশওয়ারা ও আস্থা ছাড়াই নতুন কিছু তরতিব ও বিষয় যুক্ত করা হয়েছে ।

দ্বীন ও শরিয়াহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই তাবলীগি জামাত জমহুর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের শতভাগ অনুসারী। কুরআন কারিমের যেকোনো আয়াতের তাফসীরের ক্ষেত্রে আমরা জমহুর মুফাসসিরিন, যেকোনো হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জমহুর মুহাদ্দিসিন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শ থেকে ইসতিমবাত ও ইসতিখরাজ তথা শিক্ষা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও আমরা জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের অভিমতের শতভাগ অনুসারী। অতীতের তিন যুগে আমাদের বড়গণ এমনই ছিলেন। কারণ, এর বাইরে গেলে দ্বীনের ক্ষেত্রে তাহরিফ তথা বিকৃতির দুয়ার খুলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

দাওয়াতের এই মেহনতে শুরু থেকেই বয়ানের ক্ষেত্রে সতর্ক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। অনির্ভরযোগ্য কথা, ইজতিহাদ ও ভুল দলিল থেকে পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্যেই নির্দেশ দেওয়া হতো যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বয়ান ছয় সিফাতের সীমারেখার ভেতর রাখবে। কোনো আয়াত বা হাদীসের ব্যাখ্যা করতে হলে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের সূত্রে বলতে হবে। বড়গণ সবসময় প্রতিবাদ, ছিদ্রান্বেষণ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আকাইদ, মাসাইল ও বর্তমান পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো এড়িয়ে যেতেন। এই মেহনতের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উসুল হলো, কোনো দ্বীনি জামাত বা সদস্যের সমালোচনা ও নিরীক্ষণ করা যাবে না। কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেক সাথী; এমনকি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যিম্মাদারকে দেখা যাচ্ছে, তারা নিজ বয়ানের মাঝে এতোদিনের সীমারেখা ছাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষত সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শ থেকে ভুল দলিল দেওয়া হচ্ছে। প্রায়সময় দ্বীনের বিভিন্ন সংগঠন ও ঘারানার সমালোচনা ও ছিদ্রান্বেষণ হচ্ছে।

তাদের এহেন কর্মকাণ্ডের ওপর আমি অধম শুরু থেকেই সন্তুষ্ট ছিলাম না। অসংখ্যবার বিষয়টির ওপর তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টাও করেছি। আমার নিজের বয়ানের মাঝেও ইতিবাচকভাবে সতর্ক করার চেষ্টা নিয়মিত করে এসেছি।

কিন্তু যখন দেখলাম, তাদের সেই আচরণ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বাংলেওয়ালি মসজিদে আমার অবস্থানকে জড়িয়ে কিছু লোক ভুল মতলব ছড়াচ্ছে যে, কাজের বর্তমান তরতিব ও গতি-প্রকৃতির ওপর আমি সন্তুষ্ট;



উপরন্তু বাংলেওয়ালি মসজিদের বর্তমান পরিস্থিতির কারণে আমার দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হয়ে পড়ে, তখন কয়েক দিন ইসতিখারা করে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, মেহনতের সাথীদের সামনে আমার নিজস্ব অবস্থান পরিষ্কার করা দরকার। যখন পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটবে তখন এ বান্দা পুনরায় উপস্থিত হতে বিন্দু পরিমাণ দেরি করব না। আমি কারো প্রতিপক্ষ হয়ে গুজরাটে ফিরে যাইনি; বরং কাজের হিফাযতের স্বার্থে এবং চাটুকারিতা থেকে বাঁচতেই ফিরে এসেছি। আল্লাহর কাছে আমাকেও জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তাআলা এই মেহনত ও এর সাথীদেরকে নিরাপদ রাখুন। আমীন।

**বান্দা ইবরাহিম দেওলা**
বর্তমান অবস্থান : দেউলা,
জেলা : ভারুঞ্চ,
প্রদেশ : গুজরাট
১৫ আগস্ট ২০১৬। রোববার

**চিঠি : ১৯**

## নিজ অবস্থান স্পষ্ট করে
## মাওলানা ইয়াকুব সাহেবের চিঠি

[প্রেরণের তারিখ : ২৭ আগস্ট ২০১৬]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

### দাওয়াতের সাথীদের উদ্দেশে কিছু কথা

নিযামুদ্দিনে আমি প্রায় ১৫ বছর হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. এর সঙ্গে থেকেছি। তাঁর ইনতিকালের পর প্রায় ৩০ বছর মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর সঙ্গে থেকেছি। প্রায় ৫০ বছরের এই দীর্ঘ সময়ে তাঁদের দু'জনকে খুব কাছ থেকে দেখার ও দেশে-বিদেশে সঙ্গে থাকার সুযোগ মহান আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। এ দু-হযরাতের নির্দেশনা, পথপ্রদর্শন ও তত্ত্বাবধানে এই মহান ও উঁচু কাজ করার সৌভাগ্য আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়েছেন। তার আলোকে আমি এ কথা পূর্ণ ঈমানদারির সঙ্গে নিবেদন করছি যে, তাবলীগের এই মেহনতকে উপর্যুক্ত হযরতগণ রহ. যে পদ্ধতির ওপর রেখে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে সরে গেছে এবং বিচ্যুত হয়েছে।

আমাদের এই দু' মুরুব্বি যদিও সবার পূর্ণ সম্মতিতে 'আমির' মনোনীত হয়েছিলেন; কিন্তু তারা কখনই নেতৃত্বের দাবি তোলেননি। কখনো নির্দেশের সুরে কথা বলেননি। কখনো আমিত্ব জাহের করেননি। তাঁরা সবসময় নিজেদেরকে মাশওয়ারার অনুগত রাখতেন। তারা যখনই কোনো বিষয় চালু করতে চেয়েছেন, সাথীদের সবার সম্মতি নিয়েই করেছেন। আমির হওয়া সত্ত্বেও তারা সবসময় নিজেকে মাশওয়ারার অনুগত রেখেছেন। কিন্তু এখন ওই চিত্র পুরোপুরি বদলে গেছে। এখন নিজেকে আমির ঘোষণা করা হচ্ছে। কেউ কোনো কথা মানতে না চাইলে তাকে তা



মানতে নানাভাবে বাধ্য করা হচ্ছে। যার ফলে এখন নিযামুদ্দিন মারকায এতোটাই বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে যে, সেখানে গালি-গালাজ ও মারপিট পর্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

যেই নিযামুদ্দিন মারকায ছিলো উম্মতের ফিকির, নিজের ইসলাহ ও আখেরাত গুছানোর জায়গা, যে কেউ যেখানে এলে নিজের মাঝে উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করে নিয়ে যেতো, আজ নিযামুদ্দিনে সেই পরিবেশ নেই। এখানে নিযামুদ্দিন মারকাযের সর্বত্র গীবত, কুধারণা ও অপবাদ আরোপের হিড়িক চলছে। যারা এই মেহনতকে সঠিক পদ্ধতির ওপর বহাল রাখতে চাচ্ছে, নিযামুদ্দিন মারকায তাদেরকে পরাজিত করার নিত্য-নতুন কৌশল তৈরির প্রজননকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এমন পরিবেশে এখন যারা আসছে, তাদের সংশোধন তো পরের কথা, তারা আরো অধপতনের শিকার হচ্ছে। যার ফলে কাজের স্প্রিট নিঃশেষ হয়ে গেছে। সেখানে আগতদের মস্তিষ্কে এ খোরাক দেওয়া হচ্ছে যে, 'অনুসরণ করলেই নাজাত পাবে (অনুসরণের শর্তে যা ইচ্ছে করতে পারো, কোনো সমস্যা নেই) কিন্তু যদি অনুসরণ না করো, কোনো কথার বিরোধিতা করো তাহলে নাজাত পাবে না, চাই তুমি যতোই মুখলিস হও, যতোই কুরবানি দাও।'

নিযামুদ্দিন মারকাযের পরিবেশে পূর্বে যেই নিজের ইসলাহের ফিকির ছিলো, আখেরাত সাজানোর ফিকির ছিলো, দ্বীনের প্রতি হৃদয়ের ব্যাথা-বেদনা ও উম্মাহর প্রতি সহমর্মিতার যেই অন্তর্জ্বালা ছিলো, এখন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার স্থানে এখন নিজের মত চাপিয়ে দেওয়া, মনের খায়েশমত নির্দেশ করা, দুনিয়ার প্রতি লোভ ও আমিত্ব ফলানোর পরিবেশ গড়ে উঠেছে। আর এই স্বার্থোদ্ধারের জন্যেই এখন 'উমুমি বাইআত' বা গণহারে বাইআত করানোর কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। অথচ হযরতজি রহ. কর্তৃক গঠিত শূরা সর্বসম্মতিক্রমে বাইআত করতে নিষেধ করেছিলেন। সেই লিখিত সিদ্ধান্তের ওপর হযরতজির শূরার সকল সদস্যের স্বাক্ষরও রয়েছে।

অতীতের দু-হযরতের আমলে যেই নতুন নতুন উদ্ভাবিত বিষয়গুলো ছিলো না, এখন মাশওয়ারা ছাড়াই সেগুলো চালু করা হয়েছে।

এর একটি হল, 'দাওয়াত, তালীম ও ইসতিকবাল'। নতুন এই পরিভাষা চালু করা হয়েছে। যা আমাদের আকাবির রহ. এর যুগে ছিলো না। যদিও ইদানিং এই পরিভাষার নাম পরিবর্তন করে 'তামীরে মসজিদ' নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু কাজ আগেরটাই। এই নতুন সিদ্ধান্তের ফলে প্রতিদিন ঘরে ঘরে গিয়ে মেহনত করা ও উমুমি গাশত করার গুরুত্ব পুরোপুরি লোপ পেয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয় হল, খাওয়াস ও অন্যান্য পদমর্যাদার লোকদের মাঝে মেহনত করা থেকে নিষেধ করা হচ্ছে। অথচ এ কাজ পূর্বের উভয় হযরতের যুগ থেকেই হয়ে আসছে। দেখা যেতো, পরবর্তীকালে খাওয়াস ও অন্যান্য পদমার্যাদার লোকজন উমুমি মেহনতের সঙ্গে জুড়ে যেতেন। এর উপকারিতা সূর্যালোকের চেয়েও স্পষ্ট। এই তবকাতি মেহনত বন্ধ করার জন্যে, 'তামীরে মাসজিদ' এর নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্যে শরিয়তের বিভিন্ন নস (نص) এর অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

তৃতীয় বিষয় হল, মুনতাখাব হাদীস। মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ. কখনো ইঙ্গিতেও এই কিতাব তালীম করার কথা বলেননি। এখন ধীরে ধীরে 'ফাযায়েল আমাল' উঠিয়ে দিয়ে তার স্থানে 'মুনতাখাব' চালু করার চেষ্টা চলছে।

চতুর্থ বিষয় হল, মাসতুরাতের পাঁচ কাজ। এভাবে প্রতিদিন নতুন নতুন ফেতনামূলক কথা ছড়িয়ে সাথীদের মানসিকতা নষ্ট করা হচ্ছে।

কেউ যদি এই বিষয়গুলোকে মানতে না চায়, কোনো এলাকায় যদি এ কাজগুলো চালু না হয় তখন বলা হচ্ছে, সেখানে নিযামুদ্দিনের তরতিব চলে না। অথচ এ কাজগুলো হচ্ছে, একক ব্যক্তি মৌলভি মুহাম্মদ সাদ সাল্লামাহুর একক সিদ্ধান্তে গৃহিত তরতিব।

এই নতুন পদক্ষেপগুলোর কবলে পড়ে নিযামুদ্দিন মারকাযের পূর্বের সবগুলো মজলিস ধ্বংস হয়ে গেছে। মারকাযের ওপর এমন একদল নতুন কর্মচারী দখল করে বসেছে, যারা আমাদের বড়দের সংশ্রবপ্রাপ্ত নয়। এরাই আগত লোকদের পেছনে লেগে যায় এবং তাদেরকে এ কথা বুঝানোর চেষ্টা করে যে, 'প্রাদেশিক যিম্মাদারদের কথা শুনো না। কারণ



তারা নিযামুদ্দিন মারকাযের তরতিব মানে না।' জামাতগুলোকেও এই হিদায়াত দিয়ে পাঠানো হচ্ছে যে, 'এই নতুন তরতিব অনুসারে জামাত পরিচালিত করবে।' এ কারণেই নিযামুদ্দিনে জামাত রওয়ানা হওয়ার পূর্ববর্তী হিদায়াতি বয়ান করার দায়িত্ব ও বিভিন্ন ইজতিমায় বয়ান করার দায়িত্ব এমন লোকদেরকেই দেওয়া হচ্ছে, যারা এই কথাগুলো বলবে।

এর ফলে এখন প্রতিটি প্রদেশে মতভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। জনে জনে মতভেদ হচ্ছে। নতুন সাথীরা মনে করছে যে, পুরনো লোকেরা নিযামুদ্দিনের কথা মানে না। আর পুরনো সাথীরা বিপাকে পড়ছে যে, এই নতুন নতুন বিষয়গুলো কীভাবে চালু হচ্ছে? এগুলো কখনই শূরার চূড়ান্তকৃত সিদ্ধান্ত নয়; বরং এগুলোর কারণে তাবলীগের মেহনত মূল বুনিয়াদ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে, কাজের রুখ বদলে যাচ্ছে। সব জায়গায় ইখতিলাফ, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য চলছে। আখেরাতের ফিকির, দ্বীনের দরদ, উম্মাহর জন্যে অন্তর্জ্বালা এবং নিজের ইসলাহ ও তরবিয়তের গুরুত্ব হারাতে বসেছে; অথচ এগুলোই ছিলো এই মেহনতের প্রাণ।

মৌলভি সাদ সাল্লামাহু এখন এমন একদল আমলার পরিবেষ্টনে আছে, যারা বড়দের সংস্পর্শ পায়নি। যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তার প্রতিটি কথার প্রশংসা করছে। তারা তাকে এই আত্মশ্লাঘার পাত্র বানিয়ে রেখেছে যে, 'আপনি এই মেহনত যতোটা গভীরভাবে বুঝতে পেরেছেন, পূর্ববর্তীরা ততোটা বোঝেনি এবং বর্তমান সময়ের সাথীদের মাঝেও তা বোঝার যোগ্যতা নেই।'

এই লোক যখন নিজের আবিস্কৃত নতুন বিষয়গুলো সম্পর্কে বয়ান করে তখন এ কথা বলে যে, 'আমি তোমাদেরকে কুরআন, হাদীস ও সীরাতের আলোকে বোঝাচ্ছি। এবং এই মেহনতটিকে কুরআন, হাদীস ও সীরাতের ওপর নিয়ে আসতে চাচ্ছি।' তার এ কথার অর্থ হলো, আমাদের আকাবির রহ. যেই কাজ করেছেন তা কুরআন, হাদীস ও সীরাত থেকে উদ্ভাবিত ছিলো না।

তিনি তার বয়ানের মাঝে অবলীলায় যে কারো ওপর আঙুল তুলছেন, সমালোচনা করছেন, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছেন, শাসকসুলভ নির্দেশ করছেন,

ইজতিহাদ করছেন, নতুন নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছেন। তার এই কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে আমাদের আকাবির রহ. এর মানহাজের পরিপন্থী। প্রতিদিন কোনো না কোনো ফেতনামূলক কথা ছেড়ে দিচ্ছেন। যার ফলে উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন পেরেশান ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ যে, এ-সব কী হচ্ছে? যদি এ গতিতেই ছুটতে থাকে তাহলে সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন উলামায়ে কেরাম আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবেন এবং উম্মাহর দূরদর্শী শ্রেণিও এই কাজ থেকে সরে পড়বেন।

কাজের গুরুত্ব ও এর মানহাজ হিফাযত করার জন্যে বিগত ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে দুনিয়ার সকল পুরনো সাথীদের উপস্থিতিতে হযরতজি রহ. এর শূরার সদস্যপদ পূরণ করা হয়েছিলো। সেই মজলিসে আমিও উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু তাজ্জব লাগলো, মৌলভি সাদ সাল্লামাহু সেই সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তার অস্বীকৃতির কোনো কারণ আমি দেখি না।

দুনিয়ার কোনো ধর্মীয়, শিক্ষামূলক বা জাতীয় প্রতিষ্ঠান, উম্মাহর কোনো সামাজিক কাজ শূরার পৃষ্ঠপোষকতা, তত্ত্বাবধান ও পথপ্রদর্শন ব্যতিরেকে চলতে পারে না। অতীতেও চলেনি, আগামীতেও চলবে না। উম্মাহর এতো বড় কাজ কোনো এক ব্যক্তির হাতে যদি তুলে দেওয়া হয় আর সেই এক ব্যক্তি যদি এই উঁচু কাজ নিজের মর্জি মুতাবেক চালাতে শুরু করেন তাহলে মারাত্মক ও ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটবে। কারণ, কোনো ব্যক্তি নিজের মানবসুলভ দুর্বলতা ও প্রবৃত্তির প্রবঞ্চনার ঊর্ধ্বে নয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

'আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ'। [সূরা ইউসুফ : ৫৩]

সম্ভবত এ বিষয়টি সামনে রেখেই মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহ. বলেছিলেন, 'আগামীতে এই মেহনত একটি শূরার তত্ত্বাবধানে চলবে।' (দেখুন, আখিরী মাকতুব, মাকাতিবে মাওলানা ইলিয়াস রহ.। লেখক, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ.)



আমি উপর্যুক্ত কথাগুলো লিখেছি মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা ও হিসাব-নিকাশের ভয়ে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বড়দের পদ্ধতিতে কাজ করে যাওয়ার এবং নিত্য নতুন বিষয় অনুপ্রবেশ করানো থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দিন। আমীন।

ওয়াস-সালাম

**বান্দা মুহাম্মদ ইয়াকুব**
আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিন।
২৮ আগস্ট ২০১৬

**চিঠি : ২০**

## নিজ অবস্থান স্পষ্ট করে
## মাওলানা আহমদ লাট সাহেবের চিঠি

[প্রেরণের তারিখ : ২৮ আগস্ট ২০১৬]

মাওলানা ইবরাহিম দেউলা সাহেবের উপরিউক্ত লেখার পর থেকে দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে মেহনতের সাথী-সঙ্গীগণ আমার অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করছেন। এ ঘটনার পর মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবও নিজের অবস্থান পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন।

কাজেই এখন এ সম্পর্কে আমি নিবেদন করছি যে, মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহিম সাহেব ও মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব— দু'জনের অবস্থানের সঙ্গেই আমি পুরোপুরি সহমত পোষণ করি। বাংলাওয়ালি মসজিদের বর্তমান পরিস্থিতির তখুনি শুদ্ধ হবে, যখন ওই দু' হযরতের প্রস্তাবনা কার্যকর হবে।

**বান্দা আহমদ লাট**
বর্তমান নিবাস– সূরাত, গুজরাট
২৮ আগস্ট ২০১৬



**চিঠি : ২১**

## আরব যিম্মাদার হযরতদের
## ইসলাহি প্রচেষ্টার কারগুযারি

[প্রেরণের তারিখ : ১৭ অক্টোবর ২০১৬]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

হিন্দুস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শায়খদের খেদমতে
(আল্লাহ আপনাদের হিফাযত করুন।)

আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا

وحبيبنا محمد وعلى آله أجمعين، وبعد!

হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব (রায়ভেন্ড) এর সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হয়। তখন তিনি আমাদের বলেন, আপনারা নিযামুদ্দিন মারকাযের হযরতদের মাঝে বর্তমানে বিরাজমান ইখতিলাফি বিষয়গুলোতে পরস্পরকে কাছাকাছি আনার চেষ্টা করুন। যেখানে একদিকে আছেন মাওলানা ইবরাহিম দেওলা সাহেব (গুজরাট), হযরত মাওলানা আহমদ লাট সাহেব, হযরত মাওলানা ইসমাঈল সাহেব গোধরা, ভাই মুহাম্মদ ফারুক সাহেব (ব্যাঙ্গলোর) প্রফেসর আবদুর রহমান সাহেব (মাদ্রাজ) প্রফেসর সানাউল্লাহ সাহেব (আলিগড়), প্রফেসর মুহাম্মদ খালেদ সিদ্দিকি সাহেব (আলিগড়)। অন্যদিকে আছেন মাওলানা সাদ সাহেব। আল্লাহ সবাইকে নিরাপদ রাখুন। তাঁর কাছ থেকে এই টেলিফোন বার্তাটি আসে রমাযানুল মুবারকে সংঘটিত ওই দুঃখজনক ঘটনার পর, যেই ঘটনার কারণে এই আটজন বড় হযরত মারকায ছেড়ে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গেছেন।

তাঁর সেই নির্দেশের ভিত্তিতে আমরা এ কাজগুলো করি,

## প্রথম উদ্যোগ : ঈদুল ফিতরের পর

১. হিন্দুস্তানে গিয়ে আমরা নিযামুদ্দিনে মাওলানা সাদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করি এবং তাঁকে কাছে আনার অংশ হিসেবে আমাদের কিছু খেদমত পেশ করি। তখন মাওলানা সাদ সাহেব আমাদেরকে এ কথা বলে বাহবা দেন যে, 'আপনারা আল্লাহর পক্ষ থেকে মদদ হিসেবে এসেছেন।' এরপর বলেন, 'আপনারা যেসব দুঃখজনক ঘটনার কথা শুনেছেন, তা একটি ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী করেছে। যার সঙ্গে তাবলীগের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা মারকাযে ফিতনা সৃষ্টি করতে চায়। (তার এ কথা শুনে আমরা অবাক হলাম যে, এই লোকগুলো মারকাযে প্রবেশ করার দুঃসাহস কীভাবে পেলো? এবং কীভাবে তৎক্ষণাৎ একদল বিশেষ ব্যক্তিত্বকে তারা প্রভাবিত করতে সক্ষম হলো?) আমরা তার এ কথার কোনো উত্তর দিইনি।

২. এরপর আমরা মাওলানা ইবরাহিম দেওলা সাহেব, হযরত মাওলানা আহমদ লাট সাহেব, হযরত মাওলানা ইসমাঈল সাহেব গোধরা, ভাই মুহাম্মদ ফারুক সাহেব (ব্যাঙ্গলোর) ও অন্যান্য হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত করি। তাঁদেরকে আমরা মারকাযের বর্তমান পরিস্থিতির ওপর ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখতে পাই। তারা বলেন, 'আমরা মাওলানা সাদ সাহেবকে বোঝানোর অনেক চেষ্টাই করেছি যে, আপনি বড়দের তরিকায় মেহনত করুন।' তারা আমাদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, 'এখন তো সময় খুবই সংকীর্ণ। হজের সফর ঘনিয়ে এসেছে। এই উদ্যোগের জন্যে কয়েক মজলিসে বসার প্রয়োজন হতে পারে। এজন্যে উত্তম হবে, এই মেহনত হজের পর হোক।'

৩. এরপর আমরা মাওলানা সাদ সাহেব ও অন্যান্য শায়খের সঙ্গে হজের পর এ নিয়ে পরবর্তী উদ্যোগ নেওয়ার আবেদন করি। তারা সবাই এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হন।

## দ্বিতীয় উদ্যোগ : হজ চলাকালে

১. মককা মুকাররমা, মদিনা মুনাওয়ারা ও মিনায় মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের সঙ্গে প্রায় চারবার আমাদের সাক্ষাত হয়েছে। সব হযরতের সঙ্গে কয়েকবার কথাবার্তা বলার পর ১৫ অক্টোবরের তারিখ চূড়ান্ত হয়



এভাবে যে, আমরা দু' দিন আগে হাজির হব এবং উভয় পক্ষের বর্তমান মতানৈক্যের বুনিয়াদি কারণ একত্র করব।

২. মাওলানা সাদ সাহেবের কাছে লিখিত আকারে এ কথাও নিবেদন করা হয় যে, কিছু সাথীকে মাশওয়ারা ও মেহনতের সহায়তার জন্যে এই জামাতের মাঝে শামিল করে নেওয়া হোক। তাদের নামও লিখে জানানো হয়। তিনি সেই অনুরোধের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেন। এরপর আমরা সব সাথীর সামনে সেই নামগুলো পেশ করি। তারা সবাইও একমত হন। এই কাজের জন্যে মককা মুকাররমা ও মদিনা মুনাওয়ারার ছয়জন পুরনো সাথীকে নিয়ে একটি জামাত গঠন করা হয়। (মাওলানা সাদ সাহেব)সহ সব সাথী এই উদ্যোগের সঙ্গে একমত হন।

৩. এই কার্যক্রম চলাকালে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহিম সাহেব মারকায ত্যাগ করে যাননি; বরং তিনি অসুস্থতার কারণে বাড়ি গিয়েছিলেন এবং হজের পর ফিরে আসবেন। তখন মাওলানা ইবরাহিম সাহেব একটি লেখা তৈরি করে তার মাঝে মারকায থেকে তাঁর চলে যাওয়ার আসল কারণ পরিষ্কার জানিয়ে দেন এ উদ্দেশ্যে যে, মারকাযে যেই বিষয়গুলো হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. ও মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর যুগে ছিল না এবং বর্তমানে চালু হয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে তিনি একমত, এ কথা কেউ যেন মনে না করে। তখন কিছু লোকের পক্ষ থেকে এই লেখা মিথ্যা দাবি করা হয় যে, এটি মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহিম সাহেবের লেখা নয়। তার নামে মিথ্যা রচনা। কিন্তু কিছু দিন পর এ বাস্তবতা সামনে চলে আসে যে, বাস্তবেই হযরত মাওলানা মারকায ত্যাগ করে চলে গেছেন এবং গুজরাটের কোনো এক মাদরাসায় বুখারি শরিফ পড়াচ্ছেন।

৪. হযরত মাওলানা সাদ সাহেব এ কথাও বলেছিলেন যে, সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী ফয়সাল একজনই হওয়া উচিত। হয়তো তিনি নিজেই হবেন অথবা মাওলানা ইবরাহিম সাহেব হবেন। কিন্তু মেওয়াত ও ইউপির লোকেরা মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহিম সাহেবের ওপর রাজি হবেন না। আমরা তখন নিবেদন করি যে, 'এই বিষয়গুলোর ওপর

দিল্লিতে সব হযরতের সাক্ষাতের সময় আলোচনা হবে।' মাওলানা আমাদের এ কথার সঙ্গে একমত হন। এই পারস্পরিক সম্মতির ওপর আমরা ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করি।

## তৃতীয় উদ্যোগ : হজের পর

১. এই সফরে কিছু সাথী আমাদেরকে চলমান বিভিন্ন আশঙ্কার কথা স্মরণ করিয়ে ভয় দেখান। কিছু সাথী হিফাযতি তদবির গ্রহণের উপদেশ দেন এবং এ কথা বলেন যে, মাওলানা সাদ সাহেব আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন না। তখন আমাদের মনে হলো, তারা হয়তো কোনো সূত্রে জানতে পেরেছে; কিন্তু তারা আমাদের পরিষ্কার কোনো কথা বলেনি।

২. আল্লাহর ওপর ভরসা করে আমরা ১২ অক্টোবর হিন্দুস্তান সফরের উদ্যোগ নিই। যেমনটি আমাদের সবার ঐকমত্যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সফরের প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করি; কিন্তু আমাদের জামাতের দু'জন সাথী কিছু ব্যক্তিগত কারণে যেতে পারেনি। আমরা চার সাথী রওয়ানা হই।

৩. নির্দিষ্ট তারিখে আমরা হিন্দুস্তান পৌঁছে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, উভয় পক্ষের কারো কাছেই আমরা অবস্থান করব না, যেন সবাই আমাদের ব্যাপারে আশ্বস্ত হয় যে, বাস্তবেই আমরা নিরপেক্ষ। কারো প্রতি আমাদের কোনো টান নেই। এজন্যে আমরা একটি বাড়ি ভাড়া করি।

৪. পরদিন মাওলানা সাদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে হাজির হই। এদিন মাওলানা আমাদের সঙ্গে মোটেই হাসিমুখে সাক্ষাত করেননি। যখন আমরা এ বিষয়ে বৈঠকের জন্যে সময় চাই তখন সঙ্গে সঙ্গে মাওলানার চেহারা লাল হয়ে যায়। তিনি উপস্থিত সবার সামনে ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার করে বলেন, 'কেন এসেছো? নিযামুদ্দিনের কাজের মাঝে কেন নাক গলাচ্ছো? এই কাজ তোমাদের স্তর থেকে অনেক ঊর্ধ্বের।'

আমরা উত্তরে নিবেদন করি যে, 'আপনার সম্মতির ভিত্তিতেই আমরা এসেছি।'

তখন মাওলানা বলেন, 'ওই কাজ হয়ে গেছে। এখন এখানে কোনো মাসআলা নেই। মেহনত ঠিকমত চলছে। যারা মারকায ছেড়ে গেছে, তোমরা তাদের কাছে যাও। তাদেরকে বলে দাও, যদি তাদের



মাকাযের প্রয়োজন থাকে তাহলে যেন ফিরে আসে এবং এখানকার কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে।'

৫. এ ঘটনার পর আমরা মাঝখানে ভায়া হওয়ার জন্যে আরো কিছু মাধ্যম সন্ধান করি। তার কাছের লোকদের মাধ্যমে চেষ্টা করি। সেই চেষ্টার বিবরণ এমন,

* মারকাযের বর্তমান যিম্মাদারদের মাঝে মৌলভি শাহযাদ নামে একজন লোক আছে। তার সঙ্গে কথা বলি এবং বর্তমান ইখতিলাফের কারণে আলমি পর্যায়ে উম্মতের মাঝে যেই বিভেদ দেখা দিয়েছে, সে ব্যাপারে সতর্ক করি যে, দু' দিকেই প্রচুর সমর্থক রয়েছে। আমাদের দায়িত্ব হলো, দ্রুত এই ইখতিলাফ নিঃশেষ করা। তখন তিনি সহায়তার অঙ্গীকার করেন; কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি কোনো ফোন করেননি। আমরা নিজেই আমার ফোন করি তখন তিনি বলেন, আমি মাওলানার সঙ্গে পরামর্শ করে বলছি। এরপর তিনি নিজেই আমাদের সঙ্গে ফজরের পর বৈঠকের প্রস্তাব পেশ করেন এবং মসজিদে বসার সিদ্ধান্ত হয়। ওই বৈঠকের বিবরণ একটু পর বলছি।

* দিল্লিতে মাওলানা সাদ সাহেবের একজন আত্মীয় আছেন, আমরা তার সঙ্গে কথা বলি। তিনি মাওলানা সাদ সাহেবের সামনে আমাদের দরখাস্ত পেশ করেন। তখন মাওলানা বলেন, 'খাবারের সময় যেন আম দস্তরখানে চলে আসে। নিযামুদ্দিন মারকায জনগণের সঙ্গে আমলে শরিক হওয়ার জন্যে সবসময় খোলা।'

তখন ওই লোক বলেন, 'এই সাথীরা বিরাজমান মতানৈক্যের ব্যাপারে কথা বলার জন্যে আপনার কাছ থেকে সময় নিয়ে এসেছে।'

এ কথা শুনতেই মাওলানা সাদ সাহেব তাকে ফিরিয়ে দেন এবং ধমকের সুরে বলেন, 'তুমিই এই লোকদেরকে এখানে নিয়ে আসার যিম্মাদার। খবরদার! তারা যদি এ ব্যাপারে কোনো কথা তোলে তাহলে আমার ক্রোধ চলে আসবে। আমার আওয়াজ উঁচু হলে মেওয়াতের সবাই মুহূর্তেই এখানে হাজির হয়ে যাবে। তখন এই লোকগুলো মারকায তো পরের কথা, আমার কামরা থেকেও বেরুতে পারবে না।'

তার এই কথাগুলো আমরা আমাদের কানে শুনেছি। তখন আমরা ভীষণ অবাক হই যে, ঈদের সময় মাওলানা যেই কথাটি বলেছিলেন যে, 'এখানে একটি ফেতনাবাজ গোষ্ঠী রয়েছে।' আর এখন তিনি নিজেই বলছেন যে, 'এই লোকগুলো এখান থেকে সুস্থ শরীরে বের হতে পারবে না।' আমরা মনে মনে ভীষণ তাজ্জব হয়ে ভাবতে থাকি যে, তাবলীগের মারকায থেকে এ ধরনের ধমক কীভাবে সম্ভব!

৬. যখন আমরা এখানে আমাদের সকল উদ্যোগ ও ব্যর্থতায় পর্যবাসিত হতে দেখি আর অন্যদিকে দেখতে পাই যে, হজ চলাকালে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে সকল আকাবির হযরত দু' দিন ধরে মাওলানা সাদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করার অপেক্ষায় আছেন তখন মাওলানা সাদ সাহেবকে একটি চিঠি লিখে পাঠাই যে, আকাবির হযরতগণ অপেক্ষায় আছেন। আপনি কোনো উপযুক্ত সময় ও স্থান চূড়ান্ত করে দিন। আমাদের চিঠিতে লেখা ছিল,

> 'হজ চলাকালে আপনার সম্মতির পর আপনার ও হিন্দুস্তানের পুরনো সাথীদের মাঝে মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়গুলোর ব্যাপারে কথাবার্তার জন্যে এ মাসের ১৫ তারিখ (অর্থাৎ আজ) চূড়ান্ত হয়েছিল। সে বিষয়ে আপনার কাছে আমাদের নিবেদন হলো, আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্যে সকল সাথী দিল্লিতে উপস্থিত। তারা আপনার সঙ্গে বসতে প্রস্তুত। এজন্যে আপনার কাছে অনুরোধ হলো, কোনো মুনাসিব সময় ও স্থান নির্দিষ্ট করে দিন। হযরতগণ আগামীকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনার উত্তরের অপেক্ষায় থাকবে। এরপর তারা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাবেন। আমরা দুআ করছি, আল্লাহ তাআলা আপনার হাত ধরে কল্যাণ জারি করুন এবং উম্মতকে এক করুন।'

৭. এরপর মৌলভি শাহযাদ আমাকে ফোন করেন এবং আমাদের সঙ্গে আমাদের অবস্থানস্থলে এসে সাক্ষাত করার সময় চান। আমি তখন নিবেদন করলাম, ভালো হয় আমাদের সাক্ষাত যদি এমন একটি মসজিদে হয়, যা আমাদের ও আপনাদের মধ্যবর্তী দূরত্বে আছে। পরদিন সকালে সেখানে একটি জামাত আসে। সেই জামাতে মৌলভি



শেহযাদ, ভাই মুশতাক ও ভাই মুরসালিন ছিলেন। তারা এসে আমাদের বলেন, 'মারকায সবার জন্যে উন্মুক্ত। হযরতগণ আমলে শরিক হওয়ার জন্যে সেখানে আসতে পারেন।' তখন আমি দিল্লিতে উপস্থিত সেই হযরতদের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে দিই যে, মাওলানা সাদ সাহেব বসতে আগ্রহী নন। কাজেই আপনারা ফিরে যেতে পারেন।

৮. সেদিন যোহরের নামাযের পর পুলিশের পক্ষ থেকে একটি লোক আসে। ওই লোকের কাছে আমাদের পাসপোর্টের ফটোকপি ছিল। সে এসে আমাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দেয়। বিষয়টি আমাদের কাছে অদ্ভূত ঠেকে। ঘরের মালিক তখন বিষয়টি অনুসন্ধান করার জন্যে পুলিশ অফিসে কল করে। তখন তারা অবহিত করে যে, এন্টি টেরোরিজম ফোন নম্বরে এ সংবাদ এসেছে যে, এ ঘরে কয়েকজন সন্দেহজনক আরব অবস্থান করছে।

৯. আমরা তখন পরামর্শ করি যে, এখন আর কোনো কাজ বাকি নেই। যেহেতু সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে না, সেহেতু আমরা সেদিনই মককা মুকাররমা ও মদিনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসি।

১০. ফেরার সময় আমরা মাওলানা সাদ সাহেবের কাছে একটি চিঠি লিখি। এই চিঠিতে আমরা জানাই, আপনি যখন যেখানে চাইবেন, আমরা সবসময় সমাঝোতার প্রচেষ্টা করতে প্রস্তুত। এই চিঠিতে আমরা লিখেছিলাম,

"

> 'আমরা আপনার খেদমতে এ কথা নিবেদন করতে চেয়েছিলাম যে, আমাদের ওপর, পুরো উম্মতের ওপর আপনার ও আপনার পরিবারের যেই অবদান রয়েছে, তা আমরা স্বীকার করি। আল্লাহ তাআলা আপনার পূর্বসূরিদের মাধ্যমে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামওয়ালা মেহনত নতুন করে চালু করে উম্মতের ওপর অনেক বড় ইহসান করেছেন। এ কারণে আমরা আপনাকে ও আপনার বংশের প্রত্যেক সদস্যকে ভালোবাসি। দুআ করি, আল্লাহ তাআলার আপনার নেক ইচ্ছাগুলো পূরণ করুন।

আমাদের একান্ত প্রত্যাশা ছিল, আমরা আপনার সঙ্গে বসব। অন্য আকাবির হযরতের সঙ্গে আপনার বিরাজমান মতানৈক্য নিরসন করার চেষ্টা করব। যেন আমরা এমন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, যার মাধ্যমে উম্মাহ ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

আমরা এই উদ্যোগ আমাদের নিজ থেকে নিইনি; বরং আপনার সম্মতিক্রমেই আমরা হাজির হয়েছিলাম। কিন্তু আপনার অস্বীকার ও একসঙ্গে বসতে অসম্মতির সংবাদ শুনে আমরা দুঃখ পেয়েছি। অথচ হজের সফরে আপনাকে চলমান সমাঝোতা প্রক্রিয়ার ওপর আগ্রহী দেখা গিয়েছিল।

আমরা চেষ্টা করেছি, সকল হযরতকে পূর্ণ সম্মতিক্রমে আপনার কাছে একত্র করব। কিন্তু আমরা খুবই বিস্মিত হলাম এ কারণে যে, আপনি আপনার সেই সঙ্গীদের সঙ্গে বসতে আগ্রহী নন, যাঁরা এই মুবারক মেহনতে আপনার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এতদিন চলে এসেছে, যারা সবাই এই মেহনতের পুরনো হযরত।

এরপরও আপনার ভালোবাসা ও আপনার শ্রদ্ধা আমাদের অন্তরে রয়েছে। আমরা আপনার জন্যে দুআ করি। আমাদের একান্ত ইচ্ছে ছিল, আমরা আপনার খেদমতে হাজির হব; কিন্তু একজনের কথা শুনে আমরা আঁতকে উঠেছি। সে আমাদের জানিয়েছে, 'আপনারা যদি মাওলানার সঙ্গে দেখা করতে হাজির হন তাহলে কখনই কোনো বিবাদমান প্রসঙ্গ তুলবেন না। যদি তোলেন তাহলে মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে যাবেন। তাঁর কণ্ঠ উঁচু হয়ে যাবে। তখন মেওয়াতি লোকেরা ছুটে আসবে। তখন আপনারা মারকায তো দূরের কথা, মাওলানার কামরা থেকেও বেরুতে পারবেন না।'

কাজেই আমরা পরামর্শ করেছি যে, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করা সম্ভব নয়। এরপরও আমরা আপনাকে অবহিত করতে চাচ্ছি যে, আমরা আপনাকে



ভালোবাসি। আপনার কাছে আমাদের না আসার কারণ এটা নয় যে, আমরা অসন্তুষ্ট। বরং আমরা উদ্বিগ্ন এ নিয়ে যে, বিষয়টি কত দূর গড়িয়েছে। আমরা দুআ করি, মহান আল্লাহ আমাদেরকে এমন কাজ করার তাওফিক দিন, যার মাধ্যমে পুরো উম্মাতের অন্তর কল্যাণ ও তাকওয়ার ওপর একত্র হবে। শুধু এবারই নয়; আমরা এখন বা অন্য যেকোনো সময় চলমান মতানৈক্য দূর করে, কাছাকাছি আনার উদ্যোগে প্রয়াসী হতে প্রস্তুত আছি। আপনি যখন ইচ্ছে হুকুম করতে পারেন।

"

এই বিষয়গুলো উল্লেখ করা আবশ্যক ছিল, বিধায় উল্লেখ করা হলো। আমরা দুআ করি, আল্লাহ তাআলা পুরো উম্মতের ছোট-বড় সব গুনাহ মাফ করে দিন। আমাদের তাওবা কবুল করুন। আমাদেরকে এই সুবিশাল মেহনতে পরস্পরে অবস্থানগত ঐক্য ও আন্তরিক হৃদ্যতা থেকে বঞ্চিত না করুন। আমিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় দয়ালু ও মহিয়ান।

ওয়াস সালাম।

মককা মুকাররমা ও মদিনা মুনাওয়ারা থেকে
আগত সমাঝোতাকামী জামাতের পক্ষে

**গাসসান ও ফাযেল**

# চতুর্থ কিস্তি

## মেহনতের হিফাযতের স্বার্থে
## শূরার হযরতদের পক্ষ থেকে প্রেরীত চিঠি



## এই কিস্তির চিঠিগুলোর বিশ্লেষণ

### চিঠি : ২২

২০১৬ সালের ৪ঠা নভেম্বর থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত রায়বেন্ড ইজতিমায় শূরার ১৩ সদস্যের মত হতে ৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ওই সময় নিযামুদ্দিন থেকে ১২ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলও আগমন করে। কিন্তু মাওলানা সাদ সাহেব নিজে আসেননি। প্রথম ইজতিমার পর ৬ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে মুহতারাম হাজি সাহেব মাগরিবের নামাযের পর সকল দেশের যিম্মাদার সাথীদের মাজমায় তিনি বয়ান করেন। বয়ানের পর শূরা হযরত পরামর্শ দেন যে, এই কথাগুলো কাগজে লিখে মাওলানা সাদ সাহেবের কাছে পাঠানো হোক। সেমতে পরবর্তী দিন ৭ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে শূরা হযরতদের স্বাক্ষর সহকারে একটি লিখিত চিঠি তৈরি করা হয় (যা এ বইয়ের ২২ নভেম্বর)। একজন প্রতিনিধিকে ওই চিঠি সহকারে মাওলানা সাদ সাহেবকে নিয়ে আসার জন্যে পাঠানো হয়। কিন্তু সেই প্রচেষ্টায় ব্যর্থতায় পর্যবাসিত হয়।

### চিঠি : ২৩

এরপর শূরা হযরত বর্তমান পরিস্থিতিতে মেহনতের হিফাযত এবং মেহনতকে বিভ্রান্তির কবল থেকে বের করে আনার জন্যে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সেই সিদ্ধান্তগুলো লিখে একটি চিঠি (যা এ বইয়ের চিঠি : ২৩) দস্তখত সহকারে পুরো দুনিয়ার সকল পুরনো হযরত ও যিম্মাদারদের খেদমতে পাঠানো হয়।

### চিঠি : ২৪

২০১৭ সালের ১৫ থেকে ১৯ মার্চ পর্যন্ত রায়বেন্ডে পুরনো হযরতদের জোড় অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিভিন্ন দেশের সাথীগণ হিন্দুস্তানের আকাবির হযরতদের কাছে নিজেদের মত করে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনেকগুলো প্রশ্ন করে। যেমন,

* হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. তাঁর জীবদ্দশাতে শূরা গঠন করেছিলেন। ওই শূরা কোন উদ্দেশ্যে গঠন করেছিলেন? এবং শূরা কীভাবে অস্তিত্ব লাভ করে?

* ২০১৫ এর রায়ভেন্ড ইজতিমায় কীভাবে শূরার শূন্যপদগুলো পূরণ হয়?

* হিন্দুস্তানের আকাবির হযরত কেন নিযামুদ্দিন ত্যাগ করলেন?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানাতেই মাশওয়ারাক্রমে ১৮ মার্চ সেই যিম্মাদার হযরতদেরকে নিয়ে একটি মজলিস আয়োজিত হয়। সেই মজলিসের সংক্ষিপ্ত কারগুজারি জানতে এ বইয়ের ২৪ নম্বর চিঠি পড়ুন।

## চিঠি : ২৫ ও ২৬

৭ আগষ্ট ও ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব দা.বা. এ দুটি মূল্যবান চিঠি লেখেন। যা এ বইয়ের চিঠি নম্বর ২৫ ও ২৬। ওই দুটি চিঠির মাঝে মেহনতের সকল সাথীকে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমল অনুসরণ করার তারগিব দেওয়া হয়েছে।

## চিঠি : ২৭

২০১৭ এর নভেম্বর মাসের ২ তারিখ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত রায়ভেন্ড ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শূরার সাথীগণ একত্র হন। ওই সময় অধিকাংশ দেশের সাথীদের পক্ষ থেকে এ অনুরোধ আসে যে, মেহনতের সঠিক সূরতের বিবরণ সামনে আসা দরকার। সেমতে প্রথম ইজতিমার পর ৫ নভেম্বর বিভিন্ন দেশের উমূর সম্পর্কে শূরা হযরতদের পক্ষ থেকে একটি ব্যাখ্যামূলক চিঠি (যা এ বইয়ের চিঠি : ২৭) শূরার সদস্যদের দস্তখত সহকারে তৈরি করা হয় এবং পরবর্তী দিন নভেম্বর ৬ তারিখে সবাইকে পড়ে শোনানো হয়।



**চিঠি : ২২**

### নভেম্বর ২০১৬ এর রায়ভেন্ড ইজতিমা চলাকালে মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে

## আলমি শূরার চিঠি

[প্রেরণের তারিখ : ৭ নভেম্বর ২০১৬]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রিয় মুহাম্মদ সাদ সাহেব সাল্লামাহু

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহে আশা করি ভালো আছেন।

মুহতারাম হাজি সাহেব মাদ্দা যিল্লুহু গতকাল ৬ নভেম্বর ৬০১৬ ঈ. মাগরিব নামাযের পর বিভিন্ন দেশের যিম্মাদার সাথীদের মাজমায় বয়ান করেন। সেই বয়ানে তিনি মেহনতের সাথীদের নিযামুদ্দিনে যেতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পাশাপাশি কিছু বুনিয়াদি বিষয়ের ওপর সবিশেষ আলোচনা করেন।

১. মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর ইনতিকালের পর নিযামুদ্দিনে যেই মাশওয়ারা হয়েছিল সেখানে হযরতজি রহ. কর্তৃক গঠিত পূরো শূরা এ কথার ওপর একমত হয়েছিল যে, এই মেহনত মাশওয়ারার আলোকে চলবে। এই মেহনতে কোনো আমির থাকবে না এবং নিযামুদ্দিনে কোনো বাইআত হবে না।

২. বিগত ২০১৫ এর ইজতিমায় আমি সাথীদের মাশওয়ারায় শূরার শূন্যপদগুলো পূরণ করি। সে সিদ্ধান্তের ওপর আমি ১০১ বার اللّٰهُمَّ خر لي واخترلي পড়ে দস্তখত করি।

৩. শূরার সব সাথী যে সিদ্ধান্তের ওপর একমত হবেন শুধু সেই সিদ্ধান্তই মেহনতে চালানো হবে।

৪. মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. এর যুগে যখন বিভিন্ন দেশের দাওয়াতের সাথীরা নিজেদের নানা উমুর (বিষয়) উপস্থাপন করত তখন মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. বলতেন, আমাদের মাশওয়ারার কিছু সাথী মক্কা মুকাররমায়, কিছু সাথী মদিনা মুনাওয়ারায়। আর কিছু সাথী পাকিস্তানে। আমরা সবাই যখন একত্র হব তখন এই বিষয়গুলো নিয়ে মাশওয়ারা করব।

মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর জামানায় দেশ-বিদেশের সাথীদেরকে বলা হতো, আপনারা আপনাদের যাবতীয় উমূর নিযামুদ্দিনে লিখে পাঠান। সেই লেখার আরেকটি অনুলিপি রায়ভেন্ডেও পাঠান। মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব সেই বিষয়ে আমাদের কাছ থেকে রায় নিয়ে ফয়সালা করতেন। এখন হিন্দুস্তানওয়ালারা আমাদের রায় জিজ্ঞেস করে না। বছরের পর বছর আমরা সবর করছি ও ইসতিগফার পাঠ করছি।

হাজি সাহেবের এই কথাগুলো থেকে পরিষ্কার স্পষ্ট হয় যে, মেহনত হবে আমাদের আকাবির রহ. এর মানহাজ ও পদ্ধতিতে। এর মাঝে কোনো ধরনের পরিবর্তন ও সংযোজন শূরার সম্মতি ব্যতিরেকে হতে পারবে না।

শূরার শূন্যপদ পূরণের তথ্য সম্বলিত চিঠির ওপর আপনার স্বাক্ষর রয়েছে। হাজি সাহেব তার বিগত ৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে পাঠানো চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছেন যে, নিযামুদ্দিনের শূরার জন্যে গঠিত ৫ সদস্যই নিযামুদ্দিনের যাবতীয় বিষয়ে পালাবদলক্রমে ফয়সাল হবেন।

এ চিঠিতে লেখা উমূরের ওপর শূরার সদস্যবৃন্দের মধ্য হতে উপস্থিত ৯ সদস্য একমত। আপনি যদি এর ওপর সম্মতি দেন তাহলে সাথীগণ সানন্দে নিযামুদ্দিন আসতে প্রস্তুত।

ইনশাআল্লাহ এভাবে মেহনত করলে পরস্পরের মাঝে মিল-মুহাব্বত ও মেহনতের মাঝে তারাক্কি আসবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তার সন্তুষ্টি অনুসারে মেহনত করার তাওফিক দিন। আমিন।

স্বাক্ষর করেছেন,



১. হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব
২. মাওলানা ইবরাহিম দেওলা সাহেব
৩. মাওলানা ইয়াকুব সাহেব
৪. মাওলানা আহমদ লাট সাহেব
৫. মাওলানা নযরুর রহমান সাহেব
৬. মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব
৭. মাওলানা ওবায়দুল্লাহ খুরশিদ সাহেব
৮. মাওলানা যুহায়রুল হাসান সাহেব
৯. মাওলানা যিয়াউল হক সাহেব

হাজি সাহেব আরো বলেছেন, নিযামুদ্দিন ও রায়ভেন্ডের সবাই যেন খুব বেশি করে কেঁদে-কেঁদে আল্লাহর কাছে দুআ-প্রার্থনা করে।

**চিঠি : ২৩**

## নভেম্বর ২০১৬ এর রায়ভেন্ড ইজতিমায় উপস্থিত বিশ্বের সবগুলো দেশের যিম্মাদার হযরত সমীপে

# আলমি শূরার চিঠি

[প্রেরণের তারিখ : ১৩ নভেম্বর ২০১৬]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

বিগত ৪ থেকে ১৩ নভেম্বর মুতাবেক ৩ থেকে ১২ সফর ১৪৩৮ হিজরির রায়বেন্ড ইজতিমায় শূরার ৯জন সদস্য আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে একত্র হন। পুরো উম্মতে মুহাম্মাদি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে এই উঁচু মেহনত-মুজাহাদাকে ছড়িয়ে দিতে এবং উম্মতের প্রত্যেক সদস্যকে এই মেহনতের ওপর আমলিভাবে নিয়ে আসার জন্যে নিম্নের তরতিব উপকারি মনে করা হয়।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. ও হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এই মেহনত যেই উসুল ও বুনিয়াদের ওপর উঠিয়েছেন ও পরিচালনা করেছেন, যার কারণে পুরো উম্মতের মাঝে ইজতিমাইয়্যাতের সূরত সামনে এসেছে, সেই বুনিয়াদ হিফাযত করা এবং সেই কর্মপন্থা ও উসূল নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে মেহনত চালিয়ে যাওয়া খুবই জরুরি।

বর্তমান হালতে দেশ-বিদেশের যিম্মাদার হযরতদের পক্ষ থেকে বিদ্যমান সংকটের ব্যাখ্যা জানতে চাওয়ায় শূরা হযরতদের পক্ষ থেকে নিম্নের তরতিব জরুরি ও উপকারী মনে করে পেশ করা হচ্ছে–

১. দেশ-বিদেশের যাবতীয় উমূর শুধুমাত্র সেসব স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে, যেখানে শূরার অধিকাংশ সাথী উপস্থিত থাকবেন। ফিলহাল এমন স্থান দুটি– রায়ভেন্ড ও টঙ্গি।



২. শূরার কোনো এক সদস্যের কাছে রুজু না করে সামষ্টিকভাবে পুরো শূরার দিকে রুজু করা হবে। শূরার অধিকাংশ সদস্য যেই রায় দেবেন তার ওপর ফয়সালা হবে।

৩. দেশ-বিদেশের মেহনতের সাথীগণের এই পরিবেশে এসে ওয়াক্ত লাগানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে এই তরতিব চূড়ান্ত হয়েছে যে, দেশ-বিদেশের সাথীগণ একবছর নিজ দেশে, দ্বিতীয় বছর হিন্দুস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এবং তৃতীয় বছর অন্যান্য দেশে নিজের সালানা ওয়াক্ত লাগাবেন।

প্রতি দু' বছর পর দেশ-বিদেশের যিম্মাদার সাথীদের নিযামুদ্দিন বসতিতে আসার আমলটি হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর অসুস্থতা ও মাজুরির কারণে শুরু হয়েছিল। এখন আর এই আমলের প্রয়োজন নেই। এর পরিবর্তে উপরে উল্লেখিত তরতিব অনুসারেই এই পরিবেশে এসে ওয়াক্ত লাগানো অধিক উপকারী হবে।

৪. মসজিদওয়ারি মেহনতকে সঠিক ও মজবুত রুখের ওপর নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। যেন প্রতিটি মসজিদ থেকে পূর্ণ জামাত বের হয়। দেশ-বিদেশের যিম্মাদার সাথীগণ তাদের এলাকা থেকে বের হওয়া জামাতের বিবরণী শূরার কাছে পাঠাবেন। শূরার মঞ্জুরির পর জামাত পাঠানো যেতে পারে। এই জামাতগুলোর রুখের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর যিম্মাদার সাথীগণের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

৫. বছরের মাঝামাঝিতে যেসব মাসআলা সামনে আসবে, সেগুলোর সমাধানের জন্যে শূরার আকাবির হযরতগণের কাজে রুজু করা হবে।

৬. তদ্রূপ নিজ নিজ দেশের জোড় বা ইজতিমার তারিখ নির্ধারণের জন্যেও শূরার কাছে রুজু করা হবে।

৭. জোড় বা ইজতিমার জন্যে হিন্দুস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন জামাত চাওয়ার ক্ষেত্রেও শূরার কাছে রুজু করা হবে।

আগামীতে এই সবগুলো উমূরের জন্যে পূর্বের সিদ্ধান্তকৃত তরতিব অনুসারে এই সকল হযরতের কাছেই চিঠি লেখা হবে। সেই চিঠির একটি নকল (অনুলিপি) রায়ভেন্ডে পাঠানো হবে।

আল্লাহ তাআলা সকল বিষয়ে আমাদেরকে উত্তমভাবে রাহবারি করুন। এই মেহনতকে পুরো উম্মতের হিদায়াতের মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমিন।

স্বাক্ষর করেছেন,
১. হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব
২. মাওলানা ইবরাহিম দেওলা সাহেব
৩. মাওলানা ইয়াকুব সাহেব
৪. মাওলানা আহমদ লাট সাহেব
৫. মাওলানা যুহায়রুল হাসান সাহেব
৬. মাওলানা নযরুর রহমান সাহেব
৭. মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব
৮. মাওলানা ওবায়দুল্লাহ খুরশিদ সাহেব
৯. মাওলানা যিয়াউল হক সাহেব



**চিঠি : ২৪**

## মার্চ ২০১৭ রায়ভেন্ডের পুরনো সাথীদের জোড়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মজলিসের কারগুজারি

[প্রেরণের তারিখ : ১৮ মার্চ ২০১৭]

**গত বছর (২০১৭)** এর ১৫ মার্চ থেকে ১৯ মার্চ রায়ভেন্ড মারকাযে তাবলীগ জামাতের পুরনো সাথীদের জোড় অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ, সেখানে বিশ্বের ৭৮ টি দেশের ৩ হাজারেরও অধিক সাথী সমবেত হন। এঁদের সিংহভাগই হলেন অনেক পূর্বে তাবলীগের মেহনতে ওয়াক্ত ব্যয়কারী যিম্মাদার হযরত। ২৭ টি দেশের শূরার সাথীরাও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে অনেক সাথী বিভিন্ন হযরতের কাছে হযরতজি রহ. কর্তৃক গঠিত শূরার ব্যাপারে পৃথকাকারে প্রশ্ন তোলেন। তখন মাশওয়ারা হয়, এভাবে ভিন্ন ভিন্ন আকারে কথা বলা অথবা জবাব দেওয়ার পরিবর্তে পুরো মজমার সামনে একসঙ্গে পুরো বিবরণ তুলে ধরাই সর্বাধিক উপকারী হবে। সেমতে ১৮ মার্চ শুক্রবার ঈশার নামাযের পর সেই যিম্মাদার হযরতদেরকে নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব, মাওলানা ইবরাহিম দেউলা সাহেব, মাওলানা আহমদ লাট সাহেব, মাওলানা যুহাইরুল হাসান সাহেব, মাওলানা ইহসানুল হক সাহেব, মাওলানা নযরুর রহমান সাহেব, মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব, মাওলানা উবায়দুল্লাহ খুরশিদ সাহেব, মাওলানা যিয়াউল হক সাহেব, মাওলানা ইসমাঈল গোধরা সাহেব, ডক্টর মুহাম্মদ খালেদ সিদ্দিকি সাহেব, ডক্টর সানাউল্লাহ সাহেব, ভাই ফারুক আহমদ ব্যাঙ্গলোরি সাহেবসহ অন্যান্য উলামায়ে কেরাম, পুরনো যিম্মাদার হযরাত, সাথী-সঙ্গীগণ ও পাকিস্তানের শূরার সকল সাথীবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

ওই মজলিসের শুরুতে হযরতজি মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. কর্তৃক গঠিত শূরা ও সেই শূরার শূন্যপদ পূরণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ভাই ফারুক সাহেব উল্লেখ করেন।

ওই মজলিসে আরেকটি প্রশ্ন উঠেছিল। যেসকল মুরুব্বি নিযামুদ্দিন মারকায ত্যাগ করে চলে গেছেন, তাদের কাছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথী-সঙ্গীগণ এ প্রশ্ন তোলেন যে, আপনারা নিযামুদ্দিন ছেড়ে কেন চলে গেছেন?

নিযামুদ্দিন মারকায ত্যাগ করার কারণ তারা তাদের বিভিন্ন চিঠিতে তুলে ধরেছিলেন। কাজেই এই বৈঠকে তাদের উপস্থিতিতে তাদের চিঠিগুলো পড়ে শোনানো দরকার। যেন কারণগুলো সামনে চলে আসে। তখন পরামর্শ অনুসারে ডক্টর সানাউল্লাহ সাহেব মাওলানা ইবরাহিম দেউলা সাহেব, মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব ও মাওলানা আহমদ লাট সাহেবের চিঠিগুলো পাঠ করে শোনান।

ওই বৈঠকের শেষে হযরত মাওলানা ইবরাহিম দেওলা সাহেব আলোচনা করেন। তিনি তার আলোচনায় বলেন, "এই মেহনত মহান আল্লাহর আমানত। প্রতিটি মানুষ এই মেহনতের যিম্মাদার। সবাই এই মেহনত চালাবে, ছড়াবে ও এই মেহনতের তত্ত্বাবধান করবে। যেন, এই মেহনত যথাযথভাবে উম্মাহর সব সদস্যের কাছে পৌঁছে। এই আমানতের এটাই হক। একবার সাইয়্যেদুনা আলী রাদি. নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার তিরোধানের পরও এই মেহনত থাকবে, তাকাযা সামনে আসবে, বিভিন্ন জটিলতা দেখা দেবে। সেই জটিলতাগুলোর সমাধান আমরা কুরআন-হাদিসে যদি না পাই তাহলে কীভাবে সমাধান বের করব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নেককার পরহেযগার লোকদের সমবেত করবে। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তার ওপর আমল করবে। এক ব্যক্তির কথার ওপর ভরসা করবে না।'

এ কারণেই আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সামনে মেহনতের এ তরিকা রয়েছে যে, মেহনতকারী সঙ্গীরা আছেন। যিম্মাদাররা আছেন। এই মেহনতের পেছনে তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। জীবনভর তারা মেহনতের পাবন্দ। আমরা সবাই মিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতলানো তরতিব অনুসারে মাশওয়ারার মাধ্যমে এই মেহনত চালিয়ে যাবো। মাশওয়ারা অনেক বড়



সুন্নত। এটি এমন সুন্নত, যার ওপর আমল করলে উম্মতের যাবতীয় যোগ্যতা হকের ওপর উঠে আসে। মাশওয়ারার মাঝে যারা রায় দিতে সক্ষম, তারা রায় দেবেন। আর যারা রায় দিতে সক্ষম নয়, তাদের কাছ থেকে রায় নেওয়ার মাধ্যমে তাদের মন জয় করা হবে। এভাবে সবার অন্তরকে বাঁধনে জড়িয়ে তাদের যোগ্যতাগুলো মেহনতের ওপর উঠিয়ে আনার এটাই সুন্নাহবর্ণিত উৎকৃষ্ট তরিকা। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম নিজ নিজ যুগে মাশওয়ারার ওপর খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথীদের কাছ থেকে মাশওয়ারা নিতেন। জিজ্ঞেস করতেন, আপনাদের রায় কী? এটাই আসল তরিকা যে, এই উম্মতের কাজগুলো পারস্পরিক মাশওয়ারা অনুসারে পরিচালিত হবে। যদি মাশওয়ারা চালু হয়ে যায় তাহলে যেকোনো সমস্যার সমাধান বের করা সহজ হয়ে যাবে। ফয়সাল কে হবে? যিম্মাদার কে হবে? কে যাবে? এই প্রশ্নগুলো তো মাশওয়ারার মাধ্যমেই নিষ্পন্ন হবে। আপনাদের কাছেও আমাদের অনুরোধ, আপনারাও মাশওয়ারার প্রতি গুরুত্ব দিন। মাশওয়ারার জামাত তৈরি করুন, নিজেকে মাশওয়ারার অনুগত করুন এবং তাবলীগের এই মেহনতকে আমানত মনে করে আদায় করুন।

**চিঠি : ২৫**

## তাবলীগের সকল সাথী ভাইয়ের নামে মুহতারাম হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেবের একটি মূল্যবান চিঠি

[প্রেরণের তারিখ : ৭ আগস্ট ২০১৭]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সকল শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত বান্দা,
আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি অনুসারে আমল করার তাওফিক দিন।

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি, সকল সাথী সুস্থ-সবল থেকে দিবা-রাত এই মহান দ্বীনের মুবারক মেহনতে নিজেরাও মুহাব্বতের সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং অন্য ভাইদেরকেও যুক্ত করার মেহনত করছেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদের সকল সুন্দর প্রয়াস কবুল করে পুরো দুনিয়ার জন্যে হিদায়াতের ফয়সালা করে দিন। আমিন।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. বলতেন, 'আমাদের মেহনত ও কুরবানি যদি হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর মেহনত ও কুরবানির বিন্দু পরিমাণও সদৃশ্য (মুশাবেহ) হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তাআলা সূর্যের সমান মেহনত করিয়ে দেখাবেন। এজন্যে সব জায়গার মেহনতের সাথীগণ যেন পুরোপুরি এই চেষ্টা করেন যে, প্রত্যেক সাথী যাহেরি ও বাতেনি– উভয় ভাবে যেন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নকল হয়ে ওঠে। যাহেরিভাবে নবিজির নকল হওয়া কিছুটা সম্ভব; কিন্তু বাতেনিভাবে নকল হওয়া



যদিও সম্ভব নয়; কিন্তু আমরা সেই নিয়ত করে সাওয়াব নিয়ে নিতে পারি। কাজেই আপনারা সাথীগণ নিজেদের মেহনত বাড়িয়ে দিন। কুরবানিও বাড়িয়ে দিন। উসুল মেনে ইখলাসের সঙ্গে আমল করে গেলে আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে আমাদের পরস্পরের ইখতিলাফ ও মতানৈক্য নিঃশেষ করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا—তোমরা সবাই আল্লাহর রুজ্জু শক্তভাবে ধারণ করো। এই ইজতিমাইয়্যাতের ওপর আল্লাহর যেই মদদ আসার ওয়াদা রয়েছে, সেই মদদ আসবে এবং এর মাধ্যমে দুনিয়াতে হিদায়াত জারি করে দেবেন।

আমরা সবাই খুব বেশি করে দুআর ইহতিমাম করব। শিশু থেকে শুরু করে পরিণত বয়সের প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক নারী নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মেহনতের যিম্মাদার মনে করবে। যখন আমরা পুরো দুনিয়ার যিম্মাদারির অনুভূতি নিয়ে আমলের মাঝে লেগে যাব তখন সেই আমলের আসর সারা দুনিয়ার ওপর পড়বে এবং মানুষের মাঝে হিদায়াত কবুল করার যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। সাথীগণ একজন অপরজনকে খুব বেশি সালাম দেবে, সালামের রেওয়াজ বানাবে। এর মাধ্যমে অন্তরের কলুষতা দূর হয়ে মুহাব্বত সৃষ্টি হবে। মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. বলেন, 'আল্লাহর মুহাব্বতের পর সবচেয়ে উত্তম আমল মুসলমানের ভালোবাসা।' মুসলমানকে ভালোবাসা ইসলামের কারণে আমাদের ওপর লাজেম–অত্যাবশ্যক। বর্তমান পরিস্থিতির কারণে সকল সাথী নিম্নের দুআগুলোর বেশি বেশি ইহতিমাম করবে, ঘরের ভেতরের লোকদেরকেও গুরুত্ব সহকারে আমল করবে।

প্রথম দুআ হলো,

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

দ্বিতীয় দুআ হলো,

اللّٰهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقّاً وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً ، وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ.

বেশি বেশি ইসতিগফার ও দরুদ শরিফেরও ইহতিমাম করতে হবে। কোথাও যাওয়া-আসার সময় পথিমধ্যেও দরুদ শরিফ পাঠ করতে আসা-যাওয়া করবে। ইনশাআল্লাহ, এর কল্যাণে পুরো এলাকা আল্লাহর রহমতে ভরে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাঁর মানশা (ইচ্ছা) অনুসারে এই উঁচু মেহনতে সম্পৃক্ত হওয়ার তাওফিক দিন।

মঙ্গলবারের মাশওয়ারায় ও শুক্রবার রাত ও রবিবার রাতের মাজমায় সাথীদেরকে এই আমলগুলো করার অনুরোধ করা হলে ভালো হয়।

ওয়াস-সালাম
**বান্দা মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব**
(আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিন)



**চিঠি : ২৬**

## তাবলীগের সর্বস্তরের সাথী-ভাইদের উদ্দেশে হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেবের আরেকটি মূল্যবান চিঠি

[প্রেরণের তারিখ : ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সকল শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত বান্দা,
আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি অনুসারে আমল করার তাওফিক দিন।

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি, সকল সাথী সুস্থ-সবল থেকে দিবা-রাত এই মহান দ্বীনের মুবারক মেহনতে নিজেরাও মুহাব্বতের সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং অন্য ভাইদেরকেও যুক্ত করার মেহনত করছেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদের সকল সুন্দর প্রয়াস কবুল করে পুরো দুনিয়ার জন্যে হিদায়াতের ফয়সালা করে দিন। আমিন।

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিসের সারাংশ হলো, দুনিয়াতে দেশ-বিদেশের মুসলমান নানা ধরনের পরিস্থিতি অতিক্রম করছে, এই অনুভূতি পুরো উম্মতের হবে। পুরো উম্মত এ নিয়ে চিন্তিত হবে এবং নিজেদের মেহনত ও দুআর মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা করবে। কেননা বান্দা যে পরিমাণ যিম্মাদারি আদায় করবে, আল্লাহর নুসরাত সে পরিমাণ আসবে। যদি পুরো দুনিয়ার সকল উম্মত নিজেকে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মেহনতের যিম্মাদার মনে করে তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সে পরিমাণ মদদ আসবে।

হযরতজি মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. বলতেন, 'যখন উম্মতের ইয়াকিন ও আমল নষ্ট হয়ে যায় তখন বন্যা আসে, ভূমিকম্প আসে, পরস্পরের মাঝে যুদ্ধ-কলহ বেধে যায়। অর্থনীতি নষ্ট হয়ে পড়ে। আজ পুরো উম্মত এ ধরনের বিপর্যস্ত পরিস্থিতি অতিক্রম করছে। এমন নয় যে, যেখানে এই বিপর্যয় এসেছে, শুধু সেখানকার ইয়াকিন ও আমল নষ্ট হয়েছে; বরং পুরো উম্মতের ইয়াকিন ও আমলের ওপর আল্লাহর এই ফয়সালা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের পরিণতি কখনো এখানে প্রকাশ পায়; কখনো অন্যখানে প্রকাশ পায়। যেমন, শরীরের রক্ত নষ্ট হলে যেকোনো স্থান দিয়ে ফোঁড়া বের হতে পারে। এজন্যে আমরা আমাদের এলাকার মুসলমানদের ইয়াকিন ও আমল ঠিক করার পাশাপাশি নিজেরা বেশি বেশি করে ইসতিগফার পাঠ করব, কেঁদে কেঁদে দুআ প্রার্থনা করব যে, হে আল্লাহ, আমাদের সেই গুনাহ, যার কারণে উম্মতের ইয়াকিন ও আমলের মাঝে ফ্যাসাদ এসেছে, পুরো উম্মতের পক্ষ থেকে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পুরো উম্মতকে আপনি মাফ করে দিন। পুরো উম্মতই আপনার গোলাম। সেই গোলামদের অন্তরকে আপনার সুউচ্চ সত্ত্বার দিকে ফিরিয়ে এনে দুনিয়া ও আখেরাতের নানা পেরেশানি ও মুসিবত থেকে সুরক্ষিত করুন। আমরা আমাদের মেহনত ও কুরবানি বাড়ানোর পাশাপাশি বেশি বেশি দুআর ইহতিমাম করব। আমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত নেমে এলে সার্বিক পরিস্থিতি ইনশাআল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে।

সব সাথীর খেদমতে মাসনুন সালাম ও দুআর দরখাস্ত রইল।

ওয়াস-সালাম

**বান্দা মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব**

(আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিন।)



**চিঠি : ২৭**

## নভেম্বর ২০১৭ এর রায়ভেন্ড ইজতিমায় দেশ-বিদেশের নানা উমুরের বিশ্লেষণ সম্পর্কে
# আলমি শূরার চিঠি

[প্রেরণের তারিখ : ৫ নভেম্বর ২০১৭]

### ১. তা'লীম

মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. বলেছিলেন, 'ইজতিমায়ি তালীমে শুধু নিম্নের কিতাবগুলো পড়া হবে- হযরত শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেব রহ. কর্তৃক লিখিত ফাযায়েলে আমল থেকে হিকায়াতে সাহাবা রাদি. ফাযায়েলে কুরআন মাজিদ, ফাযায়েলে নামায, ফাযায়েলে তাবলীগ, ফাযায়েলে যিকির, ফাযায়েলে সাদাকাত (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড) ফাযায়েলে রমাযান, ফাযায়েলে হজ (হজ ও রমাযান চলাকালে) ও মাওলানা ইহতিশামুল হাসান কান্ধলভি রহ.-এর লেখা 'মুসলমানোঁ কি মওজুদাহ পস্তি কা ওয়াহেদ ইলাজ'।

আরব হযরতদের তালীমের মাঝে নিম্নের কিতাবগুলো থাকবে, রিয়াযুস সালেহিন, মিশকাতুল মাসাবিহর আট অধ্যায়, হায়াতুস সাহাবাহ রাদি. ও আল-আদাবুল মুফরাদ।

### ২. ঘরের তা'লীম

মসজিদের তা'লীমের বাইরে ঘরের মাঝে প্রতিদিন তা'লীম চলবে, যেন আমলের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। মাসতুরাতগণ ঘরের পুরুষদের মাধ্যমে উলামায়ে কেরাম থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করে ২৪ ঘণ্টার যিন্দেগি দ্বীন অনুযায়ী অতিবাহিত করার চেষ্টা করবে। তা'লীমের পাশাপাশি সময়ে-অসময়ে পালাবদলক্রমে ছয় নম্বরের মুযাকারা চালিয়ে যাবে, যেন ঘরের প্রত্যেক পুরুষ-মহিলার মাঝে দাওয়াতের মানসিকতা গড়ে ওঠে।

### ৩. প্রতিদিনের মেহনত

ছোট ছোট জামাত বানিয়ে মহল্লার ঘরে ঘরে মুলাকাতের উদ্দেশ্যে যাবে। ঘরের প্রত্যেক সদস্যকে ঈমান ও আখেরাতের কথা বুঝিয়ে দাওয়াতের গুরুত্ব বলে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্যে তৈরি করা হবে। মহল্লার মসজিদে দাওয়াতের যেই আমল চলছে, তার মাঝে শরিক হতে উদ্বুদ্ধ করবে।

### ৪. খুরুজের সময় মসজিদে অবস্থানের তরতিব কী হবে?

বাইর থেকে আগত জামাত ও স্থানীয় মসজিদের জামাত– উভয় মিলে মেহনতের তরতিব বানাবে। সাধারণত তিন বা চার দিনের অধিক এক মসজিদে কিয়াম করবে না।

### ৫. সাপ্তাহিক শবগুজারি

মসজিদের জামাতগুলো নিজেদের খাবার, বিছানা সঙ্গে নিয়ে আসর থেকে ইশরাকের ভেতর জমা হবে। যে সকল সাথীর ওপর মেহনত করেছে, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আসবে। তাকাযা পূরণ করার মেহনত করবে।

### ৬. দেশ-বিদেশের সাথীদের জন্যে বাৎসরিক খুরুজের তরতিব

এক বছর নিজের দেশে, দ্বিতীয় বছর হিন্দুস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এবং এক বছর তাকাযার ওপর ব্যয় করবে।

### ৭. পুরনো মাসতুরাতের সঙ্গে মুযাকারাহ

বছরে এক-দু' বার শহর বা হলকা পর্যায়ে চিল্লা এবং দশদিন লাগানো মাসতুরাতদেরকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে মুযাকারার আমলে একত্র করা যেতে পারে।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ইজতিমা ও জোড়ে স্থানীয় যিম্মাদারকে ফয়সাল বানানো হবে। হিন্দুস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণকারী জামাতগুলো তাদেরকে নিজ রায় দেবে।

স্বাক্ষর করেছেন,



১. হাজি আবদুল ওয়াহাব সাহেব
২. মাওলানা ইবরাহিম দেওলা সাহেব
৩. মাওলানা ইয়াকুব সাহেব
৪. মাওলানা আহমদ লাট সাহেব
৫. মাওলানা যুহায়রুল হাসান সাহেব
৬. মাওলানা নযরুর রহমান সাহেব
৭. মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব
৮. মাওলানা ওবায়দুল্লাহ খুরশিদ সাহেব
৯. মাওলানা যিয়াউল হক সাহেব

উপসংহার

## মুরুব্বিদের দৃষ্টিতে চলমান সংকটের সমাধান

**১.**

আমরা এখনো মনে করি, চলমান সংকটের সমাধান হয়ে যাবে, যদি শূরা মেনে নেওয়া হয় এবং মেহনতের যাবতীয় তাকাযা শূরার সর্বসম্মতিক্রমে পূরণ করা হয়। মেহনতের তরতিব ও মানহাজের ক্ষেত্রে অবশ্যই অতীতের তিন হযরতজির আমলে বিভিন্ন উমূরে যেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সেগুলোকে আপন হালতে অক্ষুণ্ন রাখা হয়। যদি সেগুলোর মাঝে কোনো ধরনের পরিবর্তন বা সংযোজনের প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই শূরার সর্বসম্মতি চলে আসার পরেই যুক্ত করা যাবে। ফিলহাল ইজতিমাইয়্যাত বা ঐক্য ক্ষুণ্ন হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো, শূরা ও পুরনো সাথীদের মাশওয়ারা ও সমর্থন ডিঙিয়ে নতুন কথা ও নতুন তরতিব চালিয়ে দেওয়া।

**–হযরত মাওলানা ইবরাহিম সাহেব**

**২.**

দুনিয়ার কোনো ধর্মীয়, শিক্ষামূলক বা জাতীয় প্রতিষ্ঠান, উম্মাহর কোনো সামাজিক কাজ শূরার পৃষ্ঠপোষকতা, তত্ত্বাবধান ও পথপ্রদর্শন ব্যতিরেকে চলতে পারে না। অতীতেও চলেনি, আগামীতেও চলবে না। উম্মাহর এতো বড় কাজ কোনো এক ব্যক্তির হাতে যদি তুলে দেওয়া হয় আর সেই এক ব্যক্তি যদি এই উঁচু কাজ নিজের মর্জি মুতাবেক চালাতে শুরু করেন তাহলে মারাত্মক ও ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটবে। কারণ, কোনো ব্যক্তি নিজের মানবসুলভ দুর্বলতা ও প্রবৃত্তির প্রবঞ্চনার ঊর্ধ্বে নয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ



'আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ'। [সূরা ইউসুফ : ৫৩]

সম্ভবত এ বিষয়টি সামনে রেখেই মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহ. বলেছিলেন, 'আগামীতে এই মেহনত একটি শূরার তত্ত্বাবধানে চলবে।'

**–মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব**

**৩.**

অধম ১৯৯৫ সাল থেকে এ কথাই বলে আসছি যে, দাওয়াত ও তাবলীগের এই মেহনত সেই মানহাজের ওপরই তোতা পাখির মুখস্থ বুলির মতো করে আসতে হবে যার ওপর আমার নানাজান (মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ.) ও আমার দু' ভগ্নিপতি (মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. ও মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ.) রেখে গিয়েছেন। আজকেও আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এই দুআ, এই আকাঙ্ক্ষা ও এই প্রার্থনা করি যে, সবাই মিলে-মিশে মুহাব্বাত, স্নেহ, শ্রদ্ধা ও মাশওয়ারার সঙ্গে এবং পুরনো সাথীদের মধ্য হতে আসাতিযায়ে কেরাম ও মুরুব্বিদেরকে জিজ্ঞেস করে করে ও তাদেরকে মেনে চলি। যেমন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. মুফতি মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ.-কে জিজ্ঞেস না করে এবং আব্বাজান মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেব রহ.-এর সঙ্গে মাশওয়ারা না করে কোনো পদক্ষেপ নিতেন না। আল্লাহ তাআলা আপনাদের সবাইকে ও আমাদেরকে দ্বীনের কর্মী, মদদগার ও সহকারী বানিয়ে দিন। আমিন।

আমরা কোনো আহলে হক আলেমের কথা খণ্ডন করব না, সমালোচনা করব না, ছিদ্রান্বেষণ করব না, প্রত্যাখ্যান করব না, কাফের বলব না। এই মেহনতের মাঝে নতুন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার কথা ভুলে যাব। মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. বলতেন, 'যদি এই মেহনত উসুল মুতাবেক করা হয় তাহলে কয়েক শতাব্দীর কল্যাণ কয়েক দিনে চলে আসবে। আর যদি উসুল অমান্য করে করা হয় তাহলে কয়েক শতাব্দীর ফেতনা কয়েক দিনে চলে আসবে।' আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের নিজেদের জবাবদিহি নিজেদেরকে নিয়ে হবে যে, আমার কী ভুল হয়ে গেছে এবং আগামীর জন্যে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

**– হযরত মাওলানা তলহা সাহারানপুরি সাহেব**

**৪.**

আমরা দুনিয়ার সবাইকে এই দাওয়াত দিই যে, আমাদের সকল সমস্যার সমাধান দাওয়াতের মেহনতের ভেতর। বর্তমানে খোদ দাওয়াতের মেহনতের মাঝেই নানা সমস্যা চলে এসেছে। এই সমস্যাগুলোর সমাধানও এই মেহনতের ভেতরে যে, আমরা এই মেহনত সঠিক মানহাজ ও পদ্ধতি অনুসারে করব।

**– প্রফেসর সানাউল্লাহ খান সাহেব (আলিগড়)**

**৫.**

বর্তমান পরিস্থিতির কারণে কেউ যেন এ কথা মনে না করে যে, দাওয়াতের মেহনতের ফায়েদা নষ্ট হয়ে গেছে; বরং আজকেও এই মেহনতের মাঝে সেই ফায়দা ও সেই প্রভাব রয়েছে, যা পূর্বে ছিল। শুধু এই মেহনত সঠিক বুনিয়াদের ওপর করতে হবে। যেমন, কেউ যদি কুরআন ভুল পড়ে তাহলে সেটা পাঠকারীর ত্রুটি। খোদ কুরআনের মাঝে হিদায়াতের ক্ষমতা সর্বাবস্থায় রয়েছে।

**– মাওলানা হাকিম আবদুর রশিদ কাসেমি সাহেব**

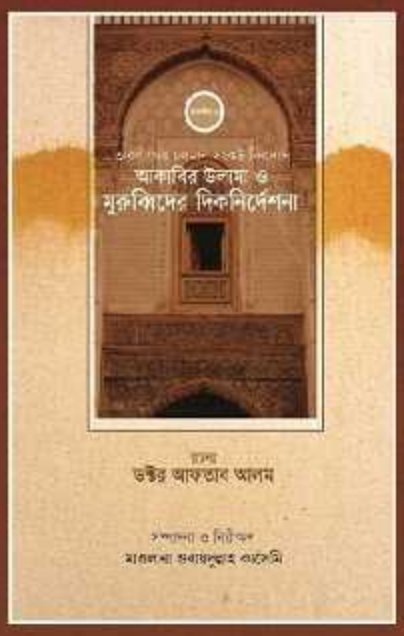


প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আসআদি
আশুলিয়া, ঢাকা
015 11 52 50 70

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আযহার
মধ্যবাড্ডা। বাংলাবাজার।
যাত্রাবাড়ি। সিলেট।
019 24 07 63 65

cover : Mobarak Hossain Sadi 01837311078

ISBN NO: 978-984-93084-5-2

বর্তমান সময়ে দাওয়াতের এই উঁচু ও বরকতময় মেহনত সংকটাপন্ন পরিস্থিতি অতিক্রম করছে। ৯০ বছরের ইতিহাসে এই মহান মেহনতের ওপর কখনই এমন পরিস্থিতি নেমে আসেনি, যেমনটি বর্তমানে এসেছে। এই পরিস্থিতি এক-দু' বছরে সৃষ্টি হয়নি; বরং এটি শুরু হয়েছে প্রায় পনেরো-বিশ বছর আগে। কয়েকজন আকাবির হযরাত, যাঁরা শেষ দু হযরতজির সংস্পর্শ পেয়েছেন, তাঁদের প্রত্যক্ষ নেগরানিতে এই মেহনত শিখেছেন, জীবনের সুদীর্ঘ সময় বাংলাওয়ালি মসজিদে মুকিম থেকেছেন, ৫০-৬০ বছর ধরে নিয়মিত আন্তর্জাতিক স্তরে মেহনত করেছেন এবং বর্তমান সময়ে যারা এই মেহনতের প্রথম কাতারের যিম্মাদার, তাঁরা শুরু থেকেই এই বিপর্যস্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর চিন্তামগ্ন ও পেরেশান ছিলেন।...

তারা প্রথম নিযামুদ্দিনের চৌহদ্দির ভেতরে থেকে মাওলানা সাদ সাহেবকে বুঝিয়েছেন, লিখিত পত্র দিয়েছেন, বারবার স্বপ্রণোদিত হয়ে নানামাত্রিক উদ্যোগ নিয়েছেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আমরা চেষ্টা করেছি, একটি নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে যথাসম্ভব এ প্রসঙ্গে তাঁদের লেখা সবগুলো চিঠি একমলাটে নিয়ে আসতে। যেই চিঠিগুলো আলোচিত মুরুব্বিগণ তাদের ইসলাহি প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সময়ে-অসময়ে লিখেছেন।

একমলাটে সংকলিত এই চিঠিগুলোর মাধ্যমে তাবলীগের চলমান সংকটের সঠিক চালচিত্র পাঠকবর্গের সামনে স্পষ্ট হয়ে আসবে। মুহতারাম মুরুব্বিগণ ও আকাবির হযরাত কী পরিমাণ ধৈর্য, সংযম এবং প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবত বিপর্যয় কাটানোর ইসলাহি প্রয়াস ব্যয় করে আসছেন, তার খানিকটা চিত্র সেই চিঠিগুলোতে বিমূর্ত হয়েছে।

এর পাশাপাশি বর্তমান বিশৃঙ্খলা ও মতানৈক্যের কারণে সবার অন্তরে যেই প্রশ্নগুলো সৃষ্টি হয়েছে বা কিছু লোকের তরফ থেকে যেই প্রশ্নগুলো সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেগুলোর উত্তরও এ বইটি পড়ার মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ স্বয়ংক্রীয়ভাবে পেয়ে যাবে। কাজেই পুরো পৃথিবীতে এই মেহনতের যতো পুরনো সাথী আছেন বা এই মেহনতের প্রতি যাদের অন্তরে মুহাব্বত ও দরদ রয়েছে, যারা বর্তমান পরিস্থিতির কারণে চরম উদ্বিগ্ন, তাদের সবার কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা অবশ্যই পূর্ণ ধৈর্য ও মনোযোগের সঙ্গে চিঠিগুলো পড়বেন।

এ বইয়ের মাঝে সর্বসাকুল্যে ২৭টি চিঠি তারিখ অনুসারে সংকলন করা হয়েছে। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে চিঠিগুলো চারটি কিস্তিতে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি কিস্তির শুরুতে সেই কিস্তির চিঠিগুলো সম্পর্কে কিছু জরুরি বিশ্লেষণও তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি, সেই বিশ্লেষণ চিঠির প্রেক্ষাপট সবার কাছে সহজবোধ্য করে তুলবে।